ভারতে অলিকসন্দর।

(সচিত্র)

শ্রীসত্যচরণশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত

ও প্রকাশিত।

"আয়ুর্ক্ষতি মর্ম্মাণি আয়ুরন্নং প্রযচ্ছতি।
অর্জ্জুনস্য প্রতিজ্ঞেদ্বে নদৈন্যং নপলায়নম্‌।"

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩১৬

 [মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা—

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের কর কমলেষু

উত্তরপাড়া

ভূমিকা।

যিনি এই গ্রন্থের নায়ক, তিনি ইংরেজ মুখে আলেকজাণ্ডার নামে অভিহিত হন। গ্রীকবাসীরা আলেক্সান্দ্রস্ঃ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং তাঁহাদের কাছে শিখিয়া আমরা আলকেজাণ্ডার উচ্চারণ করিয়া থাকি। মুসলমান সঙ্গ বশতঃ, আমরা তাঁহাদিগের প্রদত্ত নাম সেকেন্দার ও সময় সময় কহিয়া থাকি। আমাদের সম্রাট অশোক, এই নাম যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং পর্ব্বত-গাত্রে যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা তাহাই অনুকরণ করিয়া, আমাদের চিরভ্যস্ত আলেকজাণ্ডার এই নামের পরিবর্ত্তে অলিকসন্দর নাম ব্যবহার করিলাম। সম্রাট, অলিকসন্দরকে অলিক্যসদল নামেও অভিহিত করিয়াছেন, প্রথমটির সহিত মূলের অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম।

অলিকসন্দরের সহিত পুরুর যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, সেই স্থানদ্বয়, তক্ষশিলা, পাণিনির জন্মভূমি শালাতুর, পুরুষপুর প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছি, যে রাস্তা দিয়া মেসিদন পতি ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছিলেন, হিংলাজের সেই পথ এবং সিন্ধুপ্রদেশ ভাল করিয়া দেখিবার বাসনা ছিল তাহা ঘটিয়া উঠে নাই ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব। পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ কালে যাঁহাদের কাছে অনুমাত্র ও সাহায্য পাইয়াছি এই সুযোগে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দক্ষিণেশ্বর ২রা কার্ত্তিক। ১৩১৬ সাল।

চিত্রের সূচী

ভারতে অলিকসন্দর

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়।

প্রায় ২৩ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ইয়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র জনপদের একজন লোকোত্তর পুরুষ অতি অল্প অর্থ ও লোকবল সংগ্রহ করিয়া সে সময়ের তাঁহাদের পরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ প্রদেশ করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আগমন ও তথাকথিত জয়ের কথা, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমানকালেও ইয়ুরোপীয়েরা গর্ব্বের সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ইয়ুরোপ খণ্ডের নানাদেশের মনীষিগণ, নানা ভাষায় অবিশ্রান্তভাবে গবেষণা করিলেও, আমাদের দেশের কোনও প্রাচীন লেখক তাঁহার ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ উদয়ের কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। কোন্ সুদূর অজ্ঞাত প্রদেশের অধিবাসী, আমাদের ভারতবর্ষের দুই চারিদিন শান্তিভঙ্গ করিতে

বা পয্যাপ্ত ধন সম্পদের কিয়দংশ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সকল অশান্তিপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আমাদের পূর্ব্বজেরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। এই কাল সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ প্রতি মুহূর্ত্তে উৎপন্ন হইয়াই কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহা বিলীন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত গণনা, হিন্দুর স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই তাঁহারা ইহ সংসারের ঘটনা পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, পারলৌলিক উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতেন। স্বাধীন হিন্দুর এরূপ চেষ্টা প্রশংসাজনক হইতে পারে। কোন দস্যু বা তস্কর, সম্পন্ন গৃহস্থের যৎসামান্য বিষয় লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেলে, সেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যেরূপ অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই দস্যুর অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অলিকসন্দর আদির ভারত আক্রমণ কথা, অতি অল্পকাল মধ্যেই আমাদের দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই জন্যই আমাদের কোন গ্রন্থে অলিকসন্দরের কোনরূপ নামোল্লেখ নাই। এরূপ দস্যুর নাম কীর্ত্তণ করাও বোধ হয় তাঁহারা পাপজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মনুষ্যপরমায়ু অল্পকালস্থায়ী, এই সঙ্ক্ষেপ সময়ে দস্যুকাহিনী চর্চ্চা না করিয়া, তাঁহারা পুণ্যচরিত্র আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের নামোল্লেখ না করিবার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, তাহা জানিবার আমাদের বিশেষ আবশ্যক নাই। কিন্তু অলিকসন্দরের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য—প্রতি পদে তাঁহাকে বাঁধা দিবার জন্য, তাঁহার প্রদত্ত সম্মান ও অপমানের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ভারতবাসীরা কিরূপে আত্মোৎসর্গ

করিয়াছিলেন—তাহা আলোচনা করিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে—ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় একপ্রাণে যেরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা বিস্ময়ের বিষয়। ব্রাহ্মণগণ নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই বিপুল সেনাদল সহ অলিকসন্দরকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিরূপে তিনি, কোনরূপে প্রাণ লইয়া প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সংসারে বীতরাগ ব্রাহ্মণের কাছে, কিরূপে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন, নিঃস্ব ব্রাহ্মণকে সম্মান না করিয়া কিরূপে তিনি নিজের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন—আর কিরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি সমরে শত্রুর অজেয় হইয়াছিলেন ইত্যাদি প্রাচীন কাহিনী সুপ্রাচীন হইলেও ইহা চির নূতন—ইহার আলোচনা আমাদের পক্ষে পুণ্যজনক। একজন যুবক ১২।১৩ বৎসরের চেষ্টায় এবং প্রায় ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমের ভিতর যে সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা ইয়ুরোপের ইতিহাসে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার *। এরূপ কার্য্য তৎপরতা, এরূপ অধ্যাবসায়, এরূপ সাহস, জনসাধারণের উপর অসাধারণ

* অলিকসন্দর পাশববলে যেরূপ জগৎকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহা অপেক্ষা অল্পদিন ও অল্প বয়সের মধ্যে, আচার্য্যপ্রবর শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর আনয়ন, এবং স্বীয় মত সংস্থাপন জন্য অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাও জগতের ইতিহাসে বিস্ময়জনক ব্যাপার। প্রভুপাদের ভ্রমণ ও ক্রোশ হিসাবে অলিকসন্দর অপেক্ষা নিতান্ত কম হইবে না। নরহন্তা বলিয়া অলিকসন্দরের নাম কালে ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান রাজ্যের বৃদ্ধির সহিত শঙ্করের অনুশাসন সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে।

ক্ষমতা বিস্তার শক্তি, অতি অল্প লোকেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বীরবৃন্দ, অলিকসন্দরের যুদ্ধ প্রণালী প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন, এরূপ লোকাত্তর পুরুষের জীবনী, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত আমাদের ভারতবর্ষের কথার সহিত মিলিত আছে বলিয়া আমাদের ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। স্বাধীন হিন্দু যে কারণে অলিকসন্দরের কার্য্যকলাপ আলোচনা করেন নাই, বর্ত্তমানকালে আমাদের সেরূপ কোন কারণই বিদ্যমান নাই, সুতরাং সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ইয়ুরোপীয় বীরের ভারত আক্রমণ, এবং ভারতবাসীর কাছে তিনি কিরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

সঙ্ক্ষেপে আমরা সে সময়ের গ্রীসের অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইব। সমগ্র গ্রীসের ভূমির পরিমাণ, আমাদের সুবৃহৎ বাঙ্গলার সহিত তুলনা হইতে পারেনা। ইহা আমাদের বর্ত্তমান ময়মনসিংহজেলার তিন গুণ অপেক্ষা কিছু বড় হইতে পারে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রীসের অতিক্ষুদ্রতম প্রদেশ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে, পাণ্ডিত্যে, শিল্পনিপুণতায়, সকল বিষয়েই ইয়ুরোপ খণ্ডে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। যে গ্রীসের স্বভাব সংস্থান, প্রাচীন গ্রীসবাসীর চরিত্র গঠনের অকুকল হইয়াছিল—প্রাতঃকালের বায়ু যাহাদিগের নৌকা বহন করিয়া এসিয়ামাইনর অভিমুখে লইয়া যাইত, আবার স্বায়ংকালে তাহা আত্মীয়ের ন্যায় বহন করিয়া গৃহে পৌছাইয়া দিত সেই বায়ু তো এখনও রহিয়াছে, কৈ জল—পথে গ্রীসের সে প্রাধান্য নাই কেন? ভালদিনে গ্রীসের তট

হইতে, আমাদের এসিয়ার স্বর্ণপ্রসবিনী মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা অধিকার করিবার জন্য, সে সময় গ্রীসবাসী সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিয়া, দলে দলে আগমন করিত, এখন গ্রীকদের সে তৃষ্ণা, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় হৃদয়ে উঠিয়াই লীন হইয়া যাইতেছে কেন? সেকালে এক মুঠা জলপাই ও একটা সার্ডিন (Sardine) মাছে, তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেও,তাহারা বিশ্বসংসার গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়াছিল—তাহাদের এখন সে ক্ষুধা কোথায়? খালি মাথায় ও খালি পা, অথবা কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিয়া, যাহারা গমনাগমন করিত, একখানি কটিবস্ত্র ও উত্তরীয় হইলেই যাহাদের কাপড়ের অভাব পূর্ণ হইত, সেই তথা-কথিত অসভ্যদের যে সৌন্দর্য্য জ্ঞান ছিল, সে জ্ঞান এখন সে দেশ হইতে কেন অন্তর্হিত হইয়াছে? বায়ু ও আলোক বহুল পর্ণকুটীর হইতে সেকালের গ্রীসে যে সকল দেবপ্রকৃতির ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে ধন্য করিয়াছিল, এখন তাহা অপেক্ষা উত্তম গৃহ হইতে ভাল লোক জন্মগ্রহণ করে না কেন? এ সকল প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর ভগবদ্ ইচ্ছা হইলেও, আমরা বলিব সেকালের প্রত্যেক গ্রীসবাসীর হৃদয়ে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রবল বাসনা প্রবাহিত হইত, প্রত্যেকে নিজের নিজের শক্তি অনুসারে নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্য সকল কর্ত্তব্য-বোধে সম্পাদান করিত। কাযেই গ্রীসের উন্নতি অনিবার্য্য হইয়াছিল। দেশের জনসাধারণের চিন্তা ও কার্য্য যদি স্বদেশের উন্নতি কল্পে চালিত হয়,তাহা হইলে তাহার গতিরোধ করা বড় সাধারণ কথা নহে। বরং বাধাপ্রাপ্ত হইলে পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় বেগবতী হইয়া থাকে।

মেসিডোনিয়া, গ্রীসের উত্তর, ইহার পশ্চিমে ইলিরিয়া, পূর্ব্বে থ্রেস, এবং ইজিয়ান সাগর। সেকালে ইহার অধিশ্বরের বাহুবলের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত, ইহার আয়তনেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক সময় ইহার আয়তন ও লোক সংখ্যা আমাদের ২৪ পরগণার আয়তন বা লোক সংখ্যাকে অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ধনবল বা জনবলেও ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ভূভাগ সমতল ও সজল—অধিকাংশ প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এদেশবাসীকে গ্রীকরা, বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত। ইহাদের ভাষা ও গ্রীক ভাষা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। সেকালের মাসিদনেরা উল্কী পরিয়া শরীর চিত্রিত করিত—যে পর্য্যন্ত না কোন শত্রুকে হত্যা করিতে পারিত, সে পর্য্যন্ত শরীরে কোন ঘৃণিত চিহ্ন ধারণ করিয়া লোক সমাজে নিজের অক্ষমতা ব্যক্ত করিত। জাল ব্যতীত স্বহস্তে বন্যবরাহ হত্যা করিতে না পারিলে তক্তপোষে শয়নের অধিকার হইত না। অল্প সংখ্যক থেসিলিয়ানকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহারা আনন্দ লাভ করিত। অলিকসন্দরের পিতা ফিলিপের পূর্ব্বেও ইহারা কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ অশ্বারোহী বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিরাছিল। সৈনিক বৃত্তি তাহারা প্রীতির সহিত গ্রহণ করিত—অতি সাহস, বিপদে অবিমূঢ়তা প্রভৃতি তাহাদের জাতীয় গুণ। ফিলিপ এই সকল সমরনিপুণ মাসিদনকে সুশিক্ষিত করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণের অজেয় করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু যে মহাপুরুষ নিজের বুদ্ধিবলে অশিক্ষিতকে সুশিক্ষিত—ভীরুকে সাহসী, অলসকে কর্ম্মঠ, জনগণ ভিন্ন ভিন্ন

মতাবলম্বী হইলেও যিনি জাতীয়ভাবে সকলকে একত্র করিতে সমর্থ হন, সেই পুরুষপ্রবর জননায়ক পদে আরূঢ় হইয়া থাকেন। ফিলিপ বা অলিকসন্দরের পূর্ব্বে ও মাসিদনদের পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল যথেষ্টরূপে বর্ত্তমান ছিল বা আছে,কিন্তু সে দেশে তাঁহাদের মতন কারুকর না থাকায়, এই সকল উপাদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তাহা উৎপন্ন হইয়াই আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এই জন্যই ফিলিপ বা অলিকসন্দর অদ্ভুতকর্ম্মা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালেও সেই মাসিদনরা বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহার লোক সংখ্যা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহার আর সে গৌরব নাই—এখন ইহা এসিয়াবাসীর অধীনতায় অবস্থান করিতেছে। যে দেশের অল্প সংখ্যক লোক বীরদর্পে জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বর্ত্তমান কালে সেই দেশের অধিবাসী পরাধীনতার দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

তাহারা এখন নিজেদের দুঃখ দূর করিবার জন্য অন্যের কৃপা-কটাক্ষপ্রার্থী হইয়াছে। হায় ভগবান! পৃথিবীতে যেন কোন জাতিকে পরাধীনতার নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখের কথা পাঠ করিলে আমরা পরাধীন আমাদেরও হৃদয় বিচলিত হইয়া থাকে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় গ্রীস অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে কোনটি রাজতন্ত্রের, কোনটি প্রজাতন্ত্রের, কোনটি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিত। এই সকল রাজ্যের মধ্যে

সে সময়ে এথেনীয় সাধারণ-তন্ত্র দুর্ব্বল হইলেও মাসিদনদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। একজন বাগ্‌ব্যবসায়ী কর্ম্ম-কার পুত্র—রাজপুত্র ও রাজার সহিত কিরূপ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এবং সেকালে লেখনী, তলবারের উপর কিরূপ প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিল তাহা বিস্ময়জনক ব্যাপার। কেবলমাত্র বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার বা রক্ষা হয় না একথা ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ডিমস্থিনিসের বাগ্‌যুদ্ধে সপ্রমাণ হইয়াছে। বাক্‌যুদ্ধে যদি জাতি বড় হইত, তাহা হইলে সে সময় এথিনীয় নৌশক্তি সামান্য রোডসের নৌশক্তি অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই বরং অনেকের অপেক্ষা এথিনীয় নৌশক্তি দুর্ব্বলই ছিল। সেই রূপ সৈন্যবলে এথেনস্, সে সময়ের থেবস্ বা স্পার্টা অপেক্ষা হীনবলই ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের আবশ্যক হইলে এথিনীয় প্রজাতন্ত্র সৈন্য ভাড়া করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিত। সে সময় ইহার প্রজামণ্ডলীর অধিকাংশ কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। এথেনস্‌বাসীরা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া কোনরূপে দিন গুজরাণ করিত। রাজ্যের আয় অত্যন্ত হীন অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক সময় ৩৪৬ টালাণ্টাও সংগ্রহ হইত না। এই অর্থ রাজ্যের অভাব মোচন করিতেও পর্য্যাপ্ত হইত না। এথেন্‌সের করদ রাজ্য হইতে যে অর্থ সংগ্রহ হইত তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। ২০।৫০ টালাণ্ট যাহাও বা পাওয়া যাইত তাহাও সকল সময় সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিত। জনবল বা অর্থবল উভয়েই এথেন্‌স হীনবল ছিলেন, কাযেই যুদ্ধের দ্রব্য সংগ্রহ, বা সৈন্যদিগের বেতন, বা উপযুক্তরূপ পরিচ্ছদাদি যথাসময়ে

প্রদান করিতে সমর্থ হইত না। জ্ঞানচর্চ্চায় এথেন্সবাসী অদ্বিতীয় হইলেও এ জ্ঞান তাহাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বদেশবাসী ফিলিপ বা তাহার পুত্রের হস্তে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইলেও রোমকদিগের নিকট হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র জ্ঞান-চর্চ্চা বা অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না—ইহার সহিত যদি ক্ষাত্রবলের অভাব হয় তাহা হইলে সে জ্ঞান অজ্ঞান এবং অর্থ অনর্থের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

দক্ষিণ গ্রীসে সুবিখ্যাত লিকোনিয়া প্রদেশ, এই প্রদেশে ইউরো-তস নদীর তটে, বীরপ্রসবিনী স্পার্টা নগরী—স্পার্টার গৌরব বহুদিন হইল অন্তর্হিত হইলে ও ইহার অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী স্পার্টাকে জগতের কাছে চিরকাল চির নূতন করিয়া পরিচিত করিবে। এখানে থেমিসটক্লিস, বা পেরিক্লিসের ন্যায় যোদ্ধা বা প্রখ্যাতনামা দার্শনিক জন্মগ্রহণ না করিলেও স্পার্টাবাসীর স্বাধী-নতা সংরক্ষণ জন্য অদ্ভূত আত্মত্যাগ—পারসীক আক্রমণে গ্রীক-বাসী বিপন্ন হইলে স্পার্টানরাই সেই বিপদে গ্রীসকে রক্ষা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

স্পার্টানদের শিক্ষা আমাদের সে কালের ক্ষত্রিয়দের শিক্ষার অনুরূপ—যুদ্ধই তাহাদের জীবিকা, এ জন্য সর্ব্বদা তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে শিক্ষিত হইত। স্পার্টান বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে পঞ্চায়ৎ সভায় লইয়া যাওয়া হইত। পরীক্ষায় শিশু হীনাঙ্গ, বা রুগ্ন বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহাকে পর্ব্বতের উপর রাখিয়া দেওয়া হইত, ইহাতেই সে ইহলীলা সম্বরণ করিত। বলা বাহুল্য যে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দৃঢ়কায় ও নীরোগ

বালক ভবিষ্যতে স্বদেশের কল্যাণকল্পে সুস্থমনে শরীর উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইত। আমাদের দেশের সে কালের বালকেরা যেরূপ গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত, সেইরূপ সপ্তম বর্ষীয় স্পার্টান বালককে তাহার পিতা মাতার নিকট হইতে আনয়ন করিয়া শিক্ষা প্রদান করা হইত। অন্য শিক্ষা অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। আজ্ঞা প্রতিপালন, শারীরিক ক্লেশ সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা বিশেষরূপে শিক্ষিত হইত। শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদিগকে নগ্নপদে থাকিতে হইত—গাত্রাবরণেরজন্য একখানি মাত্র বস্ত্র পাইত, খড়ের উপর শয়ন করিতে হইত। স্নানের জন্য তাহাদিগকে শীতল জল ব্যবহার করিতে হইত। বালকগণকে খুব তাড়াতাড়ি—অল্প পরিমাণে কদন্ন ভোজন করিতে অভ্যস্থ করান হইত। তাহারা আপনা আপনি ঘুসো ঘুসি, লাতালাতি করিয়া ক্রিড়া করিত। বালকগণ কিরূপ ক্লেশ সহিষ্ণু হইয়াছে সময় সময় তাহার পরীক্ষা করা হইত। আর্ত্তিমিস উৎসবে, দেবীর প্রতিমার সমক্ষে বালককে প্রহার করা হইত—ইহাতে সময় সময় প্রহৃত বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইত—এরূপ দারুণভাবে প্রহৃত হইয়াও বালক রোদন করিত না। বালকদিগকে প্রায়ই আহার প্রদান করা হইত না। তাহাদিগকে আহার সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। আহার সংগ্রহ কালে যদি কোন বালক ধৃত হইত, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতে হইত। এক সময় একটি বালক একটা শৃগাল শিশু অপহরণ করে, পাছে কেহ টের পায় এজন্য সে কাপড় ঢাকা দিয়া পেটের কাছে লুকাইয়া রাখে শৃগাল শিশু তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে

বালকের অন্ত্রবর্হির্গত করিলেও সে অবিকৃত বদনে যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছিল! যুদ্ধের শঙ্কটজনক অবস্থায় কেমন করিয়া পলায়ন করিতে হয়, সে বিষয়ও তাহারা শিক্ষা পাইত। সকল বিষয়েই তাহারা কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। গমনকালে তাহারা নিম্নে দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে এদিক ওদিক না দেখিয়া গমন করিত। বয়ঃজ্যেষ্ঠের আজ্ঞা তাহাদের সর্ব্বথা পালণীয় ছিল। ভোজনকালে তাহাদের কথা কহা নিষিদ্ধ ছিল একজন শিক্ষকের অধীনতায় শত বালকও অবস্থান করিত—শত বালক থাকিলেও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইত না।

স্পার্টানদের ১৭ বৎসরের সময় সৈনিক জীবন আরম্ভ হইত, এবং ৬০ বৎসরের সময় ইহার অবসান হইত। এই সুদীর্ঘ সময়ের অধিকাংশ কাল তাহারা সেনানিবাসে সৈনিকগণের শয়ন ভোজন, ব্যায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিত। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিত। তাহারা নিজের ইচ্ছা অনুসারে গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পারিত না। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ও তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল।

গ্রীসের অন্য প্রদেশের কন্যাগণকে, যেরূপ অন্দরের ভিতর চরকা কাটিয়া, কাপড় বুনিয়া, সময় যাপন করিতে হইত, স্পার্টায় সেরূপ করিতে হইত না। বলিষ্ঠ পুত্রের জননী হইতে সমর্থা হইবে বলিয়া স্পার্টার কন্যাগণ বালকদের ন্যায় ব্যায়াম চর্চ্চা করিত। তাহারা দৌড়ান—লাফান—পাতর ছোঁড়া—লাটি খেলা প্রভৃতিতে সুনিপুণ হইত। সেকালের স্পার্টান রমণীগণ গ্রীসের মধ্যে বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ

করিয়াছিল। তাহারা ইচ্ছা অনুসারে স্বামীর সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হইত না। সময় সময় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেনানিবাসে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। পুত্র বীর্য্যবান্ হইবে এই অভিপ্রায়ে পিতা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইতে লজ্জিত হইত না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষগণকে যুদ্ধ কালে উৎসাহিত করিত। "কাপুরুষের জননী" এই দুইটি কথা অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অন্য কোন কঠোর গালি স্পার্টার অভিধানে কথিত হয় নাই। এক সময় একজন স্পার্টান যুদ্ধ হইতে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া আইসে। এই অপরাধে তাহার স্নেহময়ী জননী তাহাকে হত্যা করিয়া বলেন "ইউরোতার জল গাধার পানের জন্য প্রবাহিত হয় না।" অপর এক সময় একটি বৃদ্ধের পাঁচটি পুত্র সমরক্ষেত্রে বীরশয্যা গ্রহণ করে। এই দুঃসংবাদ তাহার কোন পরিচিত প্রদান করিলে তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "স্পার্টার জয় হইয়াছে ত? প্রত্যুত্তরে "হাঁ" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "ভগবানকে তবে ধন্যবাদ দিন।"

সঙ্ক্ষেপে স্পার্টার অভিজাতদিগের কথা কথিত হইল। ইহা ছাড়া তথায় পেরিইওসী ও হেলট নামক আরো দুই শ্রেণীর লোক ছিল। প্রথমোক্তেরা ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া থাকিত। নিজেদের গ্রাম শাসন করিবার ও অধিকার প্রাপ্ত হইত এবং স্পার্টার শাসনকর্ত্তাকে কর প্রদান করিয়া জাতীয় ধনভাণ্ডার পরিপূরণ করিত। শেষোক্ত হেলট বা দাসেরা স্বীয় প্রভুর জন্য কৃষিকার্য্য আদি সমস্ত নির্ব্বাহ করিত—ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য ছিল। ইহাদের প্রতি স্পার্টানদের বিভিষীকাপ্রদ

দুর্ব্ব্যবহারের কথা পাঠ করা যায়। ইহাদের সংখ্যা স্পার্টানদের অপেক্ষা দশগুণ বেশী হইলেও মন্ত্রমোহিত সর্পের ন্যায় ইঁহারা নির্বীর্য্য প্রায় ছিল।

এথেন্স। এথিনীয় বালক জন্মগ্রহণ করিলে সে তাহার পিতার ইচ্ছা অনুসারে গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইত। বর্জ্জনীয় শিশুকে দ্বারদেশের সম্মুখ ভাগে রাখা হইলে অনেক সময় অযত্নে মারা যাইত, কখন বা কেহ কৃপা করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে পুরুষানুক্রমে দাস করিয়া জীবিত রাখিত। পৃথিবীর এই দারুণ জীবন সংগ্রামে দেশে কোটী কোটী অকর্ম্মণ্য,জীর্ণ, শীর্ণ, গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী, অথবা বিলাস পরায়ণ মেদ সর্ব্বস্ব কাপুরুষ থাকা অপেক্ষা মানুষের মতন মানুষ, তাহা অল্প সংখ্যক ও দেশের পক্ষে গৌরবজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কন্যা সম্বন্ধে একজন গ্রীসীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, পিতা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও পুত্র রক্ষিত হয়, কিন্তু ধনবান পিতা ও কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বালক, সাত বৎসর পর্য্যন্ত মার কাছে অন্দরমহলে অবস্থান করে, তারপর কিছুদিন গুরুমহাশয়ের নিকট (ইহারা প্রায় ক্রীতদাসই হইয়া থাকে) আদব কায়দা শিক্ষা করিয়া থাকে। বালক দুষ্টুমি করিলে গুরু মহাশয় প্রহার করিবার অধিকারও প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ কিছুদিন শিক্ষার পর বালককে বিদ্যালয়ে পাঠান হইত। সে তথায় লিখিতে পড়িতে ও গান করিতে শিক্ষিত হইত। বালিকারা বাড়ীর ভিতর কাপড় বোনা, সূতা কাটা, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে শিক্ষিত হইত। প্রায় ১৫ বৎসরের সময় তাহারা বিবাহিত হইত। বিবাহ ব্যপারে তাহাদের কোন মতামত লওয়া হইত না। তাহার পিতার ইচ্ছা

অনুসারে সমস্ত নির্ব্বাহ হইত। প্রায়ই পিতার বন্ধু বা প্রতিবেশীর পুত্রের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত—এথেন্সবাসী ব্যতীত কোন বিদেশীকে তাহারা প্রায় কন্যা সম্প্রদান করিত না। বাড়ির ভিতরেই স্ত্রীলোকেরা অবস্থান করিত। ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত তাহারা ঘরের বাহিরে যাইত না, বা আত্মীয় ব্যতীত কেহ বাড়ির ভিতর যাইতে পারিত না। সেকালের কি স্পাটান, কি এথেনিয়ন সকলে সম্ভব অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিত। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ইহার প্রতিকুল প্রমাণ পাওয়া গেলেও জনসাধারণ সংযতচিত্ত ছিল। এই জন্য তাহারা বীর্য্যসম্পন্ন বলবান ও দৃঢ়ব্রত হইয়াছিল।

সে কালের গ্রীসবাসীকে পিতৃ মাতৃ ভক্ত হইতে বিশেষরূপে শিক্ষিত করা হইত। পিতৃদ্রোহী পুত্র সমাজে যেরূপ নিন্দিত হইত, সেইরূপ স্বদেশের শাসন অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত হইত। বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে, পিতা মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন নাই, তাহাকে এরূপ প্রমাণ প্রদান করিতে হইত। যদি কোন ব্যক্তি পিতামাতাকে গ্রাসাচ্ছাদন না করিত, তাহা হইলে সে সাধারণে বক্তৃতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইত না। এই সকল সদগুণসম্পন্ন ছিল বলিয়া গ্রীস সেকালে সবিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল —জগৎমধ্যে অভূত-পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই গ্রীস যখন বিলাসপরায়ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল—ব্রহ্মচর্য্য বিমুখ হইয়া হীনবীর্য্য হইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে এই দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল—দুর্ভিক্ষে বিশেষরূপে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল কি না, জানি না,

কিন্তু তাহাদিগকে "ম্যালেরিয়ায়" প্রপীড়িত হইতে হইয়াছিল, এ কথা আমরা অবগত আছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এসিয়াবাসীর সহিত ইয়ুরোপবাসীর অহিনকুল সম্বন্ধ। অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই জম্বুদ্বীপের অধিবাসীরা, অসভ্য ইয়ুরোপীয়দিগকে পরাজয় করিয়া, তাহাদের দেশ অধিকার করেন। সেই সকল ইয়ুরোপজেতাদিগের ভাব ও ভাষা অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমান কালের ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন তাহারা আমাদের আর্য্য জাতির একটি শাখা। বহুদিন আমাদের সঙ্গভ্রষ্ট এবং অদর্শন জন্য তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ কথা ভগবান মনুর সময় হইতে বর্ত্তমান কালেও আলোচিত হইয়া থাকে। তাহারা আমাদের এসিয়াবাসীর সন্তান সন্ততি হইলে ও কিন্তু তাহারা আমাদিগকে অসভ্য, বর্ব্বর প্রভৃতি আখ্যায় সম্বোধন করিতে ভুলিয়া যাইত না, বা অবকাশ পাইলে আমাদের দেশ জয়, আমাদের প্রতি অত্যচ্যার করিয়া এসিয়াবাসীকে ধ্বংস করিতে পশ্চাৎ পদ হইত না ও হয় নাই। অপর পক্ষে এসিয়াবাসীরাও পতঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া ইয়ুরোপ খণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, আটলাণ্টিকের তট পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছে, জ্ঞান বিতরণ করিয়া ইয়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।

পারস্যপতি জারেকসাসের গ্রীস আক্রমণের পর হইতে গ্রীকগণের হৃদয়ে বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা স্থান লাভ করে। এই

ইচ্ছা সমগ্র জাতির ইচ্ছা হইলেও গ্রীসবাসী পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকায়—উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা জাতীয় ইচ্ছা সম্বর্দ্ধিত ও পরিচালিত না হওয়াতে, অনেক দিন ইহা প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। ব্যক্তিগত বাসনার ন্যায়, জাতীয় বাসনা ও প্রনষ্ট হয় না, অনুকূল অবকাশ পাইলেই উহা উভয়েতেই বিকাশ পাইয়া থাকে। দশসহস্র গ্রীকের প্রত্যাবর্ত্তণের পর গ্রীকদের চোখের পরদা খুলিয়া খুলিয়া গেল, বৈরানল সন্ধুক্ষিত হইল। এই অভিযানে গ্রীকেরা পারস্য সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয় অবগত হইল—রাস্তা, ঘাট, মাট প্রত্যক্ষ করিল, পারসিক মোহ দূর হইল। গ্রীসে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল, পারস্যের অর্থ বা বাহুবলের উপকথা আর গ্রীকবাসীকে ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য শক্তি প্রাচ্যের হস্তে নিগৃহীত হইয়া ভবিষ্যতে যাহাতে এসিয়াবাসীর হস্তে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত না হয়, সে জন্য তাহারা যেমন এখন হইতেই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেইরূপ যদি দশ সহস্র গ্রীকের প্রত্যাবর্ত্তনের পর পারস্য সম্রাট বা তাঁহার স্বদেশবাসী নিজেদের দুর্ব্বলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে এসিয়াবাসীকে অলিকসন্দরের হস্তে নিপীড়িত হইতে হইত না।*

---

* Events are occuring in the Far East which deserve the most attentive estimation of Europe, and a prudent recollection of that mighty Oriental torrent which once overran Russia and conquered Christaian lands up to the borders of Austria and Italy. We are too apt to dispise unaggrassive, unwarlike, agricultural people, spread over a wide territory, who, however, on sufficient provocation, can, with training and expert leaders, become as dashing as the

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গ্রীসদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত ছিল। একে ক্ষুদ্র, তাহার উপর বিবাদ বিসম্বাদ থাকায়, তাহারা সমর নিপুন হইলেও নৌযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেও পারসীকদের বড় কিছুই করিতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত গ্রীক রাজ্যের নাগরিক যোদ্ধাদের সংখ্যাও খুব কম ছিল। সেকালে স্পার্টা ও এথেন্স বাহুবলে গ্রীসের শীর্ষ-স্থানীয় ছিল। এরেষ্টোটালের সময় প্রথমোক্তের নয় সহস্র এবং শেষোক্তের নাগরিকের সংখ্যা ২০।৩০ হাজারের বেশী হইবে না। লুকাত্রা (Luctra) ক্ষেত্রে ৭ শত স্পার্টান এবং চিরোনিয়া (Chaeronea) ক্ষেত্রে ৩ সহস্র এথেনবাসী নিহত হওয়াতে উভয় রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসবাসীর এসিয়া আক্রমণ কল্পনা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক হইলেও পারসিকেরা গ্রীসের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের অবতারণা করাইয়া ছিল। পারস্যের অর্থে যে সকল ব্যক্তি পরিপুষ্ট হইত, তাহাদের মধ্যে এথেন্সের ডিমস্থিনিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইনি মাসিদনের ফিলিপের বিরুদ্ধে অনলবর্ষি বক্তৃতা দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

French under Napoleon, as well—ordered and stubborn as the Ironsides of Cromwell. There is a power in the East which, compelled by Western aggression, as foolish as it is unjust, on its territory, may in days to come rouse itself into expansive energy, and surpass the irruption of Janghiz khan. Strength and intelligence will be the Chief factors, *sub divo*, in establishing the nation of the future upon a basis as secure as may be,

Hon. *R. Russell.*

মাসিদনের অধিপতি ফিলিপ, সৈন্য বিষয়ক সংস্কার করিয়া সৈন্যগণকে সমর দুর্জ্জয় করিয়াছিলেন। তিনি ,ভাড়াটে বা সখের সৈন্যের পরিবর্ত্তে বেতনভূক্ স্থায়ী সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ বিদ্যায় সুনিপুণ করিয়াছিলেন। ফিলিপই ইয়ুরোপ খণ্ডে বেতনভূক্ স্থায়ী সৈন্যের প্রবর্ত্তক। এই সকল সৈন্যগণকে তিনি সময় সময় প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান প্রদান করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের অঙ্কুর উৎপাদন করেন। জাতি বা সৈন্য একদিনে গঠিত হয় না। ফিলিপ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বালকগণকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন—যুদ্ধকালে এই সকল যুবক, সৈন্যচালনা করিয়া শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদন করিত। ইহাদিগের মধ্যে বিলাসিতার লেশমাত্রও ছিল না। একজন সেনানী শীতকালে—সে শীত আমাদের দেশের শীত অপেক্ষা অনেক বেশী—গরম জলে স্নান করিয়াছিল বলিয়া, সে ফিলিপ কর্ত্তৃক অত্যন্ত ভৎসিত হইয়াছিল! একজনের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল বলিয়া সে পদচ্যুত হয়। ফিলিপ, এরূপ কঠোরতা অবলম্বন না করিলে তাঁহার সৈন্য কখনই দিগ্বিজয় করিতে সমর্থ হইত না। ফিলিপ, অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় সৈন্যেরই সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। অলিকসন্দার, যে সৈন্য লইয়া এসিয়া বিজয়ে বহির্গত হন, সে সৈন্য ফিলিপের সৈন্য, যে সৈন্যবলে তিনি গ্রাণিকস্ ক্ষেত্রে পারসীকগণকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ফিলিপেরই সৈন্য—ফিলিপের সেনানীরাই অলিকসন্দরের প্রধান সহায় ছিল। অলিকসন্দরের সেনানীরা ফিলিপের সেনানীদের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ফিলিপ, সৈন্যগণকে "রাজসহচর" "রাজপার্ষদ" ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেন। এই রূপ যে সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়া শত্রু সৈন্যকে প্রহার করিত—যুদ্ধের ভীতিপ্রদ প্রদেশে গমন করিয়া বীরত্ব দেখাইত, সে এবং অন্যান্য কৃতকর্ম্মা যোদ্ধা কেহ বা দ্বিগুণ বেতন কেহ বা অর্থ পুরস্কার ইত্যাদি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইত। মেসিডোনিয়ান ব্যতীত যে কোন যোগ্য ব্যক্তি এ সম্মানে বঞ্চিত হইত না। ফিলিপের সৈন্য, আশঙ্কাদর্শী বুদ্ধিমান এথেনিয়ান, বা কঠোরকর্ম্মা স্পার্টান অপেক্ষা যুদ্ধকালে দক্ষতা দেখাইতে সমর্থ হইত।

দূরদর্শী রাজনীতিবিৎ ফিলিপ, ধীরে ধীরে গ্রীকগণকে সাম, দান ও ভেদের দ্বারা নিজের পক্ষপাতী কারয়াছিলেন। যেস্থানে উক্ত উপায়ত্রয় ব্যর্থ হইয়াছিল, সেইস্থানে তিনি দণ্ড প্রয়োগ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। ঘুষ ও ষড়যন্ত্র, ফিলিপের প্রধান অস্ত্র, এই অস্ত্রের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তিনি অসিকোষ মুক্ত করিতেন না, কিন্তু ইহা ব্যর্থ হইলে দণ্ড প্রয়োগে শত্রুজয় করিতেন। এইরূপে ফিলিপ, স্পার্টা ব্যতীত গ্রীসের অন্য সমস্ত জনপদকে নিজের পক্ষভুক্ত করিয়া একছত্রি হন। ইহার ফলে করিন্থের জাতীয় সমিতিতে ফিলিপ সমস্ত গ্রীসের নায়ক-প্রধান হইয়া পারস্যের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব-সঞ্চিত ক্রোধবহ্নি উদ্গীরণ করিতে মনস্থ করেন।

বলবান কাল ফিলিপের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। যিনি অনেক ক্লেশে গ্রীসের অনেক ভাঙ্গিয়া চুর্ণ করিয়া একতা সম্পাদন করিলেন, যিনি শত্রু সংহার করিবার জন্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্র শস্ত্র ও

সমরনিপুন সৈন্যবল প্রস্তুত করিলেন, তিনি তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র প্রেরিত ঘাতকের হস্তে ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমে অকালে—ডিমন-থিনিসের "পেলার বর্ব্বর"—মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ফিলিপ মরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অলিকসন্দরের জন্য (১) শক্তিশালী সেনা প্রস্তুত—(২) সামুদ্রিক বন্দর অর্জ্জন এবং (৩) পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া দিলেন।

ফিলিপের মৃত্যুর সময়, অলিকসন্দর বিংশতি বৎসর বয়ঃ-ক্রমে পদার্পণ করেন। অলিকন্দসর গ্রীক-রাজ এপিবোতের কন্যা অলিমফিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিপের সহিত অলিমফিয়ার যৌবনের প্রারম্ভে প্রণয় হইয়াছিল,কালে এই প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হয়। অলিকসন্দরের জননী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বড় বড় সাপ লইয়া খেলা করিতেন, শয়ন-কালেও তাঁহার পার্শ্বে সাপ শয়ন করিয়া থাকিত। ইহা ব্যতীত তিনি বড়ই কোপন স্বভাব ছিলেন, সেকালের অনেকের ধারণা মিশ্রদেশের জনৈক ফলিত জ্যোতিষীর ঔরসে অলিকসন্দরের জন্ম হয়। এই সকল কারণেই হউক, অথবা তাঁহার চরিত্রগত দোষের জন্যই হউক, ফিলিপ তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অলিকসন্দরকে সভামধ্যে জারজ বলিতেও লজ্জিত হইতেন না। অলিকসন্দরের জন্ম সম্বন্ধে এরূপ কথিত হয় যে অলিমফিয়া স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার উদরের উপর বজ্র পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান দগ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হয়—ফিলিপও স্বপ্ন দেখেন যেন তিনি অলিম-ফিয়ার গর্ভ সিংহ অঙ্কিত সিলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন।

গ্রীসের স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা উপরোক্ত স্বপ্নে স্থির করেন, যে অলিমফিয়ার গর্ভজাত বালক একজন অসাধারণ শক্তিশালী হইবে।

অলিকসন্দর খৃষ্টের ৩৬৫ বৎসর পূর্ব্বে মেসিডোনিয়ার পেলা নগরে অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে জল ঝড়যুক্ত রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, এই রাত্রে ইফিস্সুস্ নগরের ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে আগুন লাগে—অনেকের ধারণা এ আগুনে কেবল মন্দির পোড়েনি ইহাতে এসিয়ার কপাল পোড়ার প্রারম্ভ হয়। এস্থানের ডিয়ানার অদ্ভুত মন্দির প্রাচীন-কালের সপ্ত আশ্চর্য্য-কীর্ত্তির মধ্যে একতর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

ফিলিপ, পুত্রলাভের সহিত শত্রুগণের উপর তাঁহার সেনানীর বিজয়লাভ, এবং ওলিম্পিয়া উৎসবে ঘোড়দৌড়ে তাঁহার অশ্বের জয়লাভ সংবাদে নিজেকে পরম ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ গ্রীসে পীসা নগরীর নিকট ওলিম্পিয়া ক্ষেত্রে প্রতি চারি বৎসর অন্তর গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের অনুষ্ঠান হইত—এই উৎসবের সময় সকল প্রদেশের গ্রীসবাসী পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া একমত হইয়া এই উৎসবে যোগ দিত। এখানে নূতন গ্রন্থ পাঠ—কবির লড়াই—ব্যায়াম মল্লক্রীড়া, ঘোড়দৌড়, গাড়িদৌড় প্রভৃতিতে যিনি যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতেন, সেই সেই ভাগ্যবানের নাম, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র গ্রীসের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত। তাহার সম্মানের অবধি থাকিত না, অধিবাসীর সম্মানের সহিত তাহার জন্মভূমিও সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইত এবং দেবতার ন্যায় সে ব্যক্তি

পূজিত হইত। এরূপ উৎসব ক্ষেত্রে জয়লাভের সহিত অলিম্‌-ফিয়ার পুত্র প্রসব, এবং সেনানী পারমিনিওর, ইলিরিয়ান্ পরাজয় ঘটনা ফিলিপের সৌভাগ্য বিশেষরূপে সূচন করিয়াছিল। দৈবজ্ঞরাও এরূপ পুত্র শত্রুর অজেয় হইবে বলিয়া ফিলিপকে বিশেষরূপে আহ্লাদিত করিয়াছিল।

অলিকসন্দরের বাল্যজীবনীর কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। এরূপ কথিত আছে যে ফিলিপ, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক এরেষ্টোটালকে পুত্রের জন্ম সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, কেহ কেহ ইহা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেন। সম্ভবতঃ রাজ-শিষ্যের পঞ্চদশ বৎসর বয়ক্রমের সময় তিনি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এরেষ্টোটালের পিতা মাসিদন রাজপরিবারের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সময় সময় অলিক-সন্দরের বাল্যশিক্ষা পর্য্যবেক্ষণ নিতান্ত অসম্ভবও নহে। এরেষ্টোটাল শিক্ষাদান সময় তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, জন্ম হইতে সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় অষ্টমের আরম্ভ হইতে অষ্টাদশের শেষ, এবং তৃতীয় কাল একুশ বৎসর পর্য্যন্ত। এরেষ্টোটাল বলেন, প্রথমে শিশুর খাদ্য ও শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, শিশু যাহাতে শীতসহিষ্ণু হয়, সে জন্য শীতল জল অথবা অল্প পরিমাণে শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত করান উচিত। যাহাতে খারাপ না শেখে সে জন্য চোক ও কাণের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। সম্ভবপর খেলার সময়ও যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, এরূপভাবে শিশুকে খেলাইতে দিতে বলেন। অলিম্‌ফিয়ার, লিয়নেটাস নামক একজন আত্মীয়, অলিকসন্দরকে বাল্যকালে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন—ইনি

একজন কঠোর নীতিপরায়ণ ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার শিক্ষায় অলিকসন্দরের শরীর সুদৃঢ় বলবান ও কর্ম্মঠ হইয়াছিল। লাইসিমেকস নামক একজন ব্যক্তির হস্তে অলিকসন্দরের শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। প্লুটার্ক, ইহাকে বড় ভাল চক্ষে দেখেন নাই—রাজাদের মোসাহেবেরা রাজা ও রাজপুত্রগণকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত যেরূপ তুলনা করিয়া আনন্দ করিয়া থাকে, ইনিও সেইরূপ অলিকসন্দরকে হোমরের বীর এচিলসের সহিত তুলনা করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত। এই সময় হইতে অলিকসন্দরের হৃদয়ে হোমর প্রীতি অঙ্কুরিত হয় কিনা তাহা আমরা অবগত নহি।

এরিষ্টটেলের মতানুসারে দ্বিতীয় শিক্ষা অর্থাৎ ৮ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার প্রথম ভাগে সাহিত্য-ব্যায়াম– সংগীত এবং চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্যাকরণ, পদ্য, গদ্য ও ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইত। ব্যায়ামে-শরীরের দৃঢ়তা,সুন্দর গঠন, কর্ম্মনিপুণতা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তিনি বালকগণের প্রথম অবস্থায় উৎকট ব্যায়ামের পক্ষপাতি ছিলেন না। ইহাতে শরীর গঠনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এ বিষয়ে তিনি হিসাব দেখাইয়া বলেন যে ওলিম্‌ফিক্ উৎসবে যাহারা জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে দুই তিন জন ব্যতীত আর কেহ যৌবন প্রৌঢ় উভয় অবস্থায় জয়যুক্ত হইতে সমর্থ হন নাই। কচিছেলের মাথায় শিক্ষার বোঝা দেওয়া, বা তাহার দ্বারা অতিরিক্ত ব্যায়াম করান শরীর গঠনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন মানুষ অন্ধের সমান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌন্দর্য্যজ্ঞান

যাহাতে বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে গ্রীক শিক্ষকগণ ছাত্রের বাল্যকাল হইতে চোক ফুটাইয়া দিতেন। চিত্রাঙ্কণ বিষয়ক শিক্ষাও ছাত্রগণকে বেশ ভাল রূপই দেওয়া হইত। প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইতিহাস প্রসিদ্ধ, ভাস্কর কার্য্যে গ্রীক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। ছাত্রকে কণ্ঠ সঙ্গীত এবং যন্ত্র-সঙ্গীত উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। বালকের শিক্ষার ইহা একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিশু যেরূপ ঝুমঝুমির শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ শ্রান্ত মানুষ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লিত হইয়া থাকে।

অলিকসন্দরের যে সময় একাদশ বৎসর বয়ক্রম, সে সময় ডিমস্থিনিস, এসচিনিস এবং আরো আটজন এথেন্সের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, রাজকার্য্যের জন্য ফিলিপের দরবারে আগমন করেন। রাজকার্য্যের পর ফিলিপ সমাগত এথেন্সবাসীর কাছে তাঁহার পুত্রের পরিচয় প্রদান করেন। অলিকসন্দর বীণা (হার্প) যন্ত্র বাজাইয়া এবং নাটকের স্থান বিশেষ আবৃত্তি করিয়া নিজের শিক্ষার পরিচয় প্রদান করেন। ডিমস্থিনিস রাজপুত্রের উচ্চারণ গত দোষ ধরিলেও একাদশ বৎসরের বালকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

খৃষ্টের ৩৪২ পূর্ব্বে অলিকসন্দারের পঞ্চদশ বৎসর বয়ক্রমের সময় এরিষ্টটেল রাজকুমারের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার এসিয়া গমনের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। এরিষ্টটেল, ইয়ুরোপের প্রাচীন যুগের একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ন্যায় দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা

করিয়া ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি, অলিকসন্দরের ন্যায় অসাধারণ মেধা সম্পন্ন ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। রাজগুরু শিষ্যকে নানা বিষয়ের শিক্ষার সহিত তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ জন্য পারস্যপতির বিরুদ্ধে অলিকসন্দরের হৃদয়ে এ সময়ে বীজ বপনও সম্ভবতঃ করিয়া থাকিবেন। *

এরিষ্টটেল, অলিকসন্দরকে যে সকল কাব্যের রসাস্বাদন করাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অমরকবি হোমরের ইলিয়দ কাব্য সর্ব্বপ্রধান। অলিকসন্দর ইহা পাঠ করিয়া বীররসে বিভোর হইয়াছিলেন।

ইলিয়াদের যুদ্ধস্থলের দারুণ দৃশ্য, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবার জন্য যেন যুদ্ধদেবী বিকট বদনব্যাদন করিয়া গভীর গর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, শত্রুনাশ করিবার জন্য গ্রীক-দিগের দুরন্ত ক্রোধাগ্নি, যেন আকাশ পাতাল ভস্মীভূত করিবার জন্য লক্ লক্ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। কোন স্থানে বা অগ্নিকুণ্ড ভীষণ আকার ধারণ করিয়া শশীসূর্য্য ধূমে আচ্ছাদিত করিয়া ঘন ঘন বজ্রঘোষে সমস্ত দিক বিদিক আলোড়িত করিয়া ক্রোধাগ্নির উগ্র শিখায় জগৎ ঝলসিয়া ফেলিতেছে, ইলিয়াদর এই সকল ঘোরতর ভয়ঙ্কর দৃশ্য অলিকসন্দরের বড়ই প্রীতিপ্রদ ছিল। তিনি প্রাণের সখার ন্যায় আজীবন সমরজ্ঞানের আধার এই ইলিয়দেকে সঙ্গে লইয়া

* এরিষ্টটেল কিছুদিন আতারনিয়ার অধিপতি হারমিয়াসের কাছে অবস্থান করেন। এরূপ কথিত হয় যে পারস্যপতি আরতাজেরেক্সাস ইহাকে অন্যায় পূর্ব্বক হত্যা করেন।

বেড়াইয়াছিলেন—শয়নকালে পাছে সঙ্গচ্যুত হন এই জন্য অলিকসন্দর ইহা তলবারের সহিত শিয়রে করিয়া শয়ন করিতেন। এই ইলিয়দের সঙ্গ ফলে অলিকসন্দর জগজ্জেতা হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, পারস্যাধিপতিকে পরাজয় করিয়া তাঁহার বহুমূল্য রত্নখচিত যে রত্নাধার প্রাপ্ত হন, সেই রত্নাধারে তাঁহার অমূল্য রত্ন ইলিয়াদ রক্ষা করিয়া সেই রত্নাধারের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থখানি অলিক-সন্দারের আজীবন সহচররূপে অবস্থান করে। অলিকসন্দর সাধারণতঃ রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, পারলৌকিক বিষয়ক জ্ঞান তিনি তাঁহার গুরুর কাছে কিছু পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাহা যদি পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার পাশব প্রবৃত্তি সকল উত্তরকালে কখনই সীমা অতিক্রমণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতনা।

অলিকসন্দরের উচ্চ আশা, বাল্যকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া-ছিল। ফিলিপের বিজয়বার্ত্তা যখন আনীত হইত, তখন ইহা শ্রবণ করিয়া অলিকসন্দর সঙ্গী বালকগণকে বলিতেন "বাবা যদি সব জয় করিলেন তবে আমরা কি জয় করিব?" ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতেন।

"আমি বড়মানুষের ছেলে" অলিকসন্দরের হৃদয়ে এভাবটাও বেশ ছিল, এর বাপ ফিলিপের এভাব বড় ছিল না। তিনি ওলিম্ফিক্ উৎসবে যোগ দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। অলিকসন্দর দৌড়াইতে খুব মজবুত ছিলেন। এক সময় তাহাকে ওলিম্ফিক উৎসবে দৌড়িবার জন্য কেহ অনুরোধ করেন, প্রত্যুত্তরে অলিকসন্দার বলেন "যদি কোন রাজপুত্র

আমার প্রতিদ্বন্দ্বি হন তাহা হইলে আমি দৌড়াইতে প্রস্তুত আছি। গ্রীসের ওলিম্‌ফিক উৎসব জনসাধারণের জাতীয় সম্পত্তি —একজন দরিদ্র গ্রীকবাসীর যেরূপ অধিকার ছিল, একজন রাজার তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী অধিকার ছিল না। একবার পারস্যপতি এখানে তাঁহার রথ পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু বৈদেশিকবলিয়া তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পদলাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

অলিকসন্দরের প্রতিভা বিষয়ক গল্পে কথিত হয়—এক সময় পারস্য দূত রাজধানীতে আগমন করেন, সে সময় ফিলিপ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। অলিকসন্দর দূতকে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রবীণের ন্যায় আলাপ করেন, তিনি পারস্যপতির স্বভাব চরিত্র, তাঁহার সৈন্যবল, শত্রুর সহিত তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, সে প্রদেশের রাস্তা ঘাট ও দূরত্ব বিষয়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এক সময় একজন লোক ফিলিপকে একটা ঘোড়া বিক্রয় করিতে আগমন করে, ঘোড়া সকলের পছন্দ হইল, ১৩ টালাণ্ট (প্রায় ৩৮ হাজার টাকা) দাম স্থির হইল। পরীক্ষার জন্য সকলে ময়দানে সমবেত হইলেন। এ সময় ঘোড়াটা অত্যন্ত দুষ্টুমি করিতে লাগিল, পিঠে কাহাকেও চড়িতে দিল না, তাহাকে সহিসদের ধরিয়া রাখাও দায় হইয়াউঠিল। ফিলিপ ঘোড়ার অবস্থা দেখিয়া দূর করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। অলিকসন্দর অবস্থা ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন, তিনি পিতাকে ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে দেখিয়া বলিলেন "একটু নিপু-

'ণতা ও কুশলতা না থাকার জন্য এমন ঘোড়া হাতছাড়া হইল।" ফিলিপ প্রথমে এ কথার উপর লক্ষ্য করিলেন না৷ কিন্তু বারংবার এই কথা বলায় তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন যুবকেরা মনে করে তারা যেন বুড়োদের চেয়ে সকল বিষয়ে বেশী বোঝে। অলিকসন্দর প্রত্যুত্তরে"কিছু কিছু বোঝে" উত্তর দিলেন। ফিলিপ বলিলেন, "তুমি যদি চড়িতে না পার তাহা হইলে তোমার প্রগল্‌ভতার জন্য কি হারিবে? উত্তরে বলিলেন "ইহার মূল্য" এই কথায় পার্শ্বের সকলে হাসিতে লাগিল অলিকসন্দর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধরিল। ঘোড়াটা নিজের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইতেছিল—নিজের অঙ্গ সঞ্চালনের সহিত ছায়াটা আরো সঞ্চালিত হইতেছিল, ইহাতে সে আরো বিভীষিকাগ্রস্ত হইতেছিল। অলিকসন্দর, ঘোড়ার ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই ঘোড়া যাহাতে ছায়া দেখিতে না পায়, সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধরেন এবং আস্তে আস্তে পিট চাপড়াইয়া, মিষ্ট কথা কহিয়া, তাহাকে শান্ত করেন। অলিকসন্দর নির্ভয়ে লাফাইয়া ঘোড়ার উপর দৃঢ়ভাবে উপবেশন করিয়া অতি দ্রুতবেগে ঘোড়াকে দৌড় করান। ফিলিপ প্রভৃতি প্রথমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, তারপর যখন নির্ব্বিঘ্নে বালক প্রত্যাগনন করিল তখন সকলের আহ্লাদের সীমা রহিল না। ফিলিপ সাশ্রুনয়নে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন "পুত্র তুমি স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন কর মাসিদন তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র।" অলিকসন্দরের এই ঘোড়ার নাম বুকেফেলস বা বৃষ-শীর্ষ। এই

ঘোড়ায় চড়িয়া অলিকসন্দর বহুযুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই ঘোড়ার সাহায্যে তাঁহার প্রাণ অনেকবার রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে এই ঘোড়া আমাদের দেশে পঞ্চত্ব লাভ করে। প্লুটার্ক বলেন এই ঘটনার পর ফিলিপ পুত্রকে এরিষ্টটেলের হস্তে বিদ্যা শিক্ষার জন্য সমর্পণ করেন।

এরিষ্টটেল, রাজধানীর কোলাহল বিবর্জ্জিত স্বীয় জন্মভূমি ষ্ট্যাগিরা নামক গ্রামে, নিয়ার্কস, তূরময় প্রভৃতির সহিত আলিকসন্দরকে নানা বিষয়িনী শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এ স্থানে তিনি চার বৎসর অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন।

অধ্যয়ন সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই, সময় সময় অলিকসন্দরকে, পিতার অনুপস্থিতকালে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে হইত। অলিকসন্দরের যোড়শ বৎসর বয়ক্রমের সময় ফিলিফ ব্যাজণ্টাইন (বর্ত্তমান কনিষ্টাণ্টনোপল) প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গমন করেন। পিতার অনুপস্থিত কালে পুত্র রাজ্য রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ৩৩৯ খৃঃ পূঃ অব্দে বালক অলিকসন্দর, শত্রু সংহার করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম অস্ত্রগ্রহণ করেন বলিয়া ইহা ঐতিহাসিকদিগের কাছে বিশেষরূপে স্মরণীয়, হইয়াছে। ফিলিপ দূরতর প্রদেশ যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছেন দেখিয়া ইলিরিয়ার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিদ্রোহীরা মনে করিয়াছিল এ সময় ফিলিপ ও তাঁহার রণনিপুন সেনানীগণ কেহই পেলাতে উপস্থিত নাই, এসময় যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিবে, কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না—অলিকসন্দর বিদ্রোহের কথা শ্রবণ করিবামাত্র একদল সৈন্য লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁহার এই হাতেখড়ি—

অসিধারণের দিনে বিজয় শ্রী তাঁহার অঙ্কগতা হন। শত্রুগণকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন, তাহাদের গ্রাম ও নগর তাঁহার ক্রোধবহ্নি হইতে রক্ষা পাইল না। বিদ্রোহীরা সমুচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইল। অলিকসন্দর তাঁহার এই বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ এস্থানে একটি নগর স্থাপন করেন, ইহার নাম হইল আলেকজেণ্ডার পলিস বা আলেকজেণ্ডারপুর।

যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বালক আবার রাজকার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। এই সময় পারস্যপতির দূত পেলাতে উপস্থিত হন। অলিকসন্দর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন, তিনি দূতকে যথোচিৎ সম্ভ্রমের সহিত দরবার মধ্যে গ্রহণ করিলেন। প্রবীণের ন্যায় আলাপ পরিচয় করিলেন—ইহাতে বালকত্বের লেশমাত্রও প্রকাশ পাইল না। তিনি পারস্যপতির স্বভাবচরিত্র, তাঁহার সৈন্যবল, শত্রুর সহিত তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন—সে প্রদেশের রাস্তাঘাট ও তাহার দূরত্ব বিষয়ক নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রশ্ন দেখিয়া অনেকে এই সময় হইতে অলিকসন্দরের হৃদয়ে এসিয়া বিজয় বাসনা অঙ্কুরিত হইয়াছিল কল্পনা করিয়া থাকেন।

ফিলিপের বাহুবলের দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে, এথেন্সবাসীর হৃদয়ে উদ্বেগের লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত ডিমস্থেনিস প্রমুখ বক্তাগণের ফিলিপের বিরুদ্ধে অনলবর্ষি বক্তৃতায় এথেন্সবাসী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। এই সময় ফিলিপ, ইলেতিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র নগর অধিকার করিয়া তাঁহার সেনানিবাস গড়বন্দি করিয়া সুরক্ষিত করেন। ইলেতিয়া,

এথেন্স রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ হইতে প্রায় তিরিস এবং এথেন্স নগর হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশ দূর। ফিলিপের ইলেতিয়া অধিকার সংবাদ এথেন্সে আনীত হইলে— এথেনীয়নরা অত্যন্ত শঙ্কিত হন, তাঁহারা ফিলিপের এথেনীয় রাজ্য আক্রমণের দুরভিসন্ধি কল্পনা করিতে লাগিলেন। ডিমস্থিনিসের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যুদ্ধের জন্য সকলেই উৎসুক হইল। দলে পরিপুষ্ট হইবার জন্য ডিমস্থিনিস, থেবে গমন করিলেন, থেববাসীরা প্রথমে ডিমস্থিনিসের কথায় কান দেয় নাই, ধীরে ধীরে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া ফিলিপের বিরুদ্ধে তাহারা এথেন্সবাসীর সহিত মিলিত হয়। ডিমস্থিনিস এ সময়ে জনসাধারণের হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বর স্বরূপ হন, তাঁহার কথায় কি থেব, কি এথেন্সবাসী, সকলেই পরিচালিত হইতে ছিল—যে থেববাসী ইতিপূর্ব্বে ফিলিপের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে বক্তার কথায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল।

চ্যারোনিয়াক্ষেত্রে গ্রীসের বাহুবলের পরীক্ষা হইল। এক দিকে ফিলিপ অপর দিকে থেব—এথেন্স প্রভৃতি, এক্ষেত্রে যদি গ্রীস জয়যুক্ত হইতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ অলিকসন্দরের ভাবী দিগ্‌বিজয় আদি ঘটনা হইত কি না, সে বিষয় সন্দেহ হইয়া থাকে। এজন্য এই যুদ্ধকে অনেকে পৃথিবীর একটি প্রধান যুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এ যুদ্ধে ফিলিপের সহিত তিরিস হাজার উৎকৃষ্ট পদাতিক এবং দুইহাজার অশ্বারোহীসেনা আগমন করিয়াছিল। সম্মিলিত গ্রীক সেনা ও উক্ত সংখ্যার সুমতুল্যই ছিল। সম সংখ্যক হইলেও গ্রীক সেনা, ফিলিপ সেনার ন্যায় সমরনিপুন বা ক্লেশ-সহিষ্ণু ছিল না। গ্রীক সেনার অধি-

কাংশ ভাড়াটে এবং সখের নাগরিক সেনা—ডিমস্থিনিস ও স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতাকালে তিনি যেরূপ তেজস্বিতা ও নির্ভিকতা দেখাইতেন, যুদ্ধকালে তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাব দেখাইয়াছিলেন—তিনি সর্ব্বপ্রথমে রণে ভঙ্গ দিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ঘোরতর যুদ্ধে গ্রীকগণ অকাতরে যুদ্ধ করিলেও বিজয় লক্ষ্মী ফিলিপের অঙ্কগতা হন। অলিকসন্দর এই যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। গ্রীকবাসীর পরাজয়ের সহিত ফিলিপের উচ্চ আশার দ্বার অনর্গল হইল, এথেন্স ও থেবের দর্পচূর্ণ হইল, কাযেই আর কেই ফিলিপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। সম্ভবতঃ ৩:৮ খৃঃপূঃ ভাদ্র মাসে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার এথেন্সবাসী এবং প্রায় এতগুলি থেববাসী নিহত বা বন্দী হইয়াছিল। এই তিন হাজার বা ছয় হাজার লোকের অভাবে গ্রীসবাসী একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, সে সময়ের এথেন্সবাসী লিখিতে, পড়িতে, বক্তৃতা, করিতে বা ভাস্কর কার্য্যে, অথবা সভ্যতা ভব্যতা সকল বিষয়েই মেসিদনবাসী অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। এ শ্রেষ্ঠতা তাহাদিগের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই—এ শ্রেষ্ঠতার সহিত যদি তাহাদিগের বাহুবলের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে অসভ্য মাসিদুনিয়ার হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইত না।

এরূপ কথিত আছে যে এই যুদ্ধের পর ফিলিপ পক্ষীয় যে সকল লোক সন্ধিসংস্থাপনের জন্য এথেন্সে গমন করিয়াছিলেন,

তাহাদের সহিত অলিকসন্দ ও গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে অলিকসুন্দরের জ্ঞানের সীমা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই। ফিলিপ, পুত্রের প্রতিভা দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হইলেন। জনসাধারণ পুত্রকে "রাজা" এবং পিতাকে "সেনানী" বলিয়া সম্বোধন করিত। পুত্র সাধারণের প্রীতির পাত্র হইয়াছে দেখিয়া, পিতার আনন্দের সীমা থাকিত না। পিতাকে কিন্তু এ আনন্দ বড় বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই।

স্পার্টাব্যতীত সমগ্র গ্রীস এখন ফিলিপের অধীনতা স্বীকার করিল। স্পার্টা অধীনতা স্বীকার না করিলেও তাহার এরূপ ক্ষমতা ছিল না যে, সে ফিলিপের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ হয়। চ্যারোনিয়া যুদ্ধের প্রায় একবৎসর পরে কোরিন্থ নগরে এক মহাসভার অধিবেশন হয়। স্পার্টা ব্যতীত সমগ্র গ্রীসের প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় ফিলিপকে পারস্যপতির বিরুদ্ধে সেনানী-প্রধান পদে নিযুক্ত করেন। এই সভা অধিবেশনের এক বৎসর পরে, আমাদের এসিয়ার বিরুদ্ধে ফিলিপ যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। সকল দেশই নিজের নিজের সামর্থ অনুসারে ধন বল ও জনবল দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মানুষ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, সাধারণ বিপদ ও সম্পদ কিন্তু অনেক সময় তাহাকে এক মতাবলম্বী করিয়া থাকে। সে সময়, সকলে একচিত্ত হইয়া বিপদ দূর, বা সম্পদ সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ফিলিপ ও মনে করিয়া থাকিবেন যে, বর্ত্তমানে তিনি বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রীসবাসীর হৃদয়ের সহানুভূতি না পাইলেও কালে সর্ব্বদা একত্র অবস্থান, এবং সাধারণ বিপদ ও সম্পদে সকলে সুখী ও দুঃখী হইতে শিখিয়া

তাহারা তখন তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবে।

মানুষ সংসার ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করিলে, অনেক সময় তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া থাকে, নিজের পূর্ব্ব অবস্থা ভুলিয়া যায়—নিজের উপর তাহার একটা ভ্রম বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীসের উপর অনন্য-সাধারণ বিজয় লাভের সহিত ফিলিপের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী এবং বহু সংখ্যক উপপত্নী বর্ত্তমাণ থাকিলেও, তিনি এসময় দার সংগ্রহ করিতে বিরত হন নাই। এক দিকে এসিয়া বিদারণের জন্য অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ হইতেছিল, অপরদিকে তাঁহার শরীর বিদারণের কারণ স্বরূপ দার সংগ্রহ বাস্তবিকই অপূর্ব্ব হইয়াছিল। আলোকের নিচে যেরূপ অন্ধকার স্থান লাভ করে, সেইরূপ ধনবানদের কাছে এক প্রকার নিকৃষ্ট জীব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ফিলিপের কাছেও এই সকল জীবেরা আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় নাই। ফিলিপের বিবাহ, তাহারা সমর্থন করিল এবং এই স্ত্রীর গর্ভের সন্তান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহারা ঘোষণা করিতে লাগিল। ইহার সহিত ফিলিপও যোগ দিলেন, তিনি সকলের সমক্ষে আলিকসন্দরের জননীকে ব্যাভচারিণী, পুত্রকে জারজ, ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফল ফলিল, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। একদিন মদ্যপান কালে, একজন পারিষদ বলিল, এইবার এই রাণীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, সে এই সিংহাসনে উপবেশন করিবে। এই শব্দ অলিকসুন্দরের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে, তিনি বলিলেন "তবে আমি

কি জারজ” এই কথা বলিয়া তিনি মদিরা পাত্র বক্তার মুখে নিক্ষেপ করেন। মদ্যপানে বিহ্বল ক্রোধোন্মত্ত ফিলিপ এই দৃশ্য দেখিয়া পুত্রকে হত্যা করিবার জন্য যে সময় কোষমুক্তঅসিহস্তে “টেবিল” অতিক্রমণ করিবেন, সে সময় তাঁহার পদস্খলন হওয়াতে পড়িয়া যান। আলিকসন্দর পিতাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সমবেত বক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “দেখুন যিনি ও টেবিল হইতে এ টেবিলে না পড়িয়া আসিতে পারেন না, তিনিই আবার সরিৎ-সাগর-শৈল-সঙ্কুল ইয়ুরোপ হইতে এসিয়াতে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন! “এই ঘটনার পর রাজনীতে অবস্থান করা আলিকসন্দর যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তাঁহার জননী সহ স্থানান্তরে গমন করিলেন। স্থানান্তরে অবস্থান করিলেও বিবাদের হ্রাস হইল না বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফিলিপের গৃহ-কলহের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ফিলিপ কর্ত্তৃক আলিকসন্দরের সহচর ও বন্ধুগণ নিগৃহীত হইতে লাগিল, ফিলিপের গৃহ অশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই সময় একজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক ফিলিপের আতিথ্য গ্রহণ করেন। একদিন নানা কথার পর ফিলিপ তাঁহাকে গ্রীসের শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন যিনি নিজের গৃহ অশান্তি পরিপূর্ণ করিয়াছেন, গ্রীসের শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি অধিকারী বটে?” গ্রীক পণ্ডিতের এই তীব্র তিরস্কারে ফিলিপ লজ্জিত হন এবং পুত্র কলত্রের সহিত যাহাতে পুনরায় মিলন হয়, সে জন্য তিনি তাঁহাকে মধ্যস্থ হইতে অনুরোধ করেন। ইঁহার মধ্যস্থতায় স্ত্রী পুত্রের সহিত মিলন

হইল বটে কিন্তু অন্তরের মিলন হইল না, বিবাদের কারণ দূর না হওয়াতে এ মিলন স্থায়ী হইল না।

ফিলিপের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সহিত তাঁহার নূতন স্ত্রী ও তাহার পরিজনবর্গের ক্ষমতা বিশেষ রূপে বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। তাহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সকলের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। ইহাদের আজ্ঞানুসারে পউসেনিয়স নামক এক ব্যক্তি বিশেষ রূপে নিগৃহীত হয়। সে এই অবমাননার বিচারপ্রার্থী হইয়া ফিলিফের নিকট গমন করে। এই দিন রাজ-বাটিতে বিশেষ উৎসব ছিল। ফিলিপের কন্যার বিবাহ—এবং এসিয়া বিজয়ে গমন উপলক্ষে এই উৎসবের মাত্রা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। ফিলিপ, নাটকঅভিনয় দেখিতে যাইবার সময় পউসেনিয়স কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার সহিত আরো কএকজন লোক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ফিলিপের রক্ষীগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। ফিলিপের জীবন নাটকের অভিনয় এইরূপে শেষ হয়। এই অভিনয়ে, ফিলিপের সহধর্ম্মিণী অলি-মফিয়া এবং দিগ্বিজয়ী পুত্র অলিকসন্দর বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সে কালের লোকেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ফিলিপ, সমস্ত গ্রীস বাসীকে একমতাবলম্বী করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের সেনানী প্রধান হইয়া পারস্য পতির বিরুদ্ধে গমন করিবেন ইত্যাদি কত স্বপ্নই দেখিয়া ছিলেন, শ্রীভগবান কিন্তু ঘাতকের শানিত অস্ত্রে ৪৬ বৎসর বয়ক্রমের সময় তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াদেন।

ফিলিপের যতই কেন দোষ থাকুক না, তিনি জাতীয় শত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্ত গ্রীসবাসীকে এক

করিয়াছিলেন, তিনি পারসীক মোহ দূর করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্য—সমস্ত গ্রীস বাসীকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। মোহ দূর হইলে, অজ্ঞান আর ভয় দেখাইতে সমর্থ হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে যে গ্রীসবাসী পারস্যের লোকবল ও ধন বল দেখিয়া বিভীষিকা-গ্রস্ত হইত, সেই গ্রীসবাসী এক্ষণে উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে পারস্য জয়ের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল।

যে দেশের রমণী পতির মৃত্যুর পর অগ্নি-প্রবেশ করিয়া পতির অনুগমন করে, যে দেশের অবলা কঠোর বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিয়া পতি দেবতার পূজা করিয়া থাকে। যে দেশের লোক পিতার তৃপ্তির জন্য রাজ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, যে দেশবাসী পিতার আদেশ পরিপালন জন্য সহাস্য বদনে বনে গমন করে, যে দেশের পুত্র পিতার সন্তোষের জন্য অবিকৃত বদনে দুঃখময় জরাকেও গ্রহণ করিয়া থাকে, যে দেশের জনগণ, পিতাপরিতুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা তুষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া যাঁহার সেবা করিয়া থাকে, সে দেশের লোকের কাছে ওলিম্‌ফিয়া বা অলিকসন্দরের এই পাপ কথা ঘৃণার সহিত পঠিত হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

ফিলিপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর, সকলের দৃষ্টি অলিকসন্দরের উপর পতিত হইল। মাসিদুনিয়ার সিংহাসন লাভের আশা, দুই একজন হৃদয়ে পোষণ করিলেও, অলিকসন্দরের কমনীয়

মুখশ্রী, ও অসাধারণ শক্তির কাছে, তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই। প্রাচীন লেখকেরা বলেন, অলিকসন্দরের মুখশ্রী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল—চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ও উজ্জ্বল, ইহাতেই যেন তাঁহার সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল। মুখ ও চিবুক, লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে কালের লেখকেরা অলিকসন্দরকে পশুভাব বিবর্জ্জিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মুখ ও চিবুক একটু ভাল করিয়া দেখিলে সে কথার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্য বটে জীবনের প্রথম অবস্থায় অলিকসন্দর, ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন, এবং ইহারই ফলে তিনি অসাধারণ বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তার পর কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়তার সহিত তাঁহার অধঃপতনের আরম্ভ হইয়াছিল। অলিকসন্দর স্বভাবতঃ একটু বাম দিকে মাতা হেলাইয়া রখিতেন—তাঁহার শরীর ও নিশ্বাস হইতে একটু সুমধুর গন্ধ বাহির হইত।

অলিকসন্দরের চরিত্রে একটি বিষয় বিশেষরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার "আমিত্ব" এই আমিত্বের প্রসার তাঁহাতে এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহা সাধারণতঃ মনুষ্য মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম, ফিলিপের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির পুত্র হওয়াতেও তাঁহার এই আমিত্বের বৃদ্ধির পক্ষে অনেকটা সাহায্য করিরাছে, দ্বিতীয় এরিষ্টটেলের ন্যায় ব্যক্তির কাছে শিক্ষা লাভে ও তাঁহার আমিত্ব পরিববর্দ্ধিত হইয়াছে। তৃতীয় অল্প বয়সে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া সফলতার সহিত তাঁহার আমিত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, চতুর্থ মোসাহেবের দল ইহারা ধনবানদের যেরূপ মাথা বিগড়াইয়া দেয়, সেরূপ আর কেহ দিতে পারে না। অলিকসন্দরের কাছে এইরূপ মোসাহেবের

দল বড় কম যোটে নাই। এই সকল কারণে অলিকসন্দরের আমিত্বের প্রসার ও অদ্ভুতভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমিত্বের প্রসারের সহিত তাঁহার পারস্যজয়ের বাসনা হৃদয়ে বদ্ধ মূল হয়, পারস্যপতিকে জয় করিয়া তাঁহার ভারত জয়ের আশা অঙ্কুরিত হয়। এইরূপে তাঁহার আমিত্বের সম্প্রসারণ হইয়াছিল।

অলিকসন্দর কুড়ি বৎসর বয়ক্রমের সময় পৈত্রিক সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হৃদয়গ্রাহী বাগ্মীতায় এসিয়া বিজয়ের জন্য বদ্ধপরিকর সৈন্যমণ্ডলী ও উপস্থিত সম্ভ্রান্ত জনগণকে তাঁহার পক্ষপাতী করেন। সকলে বুঝিল মাসিদন রাজ্যে কেবল নামেই রাজ পরিবর্ত্তণ হইয়াছে, কোনরূপ নীতির পরিবর্ত্তণ হয় নাই—চ্যারোনিয়া বিজয়ী সৈন্যের মধ্যে কেবল মাত্র একজন লোকের অভাব হইয়াছে, সে অভাব তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি দ্বারা পরিপুরিত হইয়াছে, সুতরাং ফিলিপের অভাবজনিত উদ্বেগ কাহাকেও অবসাদ গ্রস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

অলিকসন্দর, নিরুপদ্রবে সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের চতুঃপার্শ্বে ঘোরতর অশান্তির চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। ফিলিপ যে সকল অসভ্যজাতি পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহারা আলিকসন্দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। থেবপ্রমুখ গ্রীসবাসীরা ও ফিলিপের সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবার উদ্যাগ করিতে লাগিল। এই সঙ্কট সময়ে অনেকে অলিকসন্দরকে মৃদুতা অবলম্বন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁহারা, পার্ব্বত্য অসভ্যবাসীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট, এবং পরাধীনতায় অনভ্যস্ত গ্রীক—বাসীর প্রতি দণ্ড

প্রয়োগ না করিয়া তাহাদিগকে সাম বা দানের দ্বারা বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। অলিকসন্দর বুঝিলেন, এসময় মৃদুতা অবলম্বন করিলে শত্রুগণ প্রবল হইবে এবং তিনিও মিত্রগণ-মধ্যে অকর্ম্মণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন। তাই তিনি মৃদুতা পরিত্যাগ করিয়া বজ্রের ন্যায়, শব্দ শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বেই তিনি শত্রুগণ মধ্যে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ছিলেন। অলিকসন্দর যে সময় ড্যান্যুবের তটে অসাধারণ শূরতা ও ধীরতা দেখাইয়া শত্রু ও মিত্র উভয়কে মোহিত করিতে ছিলেন, সে সময় থেবনগরে এরূপ জনরব প্রচারিত হয় যে, অলিকসন্দর শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই জনরবের সহিত মাসিদনের শত্রুগণ, অলিকসন্দরের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্রতা লাভের জন্য অস্ত্রধারণ করে।

থেবের অস্ত্রধারণের কথা অবগত হইলে, অলিকসন্দর ড্যান্যুব প্রদেশে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি জানিতেন, যুদ্ধকালে গ্রীসের কোন রাজশক্তি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেনা—স্পাটান্‌রা প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে—এথেনীয়দের মনের ভাব ও বড় ভাল নহে, তাহাদের প্রধান বক্তা তাঁহাকে “বালক” ছোঁড়া” ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক শব্দে অভিহিত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তিনি আর ড্যান্যুব প্রদেশে অবস্থান করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলেন না। যাহাতে গ্রীকগণ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে না পারে, সেই জন্য তিনি দ্রুতগতিতে পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিয়া ৬।৭ দিনের মধ্যে থেবের ৩।৩॥০ ক্রোশ দূরে বায়ুকোনে একটি নগরে সমস্ত সৈন্য সহ উপস্থিত হন।

থেববাসীরা সৈন্যসহ অলিকসন্দরের আগমন কথা অবগত হইলে, কেহ ইহা বিশ্বাস করিল না, কেহ মনে করিল এণ্টিপিটার আসিয়াছে, কেই বলিল আলিকসন্দর বটে কিন্তু এ স্বতন্ত্র আলিকসন্দর বলিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিল। আলিকসন্দর পর দিবস থেবের উপকণ্ঠে সৈন্য সহ উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ফোনিক্স ও প্রোথাইটিস নামক ব্যক্তিদ্বয়কে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে পর সমস্ত বিষয় মিটমাট হইবে, ইহা তিনি থেববাসীকে অবগত করাইলেন। প্রত্যুত্তরে থেববাসী এণ্টিপিটার ও ফিলটকে, তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিতে কহিয়া, গ্রীসের স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য ঢাক বাজাইয়া সকলকে অহ্বান করেন। এই রূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ কেহ কহেন অলিকসন্দর কূটনীতির অনুসরণ করিয়া ছলনা করিয়া থেব আক্রমণ করেন।

থেববাসী প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিল, কিন্তু অলিকসন্দরের যুদ্ধনিপুণ সৈন্যগণের কাছে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। থেব সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, ইহার বাড়ি ঘরের আর কোন চিহ্ন রহিল না। অলিকসন্দরের ক্রোধ বহ্নিতে ছয় হাজার, কেহ বলেন দশ হাজার, যোদ্ধা ভস্মীভূত এবং তিরিশ হাজার বন্দী হইল। পরের অধীনতা স্বীকার করে নাই বলিয়া থেববাসী বন্দী ও নিগৃহীত হইল, এবং এই সকল নর হত্যা করিয়া অলিকসন্দর মহাবীর বলিয়া জগতে পরিচিত হইলেন। অলিকসন্দরের সৈন্যগণের অত্যাচার ও অবিচারের সীমা ছিলনা। একজন বীরাঙ্গনার কাছে অলিকসন্দরের সৈনিক কিরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল

তাহা আমরা এখানে উল্লেখ করিব। আলিকসন্দারের সৈন্যগণ একজন থেবের ধনবতী রমণীর যথা সর্ব্বস্ব ধন রত্ন লুণ্ঠণ করে, অবশেষে সেই সেনাদলের সেনানায়ক তাহার সতীত্ব রত্ন নষ্ট করিয়া, তাহার পার্থিব ধনরত্ন কোথায় আছে তাহা অবগত হইবার জন্য পীড়ন করে। নগর অধিকারের পূর্ব্বে বাগানের কূপের ভিতর তিনি তাঁহার বহুমূল্য ধন রত্ন নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সেনানী তাঁহাকে কূপ দেখাইবার জন্য আদেশ করেন। কূপ দেখাইলে সেনানী স্বয়ং তাহার ভিতর অবতরণ করিলে রমনী প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করে। এই দৃশ্য সৈন্যগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলে, সেই রমনীকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া অলিকসন্দরের কাছে লইয়া যায়। অলিকসন্দর রমণীর আকার দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে রমনী বলিলেন "যিনি গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সৈন্যসকল পরিচালনা করিয়া চ্যারোনিয়া ক্ষেত্রে ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমর শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আমি সেই থিওজি-নিসের ভগিনী"—অলিকসন্দর রমণীর ব্যবহারও প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হইয়া, প্রশংসা করিয়া পুত্রগণ সহ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। এরূপ কথিত হয় অলিকসন্দর কবিবর পিণ্ডারের সন্ততিগণের প্রতি, আর যাহারা তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়াছিলেন। যে নগরের তিরিশ হাজার অধিবাসী ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া, অলিক-সন্দরের কোষাগারে ১৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা নীত হইয়াছিল, সে নগরের দু দশ জন লোক কেমন করিয়া বিজেতার নিকট সম্মান গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা বুঝা বুদ্ধির আগো-

চর। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও যদি কিঞ্চিৎমাত্র মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে তিনি, অলিকসন্দরের সম্মান ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতেন। স্বার্থপর লোক সকল দেশে ও সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। থেব, দিওদিনিস ও হারকিউলিসের জন্মভূমি হইলেও স্বার্থান্ধ কাপুরুষকেও প্রসব করিয়াছিল।

যাহারা থেবকে, অলিকসন্দরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, ইহার ধ্বংস সংবাদ শুনিয়া তাহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া পড়িল—তাহাদিগকে না পাছে থেবের গতি প্রাপ্ত হইতে হয় এই চিন্তায় তাহারা আকুলিত হইয়া পড়িল। ইহার সহিত তাহাদের মাসিদন বিদ্বেষ ও চাপা পড়িয়া গেল। রাজভক্ত দলের আবির্ভাব হইল যাহারা (আর্কেডিয়ানরা) ইতি পূর্ব্বে থেবের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইতেছিল, তাহারাই এক্ষণে তাহাদের সাহায্যকারীদের উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিল। অপরদিকে এথেন্সবাসীরা অলিকসন্দরের কুশল কামনা করিয়া তাঁহার কাছে দূত প্রেরণ করিল। অলিকসন্দর, সকল গোলযোগের মূল কারণ, ডিমস্থিনিস আদি বক্তাগণকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিবার জন্য আদেশ পত্র প্রেরণ করেন। এথিনিয়নদের অনেক অনুরোধে তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

২১ বৎসরের এক জন বালকের প্রতাপে গ্রীসবাসী অস্থির হইয়াছিল। অযথা তাহার স্তব স্তুতি করিতে তাহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। অলিকসন্দর ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু সকল আক্রমণ ও তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহার শত্রু ও মিত্র সকলের কাছেই অসাধারণ বলিয়া প্রতিভাত

হইলেন। তিনি শত্রুকে বিচার করিবার সময় না দিয়া তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ লোকোত্তর বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শীঘ্রগতি ও অকস্মাৎ আক্রমণ যুদ্ধে জয় লাভের মূলমন্ত্র। অলিকসন্দর এই মূল মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই বিজয় তাঁহাকে ভজনা করিয়া-ছিল।

অলিকসন্দারের বাসনা সফল হইল। থেবকে উগ্র দণ্ড প্রদান করায় সমস্ত গ্রীস ভয়ে তাঁহাকে তজনা করিল। আবার করিন্থে মহাসভার অধিবেশন হইল, এ সভায়, একুশ বৎসরের অলিকসন্দর সমস্ত গ্রীসের সেনানী-প্রধান পদে বরিত হইয়া সকলকে পারস্য পতির বিরুদ্ধে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সভায় গ্রীসের প্রত্যেক রাজ্য হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তি ব্যতীত প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, এবং রাজনীতিকগণ ও আগ-মন করিয়া অলিকসন্দরকে সম্মাননা করেন। স্বার্থের তাড়-নায় এই সকল ব্যক্তি, যে সময় অলিকসন্দরের কীর্ত্তি কথা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তণ করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আর একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ করিন্থের উপকণ্ঠে অবস্থান করিয়া নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এই সাধু পুরুষের নাম ডায়োজিনিস। অলিকসন্দার মনে করিয়া ছিলেন, ডায়োজিনিস ও তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না—গুণগ্রাহী অলিকসন্দরই তাঁহার কাছে গমন করিয়া নিজের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর যে সময় ডায়োজিনিসের কাছে উপস্থিত হন, সে সময় তিনি রোদ পোহাইতে ছিলেন। অলিকসন্দর বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার কোন

অভাব দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। নিস্পৃহ ডায়ো-জিনিস কেবল মাত্র সূর্য্যের আড়াল ছাড়াইয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন। সাধুর ব্যবহার দেখিয়া যে সময় অলিকসন্দরের মোসাহেবেরা তাঁহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বিবেচনা করিতেছিলেন, সে সময় সাধুর ব্যবহারে সম্মোহিত অলিকসন্দর বলিয়াছিলেন। "অলিকসন্দর না হইলে আমার ডাওজিনিস হইতে সাধ হয়।" স্পৃহাশূন্যের কাছে জগতের ঐশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে, সুতরাং ডায়োজিনিসের কাছে অলিকসন্দারের অনুগ্রহ অকিঞ্চিৎকর হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। ভোগসর্ব্বস্ব ইয়ুরোপীয়দের কাছে এই ঘটনা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অধঃপতিত ভারতবাসীর কাছে এরূপ ঘটনা বড় আশ্চর্য্যের কথা নহে, এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে রাজ সম্মান ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—আর হতভাগা কাপুরুষগণ দৈব অভিষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। অলিকসন্দর এক বৎসর পূর্ব্বে যখন পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করেন, সে সময় তিনি ষাটটি মাত্র ট্যালেণ্ট মুদ্রা এবং কয়েকটি রৌপ্য পাত্র রাজকোষে প্রাপ্ত হন ইহার সহিত তিনি পাঁচশত ট্যালাণ্ট পৈত্রিক ঋণ ও

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অন্য লোকে পতিত হইলে ঋণের দায়ে এবং শত্রুগণের আক্রমণে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে। পুরুষ কিন্তু বিপদে পতিত হইলে, পশুর ন্যায় অবস্থান না করিয়া, মানুষের ন্যায় বিপদের সম্মুখীন হইয়া নিজের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া থাকেন। অলিকসন্দর মানুষ ছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের লোককেও মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গগুণে তাঁহার দেশবাসীও বিপদকালে কাপুরুষের ন্যায় অবস্থান না করিয়া, স্বদেশের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। অলিকসন্দর মানুষ ছিলেন বলিয়াই সমগ্র গ্রীসবাসীকে মানুষের ন্যায় পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক সময় মানুষ, পশু প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া থাকে। একবার ভয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, দেশশুদ্ধ লোক বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া থাকে। সে ভয়ের কারণ অতি সামান্য হইলেও তাহা দূর করিতে, তাহাদের প্রচুর শক্তি থাকিলেও, কিন্তু তাহার হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়ে। বক্তৃতা বা লেখার জোরে মানুষ ত্রিভুবন কাঁপাইতে সমর্থ হইলেও, কিন্তু নিজের হৃৎকম্প দূর করিবার সময়, সে বিহ্বল হইয়া পড়ে। গ্রীসের অবস্থা ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, যে গ্রীস সকলের গুরুস্থানীয় ছিল, যে এথেন্স সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই গ্রীসবাসী, থেব ধ্বংসের পর যেন ক্লীবত্বকে প্রাপ্ত হইল। নিজেদের দৌর্ব্বল্য দূর করিতে সমর্থ হইল না। বিংশতি বর্ষীয় বালক পরিচালিত বর্ব্বরদের হস্তে লাঞ্ছিত হইল। যে গ্রীসবাসী, পারস্যপতির বিপুলবাহিনী রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ভয়বিহ্বল চিত্ত সেই গ্রীকবাসী এক্ষণে একজন বালকের ইচ্ছা অনুসারে পুতুলের ন্যায় উঠীতে ও বসিতে

লাগিল। বুদ্ধিমান অলিকসন্দর, এথেন্সবানীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ, বা ডিমস্থিনিস প্রমুখ বক্তাদের উপর কোনরূপ দণ্ড-বিধান না করিয়া, তাঁহাদের হৃদয়রঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন। এথেনীয়রা কিন্তু ভিতরে ভিতরে পারস্য পতির সহিত মিলিত হইয়া মাসিদনের সর্ব্বনাশ করিতে বড় কম চেষ্টিত ছিলেন না।

করিন্থের সভা হইতে অলিকসন্দর স্বীয় রাজধানীতে গমন করিয়া এসিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ৩৩৪ খৃঃ পূঃ বসন্ত কালের প্রথমভাগে অলিকসন্দরের উদ্যোগ পর্ব্বের সমাপ্ত হয়। এই অদ্ভুত বালকের এ সময়ের অবস্থা ভাবিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাঁহার আকাশের ন্যায় উচ্চ আশা, চিন্তা করিলে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। আমরা নিশ্চেষ্ট পঙ্গু, এবং স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী বলিয়াই, আমাদের এই মতিভ্রম হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই কারণ নাই। শ্রীভগবান আমাদের প্রত্যেকেই সকল প্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করি না বলিয়াই আমরা তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হইয়াছি মাত্র।

অলিকসন্দর, এণ্টিপিটারকে মাসিদনের এবং গ্রীসের তত্ত্বাবধারক পদে নিযুক্ত করিলেন। আলেকসন্দর যে কার্য্যে ব্রতী হইলেন, সে কার্য্যের তুলনায় তাঁহার অর্থ বা লোকবল খুব কমই ছিল। অর্থবল সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে, এ সময় অলিকসন্দরের কাছে মোটে সত্তরটি মাত্র ট্যালাণ্ট বর্ত্তমান ছিল। অন্য একজন বলেন যে,এক মাস সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন, এরূপ মাত্র অর্থ তাঁহার নিকটে ছিল। অপর একজন.

বলেন, অলিকসন্দর এসিয়া বিজয়ের জন্য দুইশত ট্যালেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিয়া এই অদ্ভুত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর দুই এক মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন এইরূপ অর্থ লইয়া জন্মভূমি হইতে বহুদূরে বিদেশে একজন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। অলিকসন্দরের জনবলও বড় বেশী ছিল না কেহ, বলেন ৩০ হাজার পদাতিক, ৪ হাজার ৫ শত অশ্বারোহী, অন্য কেহ বলেন ৩১ হাজার পদাতিক, এবং ৫ হাজার অশ্বারোহী, এসিয়া বিজয়ের জন্য অলিকসন্দরের অনুগমন করিয়াছিল। কি ধনবল, কি জনবল, অলিকসন্দর সকল বিষয়ে নগণ্য হইলেও তিনি হৃদয়ের বলে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান ছিলেন। পারস্যপতি, ধনবলে বা জনবলে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান হইলেও, তিনি হৃদয়ের বলে মাসিদনপতির কাছে পরাভূত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি একদিনে মুষ্টিমেয় ইয়ুরোপায়কে এক ফুৎকারে ধূলির ন্যায় উড়াইয়া দিতে পারিতেন। হৃদয়ের বল না থাকিলে মানুষ পশু অপেক্ষা অধম হইয়া থাকে।

অলিকসন্দর যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার সহচরগণের মধ্যে কাহাকে এ গ্রামের, কাহাকেও গ্রামের রাজস্ব প্রদান করেন। এইরূপে রাজ্যের প্রায় সমস্ত স্থান প্রদত্ত হইলে, অলিকসন্দরের একজন সহচর সেনানী তাঁহাকে জিজ্ঞসা করেন, সবইত আপনি দিয়া ফেলিলেন, নিজের জন্য কি রাখিলেন? প্রত্যুত্তরে অলিকসন্দর বলিলেন, "আশা"। বালকের এই কথা শুনিয়া বয়স্থ সৈনিক পুরুষের মস্তক লজ্জায় অবনত হইল। তাঁহার ভিতর দিয়া যেন এক অদ্ভুত শক্তি প্রবাহিত হইল—চৈতন্য প্রাপ্তির পর

তিনি বলিলেন, "আমরা আপনার যুদ্ধযাত্রা জনিত ক্লেশের এবং জয় পরাজয় জনিত সুখদুঃখের ভাগগ্রাহী, অতএব আমাদিগকে আপনার আশার ভাগগ্রাহী করুন" ইহা বলিয়া তিনি স্বীয়বৃত্তি প্রত্যাখান করেন এইরূপে অনেকেই ভূমি সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর আশা দেবীর এক নিষ্ঠ ভক্ত, একনিষ্ঠ না হইলে সফলতা লাভ অসম্ভব—অলিকসন্দর বিদেশে নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যবর্ত্তী হইলেও প্রায় সর্ব্বত্র সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কোন স্থানেই তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্য, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতির জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। অথচ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পারসীকগণকে নিজের দেশে, খাদ্যদ্রব্যের অভাব এবং রাস্তা ঘাট প্রভৃতির জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যোগ্য সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত এবং অযোগ্য নিজের গৃহেও নিগৃহীত হইয়া থাকে। ইতিহাস সকলকে যোগ্য হইতে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি এ উপদেশ গ্রহণ করিতে বিলম্ব করেন মৃত্যু ও তাহাকে অবিলম্বে গ্রাস করিয়া থাকে। তাই পারসীকরা অযোগ্য হওয়ার জন্য নিন্দনীয় পরাভবকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অলিকসন্দরের এ অভিযান, একটু ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নৌবলে হীনবল হইলেও স্থলযুদ্ধে প্রাধান্য প্রতিষ্টা করিতে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে। সে সময় পারসীকেরা, অলিকসন্দর অপেক্ষা বহুগুণে নৌবলে বলীয়ান ছিলেন। তাঁহাদিগের নৌবল কোন কার্য্যেই আসে নাই। পারসীকেরা, জলপথে মেসিডোনিয়া আক্রমণ করিয়া অলিকসন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিত, কিন্তু তাহা তাহারা করিতে

পারে নাই। অলিকসন্দরের বাহুবলের কাছে পরাজিত হওয়াতে তাহারা বিভীষিকা গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের বাহুবল ও বুদ্ধিবল যেন লোপ পাইয়াছিল। স্থলযুদ্ধে যদি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, তাহা হইলে, শত্রু নৌবলে বিশেষ বলবান হইলেও সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগে সময় সময় কিছু উপদ্রব ব্যতীত বড় কিছু করিতে পারে না।

পারস্য জয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে অলিকসন্দরের গুরুজনবর্গ তাঁহাকে কিছুদিন বিলম্ব করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। অলিকসন্দরের এ পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহারা বলেন, যদি যুদ্ধস্থলে দৈবক্রমে প্রাণ বিনষ্ট হয়, সে সময় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তখন তাঁহার জয়ের কোন মূল্য থাকিবে না। বিজিগীষু অলিকসন্দরের নিকট এ সকল যুক্তি কোনরূপ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল না। যিনি স্বদেশের শত্রু ধ্বংস করিতে বদ্ধ পরিকর, তিনি নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া স্বদেশের গৌরব সাধনের জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া থাকেন। আমাদের ভারতবর্ষের একজন দিগ্বিজয়ী রাজাকে সাংসারিক মায়া মমতার কথা স্মরণ করাইয়া গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলে, কবি তাঁহার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, "ভগবান সূর্য্যনারায়ণ সমস্ত জগৎ প্রদক্ষিণ না করিয়া যেরূপ সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করেন না, সেইরূপ অসমাপ্তক্রিয় বিজিগীষু মনস্বীর হৃদয়ে কখন স্ত্রী চিন্তা স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় না।" * মনুষ্য

* অসমাপ্ত জিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎকৃৎস্নং নো সন্ধ্যাং ভজতি রবিঃ॥ ১৪৪
রাজতরঙ্গিণী চতুর্থস্তরঙ্গঃ॥

প্রকৃতি সকল দেশেই সমান। যে হৃদয়ে শত্রুকৃত অবমাননার প্রতিশোধ লইবার প্রবল বাসনা স্থান লাভ করিয়াছে, অথবা স্বদেশের গৌরব দিগান্তরে প্রতিষ্ঠা করিবার পবিত্র চেষ্টা যে হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে, সে হৃদয়ে স্ত্রী পুত্রের ক্ষুদ্র চিন্তা স্থান লাভ করিয়া মনুষ্যকে কখন কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। সে সময় স্ত্রী পুত্রের চিন্তা ক্ষণকালের জন্যও অলিকসন্দরকে কর্ত্তব্য পথ হইতে স্খলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। অলিকসন্দর, এণ্টিপিটারের হস্তে রাজ্য রক্ষার জন্য ১২ হাজার পদাতিক এবং দেড় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখিয়া এসিয়া বিজয়ের জন্য বহির্গত হন।

এক্শদিন পথ অতিক্রমণের পর, অলিকসন্দর, হেলিসপণ্ট বা দারদেনেলিসের তট ভুমিতে উপস্থিত হন। ইহার দৈর্ঘ প্রায় ৪০ মাইল এবং বিস্তার ঃ হইতে ৪½ মাইল হইবে। ইহার তট উচ্চ না হওয়াতে পারাপারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক নহে। যে স্থানে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পারস্যপতি জেরাকসাস ইয়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, অলিকসন্দরও সেইস্থান হইতে এসিয়াতে গমন করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এসিয়াবাসীরা এই স্থানে পার হইয়া দলে দলে গমন করিয়া ইয়ুরোপীয়গণকে পরাস্ত করিয়া ইয়ুরোপীয় ভূমি অধিকার করেন। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ কবি বাইরণ ইহা সন্তরণ করিয়া পার হইয়াছিলেন। এই স্থান এইরূপ নানা কারণে পৃথিবীর সাহিত্যে স্মরণীয় স্থান লাভ করিয়াছে।

অলিকসন্দর, দারদেনেলিসের তটে বেদী নির্ম্মাণ এবং ইয়ুরোপের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার পূজা করিয়া সৈন্যগণসহ যাত্রা

করিলেন। সমুদ্র পার হইবার জন্য ১৬০ খানি যুদ্ধ জাহাজ ব্যতীত আরো কতকগুলি বাণিজ্য জাহাজও উপস্থিত হইয়াছিল। এথিনিয়নরা এই সকল জাহাজের মধ্যে কুড়ি খানি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিয়া অলিকসন্দরের তুষ্টি সাধন করিয়াছিল। অলিকসন্দর, পারমিনিওর উপর সৈন্য পরিচালন ভার প্রদান করিয়া, স্বয়ং ট্রয়ক্ষেত্রে প্রাচীন যোদ্ধাদের সমাধিভূমি দর্শন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। অলিকসন্দর, অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে নৌকা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া এসিয়ার ভূমিতে বর্ষা বিদ্ধ করিয়া অবতরণ করিলেন। এ স্থানেও তিনি নিজের গৌরব জ্ঞাপনের জন্য বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে তিনি এচিলিসের সমাধি দর্শন করিয়া তাহা পত্র পুষ্পে শোভিত করিয়াছিলেন। যে মন্দিরে ট্রয়ের যোদ্ধাগণের অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত হইয়াছিল, অলিকসন্দর, নিজের এক প্রস্থ অস্ত্র শস্ত্র তথায় রাখিয়া দেন, এবং প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্রেরও কিছু গ্রহণ করেন। এই সকল অস্ত্র শস্ত্র এক জন ব্যক্তি সকলের অগ্রে বহন করিয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিত। ইহাতে তাঁহার অনুযাত্রীগণ বিবেচনা করিত অলিকসন্দর প্রাচীন যোদ্ধাদের ন্যায় অজেয় এবং সেই সকল স্বর্গীয় যোদ্ধাগণ তাঁহাকে যুদ্ধকালে রক্ষা করিয়া থাকেন। অলিকসন্দর যে সময় প্রাচীন যোদ্ধাগণের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন, এবং তাঁহাদের বীরত্বব্যঞ্জক গাথা সকল আবৃত্তি করিয়া, তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার জন্য অধীর হইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কাছে পারসীক সৈন্যের যুদ্ধের জন্য আগমন কথা আনীত হইয়াছিল। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইলেন। দেখিলেন

গ্রেণিকস্ নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর অপর পারে পারসীকগণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

পারসীকেরা এমনই রাজত্ব করিতেছিলেন যে, অলিকসন্দরের এসিয়া আক্রমণের কথা পূর্ব্বে কিছুমাত্র টের পান নাই। তাহা হইলে তাহারা সমুদ্রের তটে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিত। তাহা হইল না, পারসীকেরা বিব্রত হইয়া পড়িল, তাহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল, এক পক্ষ বলিলেন, শত্রুর পথের গ্রাম ও নগর অগ্নিযোগে ধ্বংস করিয়া ফেলা হউক, জলাশয় সকল দূষিত করা হউক, তাহা হইলে বিনাযুদ্ধে খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয় অভাবে যখন শত্রুকুল অবসন্ন হইবে, তখন বরং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে উৎপাটিত করা যাইবে। অন্যপক্ষ বলিলেন, আমরা দেশের রক্ষক, আমরা যদি ভক্ষক হইয়া দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করি, তাহা হইলে প্রজাদিগকে কে রক্ষা করিবে? প্রজাদিগের একটি তৃণও নষ্ট না করিয়া যুদ্ধ করা তাঁহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। প্রথমোক্ত পক্ষের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অনীতিবিদের ন্যায় তাঁহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পারসীকসৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না একজন (এরিয়ান) বলেন, তাহাদের প্রায় বিশ হাজার পদাতিক এবং এতগুলি অশ্বারোহী ছিল। ডিওডোরস সিকুলস নামক আর একজন ঐতিহাসিক বলেন, গ্রেণিকাসে পারসীকদিগের দশ হাজার অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। আর একজন সত্যপ্রিয় ইতিহাস লেখক (যস্টিন) বলেন সর্ব্বশুদ্ধ ছয় লক্ষ পারসীক সৈন্য অলিকসন্দরের গতিরোধ করিবার জন্য গ্রেণিকস নদীর তটে

সমবেত হইয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক মহাশয়দিগের ধারণা, আমরা এসিয়াবাসী যেন পশুরদল। আমাদের জন সংখ্যা যতই কেন বেশী হউক না, আমাদিগকে ধ্বংস করিতে যেন কিছুমাত্র তাঁহারা ইতস্ততঃ বোধ করেন না। সেই জন্য তাঁহারা যুদ্ধস্থলে আমাদের এসিয়াবাসীর জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বর্ণন করিয়া নিজেদের ভুজবলও কল্পনাবলের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

অলিকসন্দর যেন দেববলে বলীয়ান হইয়া, সেই দিনেই শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অলিকসন্দরের অন্যতম সেনানী, বহুদর্শী পারমিনিও এত শীঘ্র শত্রুগণকে আক্রমণ না করিয়া নদীর পারেই অবস্থান করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি যুক্তি দেখাইয়া বলেন পারসীকদের পদাতিকের সংখ্যা কম, সুতরাং তাহারা আমাদের অতি নিকটে অবস্থান করিবে না। তাহারা চলিয়া গেলে আমরা অক্লেশে পরপারে যাইতে সক্ষম হইব। ইহা ব্যতীত নদীর তট অত্যন্ত উচ্চ, আর সকল স্থানে পার হওয়াও সুবিধাজনক নহে। এরূপ অবস্থায় আমরা দলবদ্ধ হইয়া পার হইতে পারিব না, পারসীক অশ্বারোহীরা, নদীর উচ্চ তট হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিলে, আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে। প্রথম আক্রমণে যদি আমরা বিফলকাম হই, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য কলাপের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ফিলিপের বিজ্ঞ সেনানীর উপদেশ, অলিকসন্দরের ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন আমি আপনার কথা সমস্তই বুঝিলাম, যে ব্যক্তি অবলীলাক্রমে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আগমন করিল, ঐ ক্ষুদ্র নদী

যদি তাহার ক্ষণমাত্রও গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? অনিবার্য্য গতি মাসিদন সৈন্যের, এবং বিপদ সমুদ্রে অবগাহন করিবার আমার উৎকট বাসনা! এই উভয়ের পক্ষেই ইহা প্রতিকূল উপদেশ। আর এক কথা, আমরা যদি অপেক্ষা করি, আমাদের ভীতি পারসীকদের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে, আর আমাদিগকে তাহারা যুদ্ধে সমতুল্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। সুতরাং অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভয়ে তাহারা বিভীষিকাগ্রস্ত হইবে।” অলিকসন্দারের কথা অনুসারে যুদ্ধ করাই স্থির হইল।

পারসীকরা প্রায় দুই শত বৎসর হইতে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের রণনীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিল। তাহারা বালক অলিকসন্দরের ভয়ে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই। পারসীক সৈন্যের মধ্যে গ্রীক ভাড়াটে সৈন্যের সংখ্যা বড় কম ছিল না। পারসীক অশ্বারোহী সৈন্য নদীর তটে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করিতেছিল—ইহাদের পশ্চাৎভাগে পাহাড়ের কাছে গ্রীক ভাড়াটে সৈন্য ওমারীস নামক পারসীক সেনানীর অধীনে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছিল।

মাসিদন সৈন্য আট ব্রিগেড বা ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার সৈন্য একজন সেনানী কর্তৃক পরিচালিত হইত। এই আট জন সমান পদস্থ সেনানী, আবশ্যক অনুসারে কখন পৃথক ভাবে, কখন বা মিলিত হইয়া কার্য্য করিত। এই দুই হাজার সৈন্য দুই রেজিমেণ্টে বিভক্ত

হইত। তাহাদের নায়কও দুইজন নিযুক্ত হইত। প্রত্যেক রেজিমেণ্ট আবার পাঁচ শত করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুই জন দলপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ইহার প্রত্যেক দল, আবার আটটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইত, তাহাদের সেই আট দলে আটজন নায়ক অবস্থান করিত। সমস্ত সৈন্য দুই পক্ষে বিভক্ত হইত। অলিকসন্দর, প্রায় অধিকাংশ সময় দক্ষিণ পক্ষের শেষ ভাগে পরিচালনা করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্র অনুসারে এই সকল ব্রিগেড কখন কখন বাম ভাগে কখন বা দক্ষিণ ভাগে রাখা হইত। সেনানী পারমিনিও বাম পক্ষের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। স্বয়ং অলিকসন্দর, দক্ষিণ পক্ষ পরিচালনা করেন। নদীর উভয়পক্ষের সৈন্যগণ কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অলিক-সন্দরের সেনানীগণ নদীর তটে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া সৈন্যগণসহ নদীমধ্যে অবতরণ করিলেন। তিনিও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না—চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, যুদ্ধ দেবতার নাম কীর্ত্তনে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। কাপুরুষগণের মধ্যে ও যেন অস্থায়ী উন্মত্ততা আসিয়া তাহাদের যুদ্ধভীতি দূর করিয়া দিল। যে স্থানে পার-সীক সেনানীগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন, যে স্থানে পারসীকগণ দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করিয়া শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, অলিকসন্দর সেই দিকে গমন করিবার জন্য নদীমধ্যে অবতরণ করিলেন। পারসীকগণ তটের উপর হইতে শত্রু সৈন্যের উপর অজস্র অস্ত্রশস্ত্র লাঠি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাসিদন সৈন্য দীর্ঘ ‾ বর

আবরণে আত্মরক্ষা করিয়া ২৪ফিট লম্বা বর্ষা দ্বারা পারসীকগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অলিকসন্দর ঘোরতর পরাক্রমে প্রচণ্ডবেগে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পারসীকদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে মাসিদন সৈন্য একটু ইতস্ততঃ করিতে ছিল, তাহারা তাহাদের নেতার উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া,বজ্র-বেগে পারসীকদিগকে আক্রমণ করিল। এই ঘোরতর যুদ্ধকালে শত্রুর প্রহারে মাসিদন পতির অস্ত্রশস্ত্র, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই ঘোরতর যুদ্ধকালে অলিকসন্দর যে সময় অন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্তছিলেন, সে সময় একজন পারসীক সেনানী শানিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিবার উপক্রম করেন। এই ঘোর সঙ্কট সময়ে অলিকসন্দরের ক্লীতস্ নামক সহচর সৈন্য সেই পারসীককে দ্বিখণ্ড করিয়া প্রভুর প্রাণ রক্ষা করেন।

মাসিদন সৈন্যের ক্ষিপ্রকারিতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা শূরতা ও ধীরতার প্রভাবে অলিকসন্দর নদীর তটে শত্রু সৈন্যকে স্থানচ্যুত করিয়া সমতল ভূভাগে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। এরমধ্যে সমস্ত গ্রীক সৈন্য নদীপার হইয়া শত্রু সৈন্যের উভয় পক্ষ ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করিল। পারসীক সৈন্য কোনরূপে তাহাদের প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। দীর্ঘ ভল্লের ঘোরতর আঘাতে পারসীক অশ্ব ও অশ্বারোহী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। অলিসন্দরের ভীষণ আক্রমণে পারসীক সৈন্যের মধ্যভাগ যুদ্ধে পরাংমুখ হইল। ইহাদের দুর্ব্বলতায় পার্শ্বদ্বয় অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আর তাহারা কোনরূপে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। ধীরে ধীরে তাহারা পলায়নপর হইল। পারসীকদের যে সকল ভাড়াটে

গ্রীক সৈন্য পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিতেছিল, এইবার অলিকসন্দর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আকাশের মেঘ যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে নানাপ্রকার দৃশ্য দেখাইয়া বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে পারসীক সৈন্যের নানা অবস্থায়, পারসীক গ্রীক সৈন্যের চিত্তভ্রংশ হইয়া পড়ে। তাহারা অলিকসন্দর ও তাহার সৈন্যগণ কর্তৃক নিদারুণভাবে আক্রান্ত এবং তাহাদিগের সেনানীর মৃত্যুতে তাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সকল স্বদেশদ্রোহী গ্রীক,অলিকসন্দরের হস্তে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল। যাহারা মৃতদেহের মধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল স্বদেশদ্রোহী জীবনলাভ করিলেও, লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অলিকসন্দর, তাহাদিগকে মাসিদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে সকল নরাধম স্বজাতী ও স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাহাদের কি গতি হইয়া থাকে ইহারাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই উদাহরণ দেখিয়া যাহাতে না অন্য গ্রীসবাসী স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে সে জন্য তাহাদিগকে তিনি মেসিদোনিয়াতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। যিনি স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য অস্ত্রগ্রহণ করেন সেই লোকোত্তর পুরুষের বিরুদ্ধে যে কোন স্বদেশবাসী বাধাপ্রদান করিবে, তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে শিক্ষা প্রদান করা উচিত। ইহা কোনরূপে দুষণীয় হইতে পারে না।

যুদ্ধের প্রথমভাগে বিজয় শ্রী, পারসীক দিগেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কিন্তু অলিকসন্দরের একনিষ্ঠ উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া অবশেষে তিনি তাঁহাকেই আলিঙ্গণ করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দরের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সেনাও

সেনানীগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া যেরূপভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যদি পারসীকগণ সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে নদীর গর্ভ হইতে আর মাসিডুনিয়ানদিগকে উঠিতে হইত না কিন্তু তাহা না, হওয়াতে অলিকসন্দরের উত্থান এবং পারসীকদের পতন হইয়াছে।

সত্যপ্রিয় ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন এই ঘোরতর যুদ্ধে বালকবীরের ২৫জন সহচর সৈন্য ৬০জন অশ্বারোহী ৩০জন পদাতিক পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল। অপরপক্ষে প্লুতার্ক বলেন পারসীকদের ২০হাজার পদাতিক এবং আড়াইহাজার অশ্বারোহী ইহলোক পরিত্যাগ করে। ডিওডোরস্ বলেন, দশহাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহী, এরিয়ানের মতে, দুই হাজার ব্যতীত সমস্ত পদাতিক এবং এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইয়ুরোপীয় লেখকদিগের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও ইহাতে বুঝা যায় যে এসিয়াবাসীরা নেতার দোষে পরাজিত হইলেও তাহারা মৃত্যুভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত হয় নাই, বা যুদ্ধ না করিয়াই রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই।

যুদ্ধে জয়লাভের সহিত অলিকসন্দরের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইল তাঁহার একমাত্র আশ্রয় আশার সফলতার সহিত, শূন্য ধনাগার পরিপূর্ণ, দুর্ভিক্ষ সুভিক্ষে পরিণত, এবং কুহেলিকা পরিপূর্ণ গন্তব্য পথ, যেন সূর্য্যরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অস্ত্রপাণি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই তাঁহাকে ধনজন দিয়া পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে অলিকসন্দর সে প্রদেশ হস্তগত করিয়া তথাকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে শাসন ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ

করিলেন। রাজপরিবর্ত্তন হইল মাত্র, এ পরিবর্ত্তনে প্রজা সাধারণ নিজেদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারিল না। পারস্য-রাজের পরিবর্ত্তে তাহারা মাসিদনের অধিশ্বরকে রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিল। তাহারাই তাঁহার রসদ যোগাইতে লাগিল, অলিকসন্দরের কোন অভাব রহিল না। বিজয়লাভে উল্লসিত হইয়া তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

অলিকসন্দর, পারসীকদের সহিত প্রথম যুদ্ধে অনন্যসাধারণ জয়লাভে আহ্লাদিত হইলেও তিনি নিজের দেশের কথা ভুলিয়া যান নাই। তিনি জানিতেন বাহিরের প্রবল শত্রু অপেক্ষা গৃহের দুর্ব্বল শত্রু ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সে মর্ম্মস্থানে সময়ে এবং অসময়ে দারুণ আঘাত করিবার যেরূপ সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেরূপ অন্যে কোনরূপে প্রাপ্ত হয় না। গ্রীসের বিভিন্ন জনপদের বিভিন্ন প্রকৃতির জনগণের হৃদয়, যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধ চিন্তায় কলুষিত না হয়, ইহার পরিবর্ত্তে যাহাতে জাতীয় শত্রুর বিমর্দ্দনজনিত গৌরবে সকলে নিজেকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন, এজন্য বুদ্ধিমান অলিকসন্দর গ্রীক জনসাধারণের উদ্দেশে বিজয়লব্ধ পারসীকদিগের তিনশত যুদ্ধ সজ্জা এথেন্সে প্রেরণ করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে "এসিয়ায় অবস্থিত বর্ব্বরদিগের নিকট হইতে গৃহীত দ্রব্য সমূহ স্পার্টাবাসী ব্যতীত সমস্ত গ্রীকবাসীর উদ্দেশে ফিলিপ পুত্র অলিকসন্দর কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।" অলিকসন্দর এই গুঢ়ার্থ পূর্ণ বাক্যে যেন প্রকাশ করিতেছেন বৃক্ষস্থিত পক্ষীর যেরূপ বৃক্ষেতে অধিকার নাই, ঠিক যেন সেইরূপ এসিয়ায় অবস্থানকারীর এসিয়ার উপ

তাহাদের কোনরূপ স্বামিত্ব বা মমত্ব নাই; সুতরাং সেই সকল বৈদেশিকদিগকে বলপূর্ব্বক দূর করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে কোনরূপ পাপ নাই। ইহাতে যেন সকলের সমান অধিকার আছে। সেই জন্য সমস্ত গ্রীসবাসীর উদ্দেশে মৃত এসিয়াবাসীর যুদ্ধসজ্জা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। যে ফিলিপকে, এথেন্সবাসী বর্ব্বর, অসভ্য, বলিয়া উপেক্ষা করিত, তাহারই পুত্র অলিকসন্দর কর্ত্তৃক এসিয়ার ধন রত্ন যখন লুণ্ঠিত হইল, তখন গ্রীসের সুসভ্য এথেন্স প্রভৃতির অধিবাসীর দ্বারা কোন্ কোন্ কার্য্য না সাধিত হইতে পারে? অলিকসন্দর, এথেন্সবাসীর তুষ্টিসাধনে যত্নপর হইলেও, এথেনীয়রা মনে মনে পারস্য সম্রাটের অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। তাহারা অলিকসন্দরের সাহায্যে জাহাজ প্রদান করিলেও, কিন্তু প্রথম সুযোগে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পারস্য-পতির সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

অলিকসন্দর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রেরণ ব্যতীত এই যুদ্ধে তাঁহার যে সকল সহচর সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের ধাতুময়ী মূর্ত্তি লাইসিপসের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশের দেবমন্দিরে সংস্থাপন করান। যাহাদের ভুজবলের উপর নির্ভর করিয়া অলিকসন্দর অপূর্ব্ব বিজয় শ্রীলাভ করিয়াছিলেন—অলিকসন্দর, যাহাদের ধাতুময়ী মূর্ত্তি, স্বীয় প্রধান শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া গুণের সমাদর করিয়াছিলেন। তাহাদের আকৃতি ও প্রতিকৃতি কালক্রমে ধূলায় পরিণত হইলেও তাহাদের কীর্ত্তি চিরকাল নূতনভাবে, ইয়ুরোপ ও এসিয়া উভয় দেশের, অধিবাসীর কাছে স্মরণীয় বলিয়া গৃহীত হইবে। জনকতক মানুষ

মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অদৃষ্ট চক্র যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা পরিবর্ত্তণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের ইতিহাস যেন চিরকাল বজ্রনির্ঘোষে উপদেশ প্রদান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এসিয়া মাইনরের সামুদ্রিক প্রদেশ, গ্রীক উপনিবেশে অধ্যুষিত ছিল। এসকল স্থানের গ্রীকগণ, অনেক সময় পারস্যপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিত। আবার অনেক সময়, বৈতসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিত। গ্রেণিকসে, অলিকসন্দরের জয়লাভের সহিত, ঔপনিবেশিক গ্রীকদিগের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথম সুযোগে বিদেশী অধীনতা পাশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, স্বদেশবাসীর সহিত মিলিত হইল। অলিকসন্দর স্বয়ং শীঘ্রগতিতে লিডিয়া অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনানী পারমিনিওকে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ও দুর্গ সকল জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি অল্প আয়াসে বিপক্ষদিগের দুর্গ জয় করিয়া অলিকসন্দরের নামের বিভীষিকা শত্রুগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করেন।

অলিকসন্দর, লিডিয়ার রাজধানী সারডিসের ৭০ ষ্টেড অর্থাৎ সাড়ে চার ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে, তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ এবং প্রধান প্রধান নাগরিকগণ তাঁহার হস্তে ধনাদির সহিত দুর্গ এবং নগর সমর্পণ করেন। মানুষের হৃদয়ে একবার বিজাতীয় বিভীষিকা প্রবেশ করিলে তাহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে, বিভীষিকাগ্রস্ত ব্যক্তি কোনরূপ কুৎসিত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হয় না। পারসীক দুর্গাধ্যক্ষ নিজের সম্মান, বা নিজের রাজার দিকে না দেখিয়া অলিকসন্দরের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। বালকবীর, দুর্গাধিপকে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়া নাগরিকগণকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। তাঁহারা, তাঁহাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে শাসন অধিকার লাভ এবং পারস্যপতিকে যেরূপ ভাবে রাজস্ব প্রদান করিতেন, সেইরূপ তাঁহাকেও প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অলিকসন্দর এ স্থানের সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিয়া, তাহাতে স্বীয় সৈন্য রক্ষা এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া ইফিসুস্ অভিমুখে যাত্রা করেন।

অলিকসন্দরের জয়ের কথা শুনিয়া, ইফিসুসের পারসীক কর্ম্মচারী এবং অলিকসন্দরদ্বেষী গ্রীকগণ এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পারসীকদের গমনের পর, যে সকল গ্রীক, পারসীক শাসনের পক্ষপাতী ছিল, তাহাদের উপর অন্য গ্রীকেরা যথেষ্ট অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। অলিকসন্দর, ইফিসুসে আগমন করিয়া অত্যাচারের স্রোতরোধ করিয়া দিলেন, আসন্নমৃত্যু হইতে তাহারা রক্ষা পাইল। তাঁহার সদয় ব্যবহারে শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁহার অনুরক্ত হইল। অলিকসন্দর, ইফিসুসবাসীকে সাধারণতন্ত্র অনুসারে শাসিত হইবার অধিকার প্রদানকরেন।

• ইফিস্সুসের আর্ত্তিমিস বা দিয়ানা বিশেষ বিখ্যাত। অলিক-সন্দরের জন্মরাত্রে, হিরোস্ত্রাস নামক একজন ব্যক্তি চিরস্মরণীয় হইবার জন্য এখানকার মন্দির পোড়াইয়া দেয়। এই দিয়ানার মন্দির, পুরাকালের সপ্তমাশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত হইত। দিয়ানা, অসতীর অগ্রগণ্যা হইলেও ইনি ইয়ুরোপীয় সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইঁহার প্রণয় পাত্র অনেকে হইলেও ইনি অবিবাহিতা। ইনি পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে কুকুর সঙ্গে লইয়া বনে বনে শিকার করিয়া বেড়ান। দেবীর মন্দিরের দুরাবস্থা দেখিয়া অলিকসন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইফিস্সুসের অধিবাসীরা "দেবতা কখন দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন না।" এই কথা কহিয়া অলিকসন্দরের তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর মনে করিয়াছিলেন, মন্দির গাত্রে স্বীয় নাম খোদিত করিয়া দিবেন, কিন্তু তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার দ্বারা আলেক্জেন্দ্রিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ শিল্পী ডিও-ক্রেটসের তত্ত্বাবধানে এখানকার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, অদ্ভুত পদার্থের মধ্যে পরিগণিত করেন। এসময়ের অলিকসন্দরের চরিত্র অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,এখনও তাঁহাতে বিশেষ কোন দুর্গুণ আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার দুর্ব্বলতার মধ্যে এই যে, তাঁহাকে দেবতা বা দেবপুত্র বলিলে তিনি গলিয়া পড়িতেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া যাইত। তিনি এরিষ্টটলের নিকট শিক্ষিত হইলেও এ দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না।[৮] দুষ্টের অত্যাচার হইতে নগর রক্ষা, সারেমাহের সহিত

আর্ত্তিমিসের পূজা ইত্যাদি কার্য্যে তিনি সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হন। এ অঞ্চলের অন্যান্য যে সকল নগর পারসীকদের অধিকার ভুক্ত ছিল—তাহার গ্রীক নাগরিকগণ, অলিকসন্দরের সমীপে উপস্থিত হইয়া নগর সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

অলিকসন্দর, ইফিসুসে অযথা বিলম্ব না করিয়া, মেলিটস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অলিকসন্দরের আগমন কথা শুনিয়া, এখানকার পারসীক কর্ম্মচারীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি সকল সময়ে সর্ব্বত্র তাঁহার শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

দারা (দারায়াস্) র কর্ম্মচারী, যে সময় অলিকসন্দরের হস্তে নগর সমর্পণ করিবার জন্য পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁহার সাহায্যের জন্য চারশত পারসীক জাহাজের আগমন কথা অবগত হন। ইহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অলিকসন্দরের সৈন্যগণ বাহিরের নগর অধিকার করিয়া, ভিতরের নগর অধিকার করিবার জন্য অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পারসীকেরা নৌবলে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। ফিনিসিয়ান, সাইপ্রিয়ান প্রভৃতি অভিজ্ঞ নাবিকগণ তাঁহাদের নৌকা সকল পরিচালনা করিত। ইহাদের আগমন কথা শুনিয়া দারার কর্ম্মচারীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার হইল। পারসীক রণতরী আসিবার পূর্ব্বেই গ্রীক নৌ সেনানী ১৬০ খানা জাহাজ লইয়া মেলিটসের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপ অধিকার করেন। অলিকসন্দরও কিছু অশ্বারোহী তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। পারসীকেরা যাহাতে মেলিটসের বন্দরে উপস্থিত হইতে না পারে তাহারা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল এসময় সেনানী পারমিনিও

অলিকসন্দরকে, জলযুদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ইহার সমর্থনে বলেন, যদি জলযুদ্ধে জয়লাভকরা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের যথেষ্ট লাভ হইবে। বিশেষতঃ যখন একটা চিল, (ঈগল) তাঁহাদের জাহাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া সমুদ্রের তটে বসিয়া ছিল, তখন এই লক্ষণে বোধ হইতেছে যে তাঁহাদের জলযুদ্ধে জয়লাভ হইবে। অলিকসন্দর, ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন. জলযুদ্ধে আমরা অনভ্যস্ত যদি আমরা ইহাতে পরাজিত হই, তাহা হইলে দক্ষিণ গ্রীসবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। আর চিলের কথা যাহা কথিত হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে স্থলপথেই আমরা জয়যুক্ত হইব। ধীরে ধীরে আমরা পারসীক-দের সামুদ্রিক নগর সকল হস্তগত করিতে পারিলে অগত্যা তাহারা হীনবল হইবে, খাদ্যাদি অভাবে তাহারা অবসন্ন হইবে, সুতরাং এই কএকখানি জাহাজ লইয়া পারসীকদের সম্মুখীন হওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বোধ করিনা। অলিকসন্দরের কথা গৃহীত হইল। পারসীকরা, গ্রীকদিগকে লোভ দেখাইয়া একটু গভীর সমুদ্রে লইয়া যাইরার যথেষ্ট চেষ্টা করিল। গ্রীকেরা বুঝিয়াছিল এ লোভে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য তাই তাহারা প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া পারসীক জাহাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। একদিন গ্রীক জাহাজের নাবিকগণ, যখন জাহাজ পরিত্যাগ করিরা কাষ্ঠাদি সংগ্রহ জন্য স্থলে গমন করিয়াছিল, সেই অবকাশে, পারসীকরা পাঁচখানি জাহাজ, গ্রীকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। অলিকসন্দর তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নিকটে যে সকল মাঝি মাল্লা ছিল, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য দশ খানা জাহাজ

প্রেরণ করেন। গ্রীকদিগকে সতর্ক দেখিয়া পারসীকরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীকদিগের অধিকতর দ্রুতগামী জাহাজ, পারসীকদের একখানি মন্থরগামী জাহাজ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করে।

অলিকসন্দর দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত নগর অবরোধে প্রবৃত্ত হইলে, মালিটসের অধিবাসীরা তাঁহাদের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অধিবাসীকে নগর সমর্পণের প্রস্তাব করিবার জন্য অলিকসন্দরের নিকট প্রেরণ করেন। অলিকসন্দর তাঁহাকে অবিলম্বে ফিরিয়া যাইতে কহিয়া কহিলেন যে, তিনি কল্য প্রাতঃকালে নগর আক্রমণ করিবেন, নগরবাসী যেন যথাশক্তি অনুসারে নগর রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরদিবস প্রাতঃকালে প্রাচীর-ধ্বংসী যন্ত্র সকল দুর্গ প্রাচীরের সমীপে নীত হইয়া, তাহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। অলিকসন্দরকে নগর আক্রমণ করিতে দেখিয়া, জলপথে পারসীক জাহাজ যাহাতে নাগরিকগণকে সাহায্য করিতে সমর্থ না হয়, সে জন্য গ্রীক রণতরী সকল জল-পথ অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জলে ও স্থলে উভয়দিক হইতে অবরুদ্ধ হইয়া নাগরিকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা যথেষ্ট যুদ্ধ করিয়াও কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। পারসীকপক্ষীয় গ্রীক সৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ পর হইল। তাহাদের অধিকাংশই মাসিনদের হস্তে নিহত হইল, অবশিষ্ট কোনরূপে সাঁতার কাটিয়া প্রাণ লইয়া নিকটবর্ত্তী দ্বীপে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অলিকসন্দর প্রাচীরের ভঙ্গ স্থান দিয়া গমন করিয়া নগর অধিকার করিলেন। যেসকল সৈন্য পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে অনুসরণ করিলে,

তাহারা প্রাণপণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলিকসন্দর তাহাদের স্বামিভক্তি ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভয়দান করেন। তাহারা অলিকসন্দরের অনুরোধে তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া, মিত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে গ্রেণিকসে যে অপরাধে গ্রীক সৈন্য শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অপরাধে তাহারা কৃপালাভ করিল। অলিকসন্দর নগরবাসীকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এখানে অবস্থান কালে অলিসন্দর তাঁহার রণতরী দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হইবে না বিবেচনা করিয়া সে সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলেন। এ সময় তাঁহার অর্থাভাবও হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত শক্তিশালী পারসীকগণকে তাঁহার এই ক্ষুদ্র নৌশক্তিদ্বারা কখনই পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না, আর তিনি যখন নিজে যুগপৎ জলে ও স্থলে থাকিতে সমর্থ হইবে না, তখন তাঁহার এ ক্ষুদ্র বহর না রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। যদি আহার্য্য বা লোক সংগ্রহ বিষয়ে বাধাপ্রদান করা যাইতে পারে, তাহা হইলে নৌশক্তি না থাকিলেও স্থল পথে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করা যায়। লুটপাট করিয়া বোম্বেটেরা দুই চারি দিনের জন্য খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু স্থলপথে যে শক্তি বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাকে উৎপাটন করা কেবলমাত্র নৌশক্তির সাধ্যের অতীত, এই সকল ভাবিয়া বোধ হয় বালকবীর স্থলপথে নিজের শক্তি সংস্থাপনে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

গ্রেণিকসের পরাজয় ও সেনানীগণের নিধনবার্ত্তা, দারার কাছে নীত হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর মেমনকে প্রধান

সেনানী পদে নিযুক্ত করেন। যেমন, হেলিকারনেসস বা বর্ত্তমান দেবরুম নামক স্থানের দুর্গাদি সকল সংস্কার করিয়া আশু যুদ্ধের জন্য গ্রীক ও পারসীক সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতে ছিলেন। এ সংবাদ অলিকন্দরের কাছে নীত হইলে তিনি আমিষ লুব্ধ শ্যেনের ন্যায় শীঘ্র গতিতে তাহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

হেলিকারনেসস, কেরিয়া প্রদেশের রাজধানী। ইহা প্রাচীন ঐতিহাসিক হিরোডোটস এবং ডিওনিসিসের জন্মভূমি বলিয়া বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। এ স্থানের দুর্গ সুদৃঢ়, ও সমুদ্রতটে অবস্থিত। স্থলের দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা থাকায় ইহা বিপক্ষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম, ইহার উপর নানাদেশীয় গ্রীকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে ইহাকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছিল। অলিকসন্দর ইহার ৫ ষ্টেড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া নগর অবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অলিক-সন্দর সর্ব্বপ্রথমে দুর্গের পরিখা মৃত্তিকাদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর কাষ্ঠময় মঞ্চ সকল প্রাচীরের নিকট লইয়া গিয়া তাহার উপর হইতে দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দারার পক্ষীয় বীরেরা ও সময় সময়, নগর হইতে বহির্গত হইয়া দানব বিক্রমে অলিকসন্দরের সৈন্য মন্থন করিতে লাগিল। এই সকল শত্রুসেনানীর মধ্যে অলিকসন্দরের একজন স্বদেশ বাসীও কতিপয় এথেন্সবাসী বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া যমলোকের অতিথি হইয়াছিলেন। অলিকসন্দরকে এ নগর অবরোধকালে বড় কম বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি যে সকল কাষ্ঠমঞ্চ, দুর্গ আমক্রণ, ও প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য পাঠাইতে লাগিলেন, দুর্গবাসীরা উপর

হইতে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ এবং তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া ভূমি-স্যাৎ করিতে লাগিল। উপর হইতে এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইলে ও অলিকসন্দর ও তাঁহার সৈন্যগণের অধ্যবসায় ও পরাক্রমের কাছে, পারসীকদের সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়া গেল। প্রবল আক্রমণে স্থানে স্থানে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল। পারসীকেরা বিপুল উদ্যমে ভঙ্গ সংস্কার করিলেও তাহারা মেসিডুনিয়ানদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। ডিওডোরস বলেন, পারসীক সেনানীগণ যখন দেখিলেন নগররক্ষা অসম্ভব তখন একদিন প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার সকল উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য মিলিত হইয়া অলিকসন্দরের কাষ্ঠমঞ্চ সকল ধ্বংস করিবার জন্য বহির্গত হন। সম্মুখভাগে অবস্থিত অলিকসন্দারের অনভিজ্ঞ যুবক সৈন্য সকল ইহাদের ঘোরতর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কিন্তু ফিলিপের অভিজ্ঞসৈন্য সকল আক্রমণ করিলে,পারসীকদের এথিনিয়ন নেতা এথিলেট নিহত এবং তাঁহার অনুচরগণ দুর্গ-মধ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। দুর্গের এরূপ শোচনীয় অবস্থায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মেমন প্রমুখ পারসীক সেনানীগণ একত্র হইয়া স্থির করিলেন যে, শত্রু আক্রমণ রোধ করিবার জন্য যে সকল কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে এবং অস্ত্রাগারে এক্ষণে অগ্নি প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এ সকল উপকরণ শত্রু হস্তে পতিত হইলে তাহারা অধিকতর শক্তিশালী হইবে, এবং শত্রুরাই ঐ সকল প্রহরণ প্রহারে তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে বিবেচনা করিয়া নিশীথ রাত্রে তাঁহারা ইহাতে অগ্নি প্রদান করেন। অগ্নিযোগে অন্যান্য গৃহও ভস্ম হইয়া গেল। মেমন প্রমুখ সেনানীগণ নৌকাযোগে পলায়ন করিয়া

আত্মরক্ষা করেন। দারার দুরদৃষ্ট বশতঃ কিছুদিন পরে যেমন যখন পারসীক রণতরী লইয়া মেসিদোনিয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সে সময় তিনি রুগ্ন হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন।

প্রাতঃকালে ফিলিপ পুত্র নগর অধিকার করিয়া, নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অধিকার করিবার জন্য সেনানীগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করেন। তিনি স্বয়ং ফেরিজিয়া নগর আক্রমণ করিয়া তাহা ভূমিস্যাৎ করিয়া ফেলেন। অলিকসন্দার, কেরিয়া প্রদেশের সিংহাসনে, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ আদা নাম্নী রাজকন্যাকে অভিষিক্ত করেন। এরূপ কথিত হয় আদা অলিমফিয়া পুত্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আদা, স্নেহবশতঃ নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য অলিকসন্দরে কাছে প্রেরণ করিতেন। অলিকসন্দর যখন এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, সে সময় আদা স্বীয় সুদশাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মনিপুণপাচক সকল অলিকসন্দরের কাছে প্রেরণ করেন। অলিকসন্দর তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, তাঁহার বাল্য শিক্ষক লিওনেটস, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট পাচক প্রদান করিয়াছেন—প্রাতঃকালে যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রমণ করার অভ্যাস থাকায় তাঁহার মধ্যাহ্নভোজ্য সুস্বাদু হইয়া থাকে, রাত্রিকালে লঘুপাক ভোজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাছে অলিমফিয়া, শয্যা ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশী বস্ত্রাদি প্রদান করেন,এজন্য লিওনিটস সে দিকেও তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রদান করিতেন। এ জন্য শয়নভোজনের জন্য তাঁহার আড়ম্বরের দরকার হয় না। অলিকসন্দার যে পর্য্যন্ত এইরূপ সংযমী ছিলেন সে পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বত্র

জয়যুক্ত হইয়াছিলেন—কালে তাঁহার অসংযমের বৃদ্ধির সহিত তাঁহার অধঃপতনের দ্বারও অনর্গল হইয়াছিল।

দেখিতে ২ গ্রীষ্মকাল অতীত হইতে চলিল, শীত সমাগমনের সময় উপস্থিত হইল। যে সকল সেনা ও সেনানী এই অভিযানের পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়াছে, অলিকসন্দর তাহাদিগকে গৃহে গমনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা যথেষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সৈনিকগণের স্বদেশে প্রত্যাগমনে, দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র গ্রামের ভিতরেও অলিকসন্দরের বিজয়বার্ত্তা প্রচারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। গৃহে অবস্থিত জনগণ রণস্থল হইতে সমাগত বীরবৃন্দের নিকট বিজয়লব্ধ দ্রব্য সকল দেখিয়া, তাহাদের পৌরুষ-জনক বৃত্তি সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইল। সকলেই অলিকসন্দরের সহিত মিলিত হইয়া সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভের জন্য উৎসুক হইল। সে সময় গৃহে অবস্থান করা যেন কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া সাধারণে বিবেচিত হইতে লাগিল। এ সময়ের অলিকসন্দর চরিত্র বাস্তবিকই রমণীয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ সময় অলিকসন্দরে ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আহার বিহারে তিনি পরিমিতাচারী ছিলেন। সেই জন্য কি তাঁহার কার্য্য সকল সকলের সুখপ্রদ হইয়াছিল? সেই জন্য কি তাঁহার হৃদয় সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে উন্নতভাব ধারণ করিয়াছিল? অথবা রাজনীতিকগণ যে রূপ ভাবকার্য্য সাধনের জন্য কমনীয়-রূপ ধারণ করিয়া সাধারণকে প্রতারণা থাকে, সেইরূপ কি অলিক-সন্দরের, এসিয়া মাইনরের নাগরিকগণের প্রতি সদয়ব্যবহার, রাজ্ঞী আদার সহিত সামাজিক সম্বন্ধ, প্রভৃতি শিষ্টাচার সকল

রাজনীতিক চাল কি না এ বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ হইয়া থাকেন।

দারুণ শীত ও অলিকসন্দরের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে বিদ্যুৎগতিতে গমন করিয়া নগর সকল আক্রমণ করিতে লাগিলেন। সাধনা দ্বারা মানুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অলিকসন্দর এই সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নামের প্রতাপে নাগরিকগণ নগর সমর্পণ করিতে লাগিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার চরণপ্রান্তে ভূপতিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রায় ৩০।৪০টা নগর তিনি করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল নগরের মধ্যে সমুদ্র তটে অবস্থিত নগরের সংখ্যাই বেশী। এই সকল অধীন হওয়াতে পারসীকদের নৌশক্তি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া ছিল। যে সকল রাজদূত তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আগমন করিয়াছিল অলিকসন্দর তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। যে সকল রাজন্যবর্গ রত্নোজ্জ্বল কিরীট পাঠাইয়া তাঁহার মস্তক শোভিত করিয়াছিল, বলা বাহুল্য তাঁহাদের কুললক্ষ্মী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অলিকসন্দরেরই অঙ্কগতা হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দর যে সময় সমুদ্র তটে ফেসিলিসে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহার বিরুদ্ধে অলিকসন্দর নামা তাঁহার একজন সেনানী পারস্যরাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। এই লোকটা তাঁহার পিতৃহত্যা করিয়া সর্ব্বপ্রথম অলিকসন্দরকে রাজা বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল বলিয়া, সে বিশেষরূপে সৎকৃত হইয়াছিল। এ ব্যক্তি সৎকৃত ও প্রধান পদে নিযুক্ত হওয়াতে

অনেকে মনে করেন অলিকসন্দরের ইঙ্গিতেই ফিলিপহত্যা সাধিত হইয়াছিল। পারস্যপতি দারার সহিত ইহার পত্র ব্যবহার হইয়াছিল। পারস্যপতি ইহার কাছে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে অলিকসন্দরকে কোনরূপে হত্যা করিতে পারিলে, তিনি তাহাকে মেসিডোনিয়ার রাজা করিয়া দিবেন, আর এক হাজার স্বর্ণ টেলেণ্ট অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। যে লোকটা এই প্রস্তাব লইয়া আলিক-সন্দরের সেনানীর কাছে গমন করিতেছিল, সে সন্দেহ ক্রমে পারমিনিও কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অলিকসন্দরের কাছে নীত হইয়া ছিল। অলিকসন্দর, সংবাদ বাহকের পরিণামের কথা অবগত হইয়া পাছে বিদ্রোহ বা সৈন্যগণ সহ পারসীক পক্ষে অবলম্বন করে, এই আশঙ্কায় তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে সেই দেশবাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া গোপন-ভাবে পারমিনিওর কাছে প্রেরণ করেন। প্রেরিত লোক, পাছে কোনরূপে শত্রু হস্তে পতিত হয়, এই ভয়ে আলিকসন্দর, কোনরূপ লিখিত পত্র প্রদান না করিয়া তাহাকে সুযোগ ক্রমে বন্দী করিতে মৌখিক উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন। যথা সময়ে অলিকসন্দর বন্দী হইয়া ছিল এবং পরে পারমিনিওর পুত্র ফিলোটের হত্যার পর ইহার ও হত্যা সাধিত হয়।

অলিকসন্দর, ফেসিলিস হইতে পারগা নামকস্থানে সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ ও সমুদ্রের তট ভূমি দিয়া যে অতি বিপদজনক রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া গমন করেন। এ রাস্তা দিয়া যাইলে অতি অল্প সময়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া যায়। অধিকাংশ সময়

এ পথ সমুদ্রজলে নিমগ্ন থাকায়, কেহ বড় এপথ দিয়া যাইতে সাহসী হয় না। সৌভাগ্য ক্রমে অলিকসন্দর সৈন্যসহ ঐপথ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য সে কালের অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অলিক-সন্দরের গমনের সহিত দেশ ও নগর সকল তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইতে লাগিল। যাহরা তাঁহার বিপক্ষতা আচরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহাদিগকে তিনি অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্য্যয় করিতে লাগিলেন। অলিকসন্দর সে সময় কখন ভূমধ্য সাগরের তট ভূমে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য মন্থন করিতেছিলেন, কখন বা কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উপস্থিত হইয়া সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতে ছিলেন। অলিকসন্দর কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্ত্তী গরডিয়ামে অবস্থানকালে যে সকল বিবাহিত সৈন্য দেশে গমন করিরাছিল, তাহারা তাঁহার সহিত এই স্থানে মিলিত হয়। এই সকল সৈন্যের সহিত তিন হাজার মাসিদন পদাতিক এবং প্রায় ছয় শত অশ্বারোহী আগমন করিয়াছিল। এস্থানে অবস্থান কালে তিনি গর্ডনগ্রন্থী ছিন্ন করিয়া এসিয়ার ভাবী অধিশ্বর বলিয়া সকলের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সে প্রদেশের জন সাধারণের এরূপ ধারণা ছিল, যে কেহ এই গ্রন্থি খুলিতে সক্ষম হইবেন, তিনি এসিয়ার অধিশ্বর হইতে সমর্থ হইবেন। অলিকসন্দর এই গ্রন্থি কোনরূপে খুলিতে সমর্থ না হইলে অবশেষে পার্শ্বস্থিত খড়গদ্বারা তাহা ছিন্ন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিরাছিলেন।

অলিকসন্দর যে সময় গর্ডিয়মে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় এথিনিয় দূত তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া যে সকল

এথেন্সবাসী গ্রাণিকস যুদ্ধে বন্দী হইয়া মেসিদোনিয়ায় শৃঙ্খলিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদের মুক্তির প্রার্থনা করেন। পাছে তাহারা পুনরায় পারসীকদের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এই আশঙ্কা করিয়া তিনি দূতকে সময়ান্তরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। কুরতিয়স্ বলেন, অলিকসন্দর মিশ্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে সিরিয়াতে এথেনিয়ন দূত পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এসময় দূতের অনুরোধে বন্দীগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

দেখিতে দেখিতে আবার বসন্তের আবির্ভাব হইল। অলিকসন্দরের অভিযানের প্রথম এবং জীবনের একুশ বৎসর অতীত হইল। বাইস বৎসরের একটা ছেলে এসিয়াখণ্ডে যেরূপ নরহত্যার স্রোত প্রবাহিত, কত শত সহস্র, তাহার মত লোককে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল, সেরূপ আর কেহ করিতে পারে নাই। পারমিনিও প্রভৃতি সেনানী ও সৈন্যগণ সহ অলিকসন্দর আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। গরডিয়ম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন কালে পথিমধ্যে প্যাফলাগোনিয়া প্রদেশের দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। এপ্রদেশ প্রচুর শক্তিশালী হইলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় লক্ষ অশ্বারোহী লইয়া যাইতে

সমর্থ হইলেও, তাহারা আলিকসন্দরের ভয়প্রদ নামের প্রভাবে সম্মোহিত হইয়া পড়িল। একবার সম্মোহিত হইলে, একবার পেশল হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিলে, সুদৃঢ় হস্ত পদাদি ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন মানুষ নিজের শক্তি সামর্থের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া থাকে। বিনা অস্ত্র প্রয়োগে, এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়া,অলিকসন্দর প্যাফলাগোনিয়াপ্রদেশ হস্তগত করিলেন। তিনি এ প্রদেশের শাসন ভার নিজের লোকের হস্তে অর্পণ করিয়া, ক্যাপাডোসিয়া অভিমুখে গমন করেন। এখানেও ভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এপ্রদেশও বিনা আয়াশে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্যাপাডোসিয়া হইতে সিলিসিয়াতে যাইতে হইলে টরস পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রমণ করিয়া গমন করিতে হয়। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৩ হাজার ৬ শত ফিট উচ্চ, এরূপ স্থল সুরক্ষিত হইলে অল্প লোকের সাহায্যে বহু সংখ্যক সৈন্যের গতি রোধ করিতে পারা যায়। পারসীকেরা, অলিকসন্দরের গতি রোধ করিবার জন্য এই সঙ্কট বর্ত্ম সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। কোন কঠিন কার্য্য উপস্থিত হইলে অলিকসন্দর, কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। নিকটে পারমিনিওর ন্যায় অভিজ্ঞ সেনানী থাকিলে ও তিনি তাঁহার উপর একার্য্যের ভার প্রদান না করিয়া নিজেই সামান্য সৈনিকের ন্যায় সকলের অগ্রগামী হইয়া সকলকে পরিচালনা করিয়া বিপদ সমুদ্রে অবগাহন করিলেন। এরূপ করিতেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বত্র বিজয়শ্রীলাভ করিতেন। ইহাই তাঁহার সফলতা লাভের একতম গোপনীয় রহস্য। বিপদের সম্মুখীন হইতে অভ্যস্ত না হইলে দেবতারা সুপ্রসন্ন হন না।

যাহার নামের প্রতাপে শত্রুকুল অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে, সঙ্কটবর্ত্মের প্রহরী সকল, তাঁহাকে স্বয়ং আগমন করিতে দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহারা নিজেদের প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। অলিকসন্দর বিনা বাধায় এই দুর্গমস্থল অধিকার করিয়া সৈন্যগণসহ সিলিসিয়াতে অবতরণ করিলেন। দারার কর্ম্মচারী এসময় বিপক্ষের আক্রমণ হইতে তারসুস নগর রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, সঙ্কটপথ অলিকসন্দর হস্তগত করিয়াছেন, তখন যাহাতে নগরের ধন ধান্য, শত্রুর হস্তে পতিত না হয়, সে জন্য তিনি স্বয়ং ইহা লুণ্ঠন করিতে সঙ্কল্প করেন। চরমুখে একথা অলিকসন্দরের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি বিদ্যুৎগতিতে পারসীক কর্ম্মচারীর সঙ্কল্পকার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, নগরের উপর বজ্রের ন্যায় আপতিত হইলেন। অলিকসন্দরের আগমন সংবাদ শুনিয়াই পারসীককর্ম্মচারী প্রাণভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর বায়ুবেগে আগমন করায় অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্যের উত্তাপে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। তিনি কিঞ্চিৎমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নগর মধ্যবাহিনী নদীর শীতল ও স্বচ্ছজলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফল ফলিল, প্রবল জ্বর আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল।

ইহার সহিত অনিদ্রা, অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া ইহাকে অধিকতর প্রবল করিয়া তুলিল। চিকিৎসক ও সঙ্গীগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন।

রাজবৈদ্য ফিলিপ,রাজার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, কোষ্ঠপরিষ্কার করাইতে পারিলে জ্বরও ইহার সহিত উপসর্গ সকল কমিয়া যাইবে। অলিকসন্দর, তাঁহাকে ঔষধ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই সময় পারমিনিও একখানি পত্র অলিকসন্দরের হস্তে প্রদান করেন। তাহাতে লিখিত হইয়া ছিল যে "ফিলিপ, পারস্যপতির উৎকোচে বশীভূত হইয়া ঔষধের সহিত বিষ প্রদান করিয়া প্রাণনাশ করিবে"। অলিকসন্দর পত্রপাঠ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ফিলিপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আনিলে তিনি তাঁহাকে পত্রখানি পাঠ করিতে দিয়া স্বয়ং অবিকৃত বদনে ধীরে ধীরে ঔষধ পান করিতে লাগিলেন। পত্রপাঠকালে ফিলিপের মুখে কোনরূপ ভীতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। ফিলিপ যে নির্দোষ ইহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে অলিকসন্দর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। এ সময়ের অলিকসন্দর চরিত্র অতীব বিস্ময়জনক, তিনি বোধ হয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে স্বদেশবাসীর কল্যাণ-কল্পে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই স্বদেশবাসী যদি নিজের দুইদিনের নারকীয় উন্নতির জন্য, বিপক্ষ প্রদত্ত অর্থে মোহিত হইয়া তাঁহার হত্যা চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় মৃত্যুই আলিঙ্গনের বিষয়। সেইজন্য কি তিনি নির্ভয়চিত্তে ঔষধ পান করিয়াছিলেন? সে যাহাহউক এ সময় অলিকসন্দর, তাঁহার পক্ষের লোকের উপর অটল বিশ্বাস অনন্য সাধারণ, কিছুদিন পরে এই চরিত্র কিরূপ কলুষিত ঘৃণিত ও নীচত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও দেখাবার বিষয়। নয়বৎসর পরে হিপাস্তিয়ন, জ্বরে, পঞ্চত্ব লাভ

করিলে তাঁহার চিকিৎসককে অলিকসন্দর নির্দ্দয়রূপ নিহত করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করেন !

অনতিকাল মধ্যে, অলিকসন্দর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি পার্মিনিওকে প্রধান ২ গিরিপথ সকল পারসীক-দের অধিকার করিবার পুর্ব্বে অধিকার করিতে প্ররণ করিলেন। অলিকসন্দর স্বয়ং দুর্ব্বল হইলে ও তারসুস পরিত্যাগ করিয়া আঞ্চিএলম নগর অধিকার করিয়া, সোলী নগর হস্তগত করেন। এ স্থানের নাগরিকরা পারসীকদের প্রতি আনুগত্য দেখাইত, এই অপরাধে তাহাদিগকে দুইশত রৌপ ট্যালাণ্ট অর্থাৎ আমা-দের বর্ত্তমান মুদ্রায় ৭লক্ষ ২৬হাজার টাকা দণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছিল। যে সকল সিলিসিয়াবাসী পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া অলিকসন্দরের প্রতিপক্ষতা করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এস্থান হইতে যাত্রা করেন। সপ্তাহকালের মধ্যে তিনি শত্রুগণকে পরাজিত এবং রাজব্যবহারে তাহাদিগকে তাঁহার অনুগত করিয়া সোলী নগরে প্রত্যাগমন করেন। এস্থানে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার সেনাপতিগণের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সবিশেষ উৎফুল্ল হন। তাঁহার উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ, এবং সেনানীগণের বিজয় লাভের জন্য তিনি এই নগরে কএকদিন উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে নৃত্যগীত ও নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। এ দেশের অধি-বাসীরা অলিকসন্দরের কৃপায় স্বরাজ্য শাসনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। এ স্থান হইতে তিনি ম্যালুস নগরে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষগণকে দণ্ড এবং স্বপক্ষীয়দিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর যে সময় বিষম জ্বরে অভিভূত হইয়া শয্যা-শায়ী হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার অসুখের কথা দারার কাছে নীত হইয়াছিল। দারা প্রচুর সৈন্য সঙ্গে লইয়া অলিক-সন্দরকে আক্রমণ করিবার জন্য শীঘ্রগতিতে আগমন করেন। তিনি ইউফেট্রীস নদীতে নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া বিপুল সেনাসহ উত্তীর্ণ হন। নদী পার হইতে এই বিশাল সেনার পাঁচদিন সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। প্লুতার্কও এরিয়ান বলেন, দারার সহিত ৬লক্ষ যোদ্ধা আগমন করিয়াছিল, অপর পক্ষে ডিওডোরস্ ও জষ্টিন বলেন যে ৪ লক্ষ পদাতিক এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য অলিকসন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়া-ছিল। এই বিপুল লোকসমষ্ঠির আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্যও বড় কম সংখ্যক অশ্বাদি পশুর প্রয়োজন হয় নাই। কেবল মাত্র পারস্য সম্রাটের ধনরত্ন বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ৬শত অশ্বতর এবং তিন শত উষ্ট্র নিযুক্ত হইয়াছিল। পারস্যপতি এই বিপুল বাহিনী লইয়া মসপটমিয়ার সমতলক্ষেত্রে অলিকসন্দ-রের সহিত বাহুবলের পরীক্ষা করিতে প্রথমতঃ মনন করিয়া-ছিলেন। মানুষের যখন বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন সে ছোটকে বড় এবং বড়কে ছোট বিবেচনা করিয়া প্রতারিত হয়। পারস্যপতি বিবেচনা করিলেন, অলিকসন্দর তাঁহার বহুল সৈন্যসহ আগমন কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার ভয় ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহার প্রতিকূলে যে কেহ পরামর্শ প্রদান করিলেন তাহা দারা-রুচিকর হইল না।

সিলিসিয়াতে গমন করিতে হইলে দুইটি গিরিপথ অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম সমুদ্রকূলবর্ত্তী সিরিয়া ঘাটি, ইহা দক্ষিণদিকে, উত্তর দিকে এমি.নিক ঘাটি, ইউফেট্রীস নদীর তটবর্ত্তী ভূভাগ হইতে আগমন করিতে হইলে এই ঘাটি অতিক্রম করিতে হয়। দারা এমিনিক ঘাটি অতিক্রমণ করিয়া পর্ব্বত ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ ভুভাগে অবতরণ করেন। দারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার এই বিপুলবাহিনী দ্বারা অলিকসন্দরের সৈন্য বেষ্টন করিয়া বন্দী করিয়া লইবেন। একটি সামান্য ঘটনা তাঁহার এই কল্পনাকে অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। অলিকসন্দর ইতিপূর্ব্বে ইসস অধিকার করিয়া কতকগুলি রুগ্ন সৈনিক এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যান, দারা তাহাদিগকে অনায়াসে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়া নিজেকে অলিকসন্দর বিজয়ী বিবেচনা করিতে লাগিলেন। দারা যখন এইরূপ কাল্পনিক সুখে অভি-ভূত ছিলেন, সে সময় অলিকসন্দর দারাকে আক্রমণ করিবার জন্য, জল-ঝড়ের বাধা না মানিয়া সিরিয়াঘাটি অতিক্রমণ করিতে-ছিলেন। হটাৎ সৈন্যসহ দারার পশ্চাতে আগমন সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, অলিকসন্দর তাঁহার কতিপয় সহচর সৈন্যকে নৌকা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা দূর হইতে দারার বিপুল সৈন্য দেখিয়া প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত সংবাদ প্রদান করিল। ইতিমধ্যে দারার হস্তে নিগৃহীত সৈনিকগণও অলিকসন্দরের কাছে আগমন করিয়া দারার উৎপীড়িন কথা নিবেদন কলিল।

দারার নিকটে আগমন কথা নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া, অলিকসন্দর তাঁহার পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি-

গণ, এবং বন্ধুভাবে সমাগত গ্রীকদলপতিগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনারা ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক যথেষ্ট বিপজ্জনক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, সেইসকল অতীত কার্য্য স্মরণ করিয়া আপনারা এক্ষণেবর্ত্তমান বিপদ উত্তীর্ণহইবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। এক্ষণে আপনাদিগকে, আপনাদিগের সেই পরাজিত শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে। বিধাতা যেন আমাদিগের সাহায্যের জন্য দারাকে বিস্তৃত ভূমি হইতে সংকীর্ণ স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে আক্রমণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূলতা সাধিত হইবে, অথচ দারার অগণিত সৈন্যসকল স্থানের সংকীর্ণতার জন্য যুদ্ধকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। শত্রুসৈন্য বাহুবলে বা ধৈর্য্যে তাঁহাদের সমকক্ষ কোনরূপেই হইতে পারে না—পারসীক এবং তাহাদের সাহায্যকারী অন্যান্য সৈনিকগণ ব্যসনের দাস উদ্যমবিহীন; অপর পক্ষে মাসিদনের বীরগণ,বহুদিনহইতে শ্রমজনক ও বিপদপূর্ণ কার্য্যে অভ্যস্ত এবং স্বাধীন, এই সকল মুক্তপুরুষের সহিত যুদ্ধকালে পারসীক দাসগণ কখন অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। আর এক কথা, যে সকল গ্রীকগণ শত্রুসহ মিলিত হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য আর আমাদের উদ্দেশ্য দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা অকিঞ্চিৎকর বেতন লোভে মুগ্ধ হইয়াছে, সে বেতনও যথেষ্ট নহে। আর আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের চিরশত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য অসিকোষ মুক্ত করিয়াছি—স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য চিরস্থায়ীকীর্ত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য এই নশ্বর শরীরকে উৎসর্গ করিয়াছি। আমাদের সহিত ইয়ুরোপের

সর্ব্বপ্রধান বলিষ্ঠ ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি সকল অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগের সহিত এসিয়ার দুর্ব্বল, চিরকারী, যুদ্ধবিমুখ জাতির যুদ্ধের পরিণাম যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত দারা স্বয়ং যখন আমাদের বিরুদ্ধে সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে, তখন ইহাতেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। আর এক কথা আমরা যত বেশী বিপদের সম্মুখীন হইব, আমাদের পুরস্কারের পরিমাণ ও ততই বাড়িয়া যাইবে। এখন আমাদিগকে দারার প্রতিনিধি সেনানীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না—অথবা গ্রেনী —কসের অশ্বারোহী কিম্বা বিশ হাজার ভাড়াটে গ্রীক সেনার সম্মুখীন হইতে হইবেনা। এখন আমাদিগকে দারা পরিচালিত সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের নানা জাতীয় সৈন্যের বাহুবল পরীক্ষা করিতে হইবে—এই পরীক্ষার অবসানে আর আমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না। কেবলমাত্র সমগ্র এসিয়ার অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে। আর আমাদের বহুদিনের সহচর ক্লেশকে বিদায় দিতে হইবে।” এই সকল কহিয়া অলিকসন্দর সমষ্টিগত সেনানীগণের অধ্যবসায়, যুদ্ধে অবিমুখতা, ধৈর্য্য, বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিলেন। তার পর যে সকল বীরবৃন্দ যুদ্ধকালে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই সকল বীরের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের রণপাণ্ডিত্য অতিমানুষ অবদান পরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে সমুত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর তিনি যেনেফন ও দশ হাজার গ্রীকের 'কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া বলিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় ও বীরত্বে আমাদের সৈন্যের কোন-

রূপ সমকক্ষ না হইলে, ও তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের ন্যায় বিওসিয়ান, ফিলোপনিসিয়ান, থ্রেসিয়ান অশ্বারোহী না থাকিলেও তাহারা পারসীকগণকে পরাস্ত করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল।" ইত্যাদি এবং অন্যান্য তৎকালোচিৎ বাক্যে অলিকসন্দর সেনানীগণকে সমুৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গ অলিকন্দরের কথায় যুদ্ধের জন্য এরূপ অধীর হইয়াছিল, যে ক্ষণবিলম্বও তাহাদিগেরপক্ষে ক্লেশ জনক হইয়াছিল। আলেকজন্দর সেনা ও সেনানীগণকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। ঘাটির অবস্থা অবগত হইবার জন্য, তিনি কতকগুলি অশ্বারোহী ও ধনুর্ধারীকে তদভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করিয়া নিশীথ রাত্রে পুনরায় ঘাটি অধিকার করেন। যাহাতে শত্রু অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত প্রহরীগণকে যথা স্থানে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন।

অলিকসন্দর সেনানীগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য, মুখে যাই বলুন না কেন, তিনি বিপদের গুরুত্ব যথাযথ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয় লাভে অসমর্থ হইলেও তাঁহার এ পরাজয় ও শ্লাঘনীয় বোধে চিরদিন স্মরণীয় হইত, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অলিকসন্দর জয় ও পরাজয় উভয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া, পর্ব্বতের শিখরদেশে মশালের আলোক সাহায্যে অধিরোহণ করিয়া জয়লাভের জন্য ভগবানের উদ্দেশে উপাসনা করেন। সৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জাতেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গমন করিতে আদিষ্ট হইল।

সুর্য্যোদয়ের সহিত আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান সেনানীগণ অধিকার করিল। এস্থান হইতে দারা প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, অগ্রে অবস্থিত সৈনিক মুখে, একথা অবগত হইয়া অলিকসন্দর সৈন্যগণকে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া যুদ্ধের জন্য ব্যুহহরচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দারা, কৃষকদিগের মুখে, অলিকসন্দর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, একথা শুনিয়া কোনরূপে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন না।—যাহারতিনি পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন,—যে তাঁহার বিপুলবাহিনীর ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে, একথা তাঁহার মনে প্রথমে কোনরূপ স্থানলাভ করিল না। সৈন্য সকল যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাতে তাহাদিগের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়, পারসীকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। দারা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, পাহাড় অধিকার করিয়া এক দল শত্রুর সম্মুখ, অপর দল পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিবে। অপর এক ভাগ তাঁহার বামভাগে সমুদ্রের তটে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। আর বিশ হাজার তীরন্দাজ উভয় সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী পিনারস নামক নদী অতিক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অনুজ্ঞাত হইল। দারার দুরদৃষ্ট ক্রমে তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য হইল না। কোন বিভাগ ভীরুতা বশত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে বিলম্ব করিল। আর যাহারা কার্য্য করিল, তাহারা পূর্ণ হৃদয়ে

না করায়, সমস্ত সৈন্য মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যেখানে শৃঙ্খলা, যেখানে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অনুরাগ, যেখানে বীরগণ অকাতরে শোণিতধারা প্রবাহিত করিয়া স্বদেশের গৌরব অর্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর, সেখানে অভিনেতা পুরুষগণের সংখ্যা অতি অল্প পরিমাণে হইলেও বিজয়শ্রী তাঁহাদিগকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

অলিকসন্দর, তাঁহার অভেদ্য বাহিনীকে সম্মুখভাগে স্থাপন করিয়া পারমিনিও পুত্র নিকানরকে দক্ষিণ ভাগে রক্ষা করিলেন, তাঁহার নিকট পর্য্যায়ক্রমে কেইনস্, পার্দ্দিকা, মিলেগার, তুরমর, আমিন্তাস প্রভৃতি বীরগণ স্বীয় স্বীয় বাহিনী লইয়া শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিবার জন্য অবস্থান করিলেন। বামভাগে সমুদ্রের দিকে ক্রিতিরস ও পার্মিনিও নামক অভিজ্ঞ সেনানী দ্বয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

উভয় সেনা পরস্পরের নিক্ষিপ্ত তীরের বহির্দেশে অবস্থান করিলেও পরস্পরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইল। পারসীকদিগের অগ্রবর্ত্তী সৈনিকগণ শত্রুগণকে দেখিয়া, পরস্পর বিষম স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। গ্রীকগণ এক স্বরে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল—বোধ হইল যেন অসংখ্য সৈন্য কণ্ঠ হইতে সেই স্বর নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা পর্ব্বতে ও বনে প্রতিধ্বনিত হইয়া সে প্রদেশকে অত্যন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল। শত্রুগণ এই স্বর শ্রবণ করিয়া, সম্মোহিত হইয়া মনে করিল ইহারা সংখ্যাতেও বড় কম নহে। অলিকসন্দর, সৈন্যগণকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাহারা পাছে যুদ্ধের পূর্ব্বেই এইরূপ চীৎকার করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এজন্য শব্দ করিতে নিষেধ করিয়াদিলেন। অলিক-

সন্দর, অশ্বারোহণ করিয়া নানাদেশীয় সমবেত গ্রীক সেনার অগ্রবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের প্রত্যেক জাতিকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত করিয়া ছিলেন। মাসিডুনিয়ানদিগকে, তাহাদিগেরপূর্ব্ব বীর্য্য স্মরণ করাইয়া বলিলেন "বীরত্বের ইতিহাসে তোমাদের দুর্জ্জয় সাহস সুপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ইয়ুরোপীয় বহু যুদ্ধে তোমরা বিজয়শ্রী অনেকবার লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা আমার সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবং সুদূর প্রাচ্যভূমি পদানত করিবার জন্য মিলিত হইয়াছে। ভীম পরাক্রম হার-কুলিস এবং প্রবলপ্রতাপ ব্যাকস্ যে প্রদেশে কখন গমন করিতে সমর্থ হন নাই, তোমরা সে দেশেও গমন করিয়া তাহা অধীনে আনয়ন করিয়া এক অভিনব সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবে। কেবলমাত্র পারসীকরাই এ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হইবে না, পরন্তু সকলজাতিই ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে। আমাদের পরাজিত দেশের মধ্যে ব্যাক্ট্রিয়া (বহ্লিক) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ পরিগণিত হইবে। এই যুদ্ধে বিজয়লাভের সহিততোমরা বহুবিধ অভাবনীয় বহুমূল্য দ্রব্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইব। ইলিরিয়ম বা থ্রেসের অনুর্ব্বর পার্ব্বতীয় ভূমি, তোমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ হইবে না। পরন্তু প্রাচ্যদেশের প্রচুর ধনরত্নরাজী পরিপূর্ণ ভাণ্ডার গৃহের দ্বার তোমাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। ইহার জন্য তোমাদিগকে যে বিশেষরূপে অস্ত্র চালনা করিতে হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। ঐ দেখ ইহার মধ্যেই শত্রুসৈন্য মধ্যে চাঞ্চল্য দেখাদিয়াছে, তাহারা যেন বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছে। ঢালের ধাক্কাতেই আমরা জয়শ্রীলাভ করিতে পারিব, বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। অলিকসন্দর, তাঁহার পিতার এথেন্স

বিজয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, তিনি নিজেদের থেবস্ ধ্বংস এবং অন্যান্য বিজয় লাভের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—গ্রেণিকসের যুদ্ধের কথা কহিয়া, বহু সংখ্যক এসিয়ার নগর তাহাদের বীরত্বে কিরূপে পদতলগত হইয়াছে, সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ম্যাসিডুনিয়ার যোদ্ধাগণকে যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। অলিকনন্দর, গ্রীক সৈনিকগণের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগের উদ্দেশে বলিলেন "ঐ দেখ বর্ব্বর দিগের সৈন্য সকল, আমাদিগের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে, ইহারা দারা ও জারাক্সেস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া গ্রীকবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল—ইহারা তোমাদের জল ও স্থল কলুষিত ও অপবিত্র করিয়াছিল—ইহারা তোমাদের প্রেয় প্রস্রবণ ও ভোজ্যদ্রব্য সকল বিধ্বংস করিয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। ইহারাই তোমাদের গ্রাম ও নগর সকল লুণ্ঠন, এবং দেবালয় সকল অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া বর্ব্বরতার এক শেষ প্রকাশ করিয়াছিল, ইত্যাদি কহিয়া অলিক-সন্দর, লুণ্ঠনাদি কার্য্যে সুনিপুণ ইলিরিয়া এবং থ্রেস দেশবাসীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের উদ্দেশে বলিলেন "শত্রুসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, উহারা কেমন বহুমূল্য বস্ত্রে ও অলঙ্কারে পরি-শোভিত হইয়াছে, ইহাদের শরীরে বর্ম্ম নাই—এই সকল স্ত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বহুমূল্য দ্রব্য সকল গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যম কর। তোমাদের তৃণশূন্য, শুষ্ক, শীতল, তুষার পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে, পারস্যের উপাদেয় ফল ফুল পরিপূর্ণ উর্ব্বর ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।"* অলিক-সন্দর যখন প্রত্যেক সেনানী ও সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধের

জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় পারসীক সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে এই বিপুল সেনাসমষ্টি পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পারসীকগণ সংকীর্ণ স্থানে বহুসংখ্যক অবস্থান করায় তাহাদের অস্ত্রচালনায় অত্যন্ত অসুবিধা উপস্থিত হইল—এরূপ অসুবিধা হইলেও তাহারা যুদ্ধ করিতে পরাংমুখ হয় নাই।

পারস্যপতির গ্রীক সৈন্যগণ, ভীম পরাক্রমে মাসিদুনিয়ান বাহিনী আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এ সময় বিজয়লক্ষ্মী দারার অঙ্কশায়িনী হইল বলিয়া বোধ হইল। এসময় যদি পারসীকগণ অপরদিকে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা-হইলে অলিকসন্দরের নাম গন্ধ চিরকালের জন্য সেইস্থানে অন্তর্হ্ত হইত। মাসুদুনিয়ানগণ, গ্রীকদিগের সহিত তাহা-দিগের পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া, ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ের ঘোরতর যুদ্ধে, সেলুকস পুত্র প্তলোমি প্রমুখ যোদ্ধাগণ প্রচণ্ডকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন। অলিকসন্দর, স্বহস্তে দারাকে নিধন করিবার জন্য, শত্রুসৈন্য-সমুদ্রে অবগাহন করেন।—দারাকে রক্ষা করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত পারসীক কর্ম্মচারীগণ অকাতরে শরীর বিসর্জ্জন করিয়া, প্রভু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। পারসীক সৈন্য ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা বিজয়শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে যখন পারসীক সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল, যখন রণস্থলে অবস্থান করিলে অলিকসন্দরের হস্তে দারার বন্দী বা নিহত হইবার সম্ভাবনা বিবেচিত হইল, তখন পারস্যপতি রণস্থলে আর

অবস্থান করা শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া, অশ্বারোহণ করিয়া কাপুরুষের ন্যায়, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, সম্মান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। এতদিনের পরিশ্রম, উদ্যম—আশা—সম্মান একদিনের কয়েক মুহূর্ত্তের কাপুরুষতায় ধূলায় মিলাইয়া গেল। অপর পক্ষে অলিকসন্দর, ধন, জন বলে বলীয়ান হইলেন, এবং তাঁহার উন্নত আশা অধিকতর উন্নত হইল।

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে, যে সকল গ্রীসবাসী প্রবল প্রতাপ এসিয়ার নামেই সম্মোহিত হইয়াছিল, তাহাদিগের সে মোহ দূর হইতে আরম্ভ হইল। হঠকারিতার জন্যই দারাকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি যদি তাঁহার নৌবল সাহায্যে, অথবা বিপুল বাহিনী দ্বারা অলিকসন্দরের সংবাদ আদান প্রদান এবং খাদ্যাদি প্রাপ্তি পক্ষে বাধা দিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শোচনীয় পরিণাম তত শীঘ্র কখনই হইত না। তিনি মসপটামিয়ার সমতলক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া,এবং অলিকসন্দরের কোনরূপ সংবাদ না রাখিয়া কেবলমাত্র নিজের তথা কথিত শ্রেষ্ঠতার উপর নির্ভর করিয়া এই দশা কে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইসসক্ষেত্রে যুদ্ধ বেশী না হইলেও, মনুষ্য হত্যা যথেষ্টরূপে হইয়াছিল। পারসীক পক্ষীয় প্রায় একলক্ষ পদাতিক এবং দশ হাজার অশ্বারোহী, এই ক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হয় দারাকে অনুসরণকালে একটী নদী শবদেহে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে. তাহা অতিক্রমণকালে তাহাদের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হইয়াছিল। ৪০।৫০

হাজার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রাণ প্রদান করিয়াও অভিষ্ট সাধনে কৃত-নিশ্চয় পুরুষের হস্তে যে, একলক্ষ পদাতিক এবং দশ হাজার অশ্বারোহী নিহত এবং প্রায় পাঁচলক্ষ সৈনিক যে পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। যেখানে পুরুষ, একপ্রাণে—চামড়ার সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, সেখানে তাঁহাদের প্রতিকূলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দণ্ডায়মান হইলেও, সেই লোকোত্তর পুরুষগণ অসামান্য সফলতা লাভ করিয়া জগৎমধ্যে প্রপূজিত হইয়া থাকেন। এই ঘোরতর সংগ্রামে অলিকসন্দরের পক্ষীয় পাঁচশত চারজন আহত, এবং একশত ৮২ জন যুদ্ধবীর সুরলোকে গমন করিয়াছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অলিকসন্দর যেরূপ প্রধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় এই হতাহতের সংখ্যা কিছুই নহে ইহা বলাই বাহুল্য।

একটা ছেলের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যে দারাকে স্ত্রীপুত্র মাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিতে হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া, দারা অতি অল্প সংখ্যক সহচর সহ পলায়ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাত্রির অন্ধকার, তাঁহার এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিল। এরূপ কথিত হয়, দারা যে ঘোটকীতে আরোহণ করিয়াছিল, সেই ঘোটকী তাহার নবপ্রসূত সাবকের অনুরাগে অতি দ্রুতবেগে গৃহ উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিল। এজন্য পরিশ্রান্ত অলিকসন্দর ও তাঁহার সৈনিকগণ দারার অনু-সরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এইজন্য দারাও নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে পারিয়াছিলেন।

দারার ৪ হাজার টালাণ্ট বা ১ কোটী ১২ লক্ষ পঞ্চাশহাজার টাকা এবং বিলাসদ্রব্য পরিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর শিবির সকল বিজেতার করতলগত হইল। যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার অপেক্ষা স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে এবং নানা প্রকার বহুমূল্য বস্ত্রে এই সকল শিবির পরিপূর্ণ ছিল। দারার মাতা, স্ত্রীপুত্র কন্যা ও দুর্ভাগ্য বশতঃ বিজেতার হস্তগত হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর তাঁহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সুজনতা দেখাইয়াছিলেন—পাছে তাঁহারা অবমানিত হন, এজন্য তিনি স্বয়ং গমন, বা অন্য কাহা-কেও তাঁহাদের শিবিরে যাইতে আজ্ঞা প্রদান করেন নাই। দারার মহিষী এসিয়ার মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া সে সময়ে কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা, অলিকসন্দর তাঁহার কাছে কীর্ত্তণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। দারার অনুসরণ হইতে অলিকসন্দর প্রত্যাগমন করিলে, শকটে পারস্য পতির পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ ও ধনুক আনীত হইয়াছিল। পারসীক শিবিরের কর্ম্মচারীরা ইহা দেখিয়া তাহাদের অধিপতির মৃত্যু হইয়াছে অনুমান করিয়া দারার জননীর কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করে। ইহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রন্দন রোল উপস্থিত হয়। অলিকসন্দরের জঙ্ঘা দেশে তরবারির আঘাতে কাটীয়া গেলেও তিনি যখন তাঁহার সহচরগণের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ছিলেন। সেই সময় সহসা এই রোদনধ্বনি তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হয়। ইহার কারণ অবগত হইলে তিনিতাঁহারএকজন বিশ্বস্তব্যক্তিকে "দারার মৃত্যুহয় নাই" এইসংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করেন। পরদিন প্রাতঃকালে অলিকসন্দর তাঁহার তুল্য পরিচ্ছদ ও অবয়ব একরূপ

এক বন্ধুসহ দারার মাতাকে দেখিতে গমন করেন। দারার জননী, বন্ধুকে, অলিকসন্দর ভ্রমে অবনত হইয়া অভিবাদন করিলে পর তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হন। অলিক-সন্দর তাঁহাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া বলেন, "হিপাস্তিয়ান ও একজন অলিকসন্দার" অর্থাৎ বন্ধুর শরীর পৃথক হইলেও প্রাণ এক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিকসন্দর দুর্দ্দশাপন্না দারার জননীকে "রাজ্ঞী" "জননী"ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করিয়া, এবং নিহত সম্ভ্রান্ত পারসীক যোদ্ধাগণকে সামরিক প্রথায় সমা-হিত করিয়া, যথেষ্ট মহত্ত্বতার পরিচয় দিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ, ৩৩ অব্দের কার্ত্তিকমাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া অদূরদর্শী সেনাপতির ন্যায় উৎসবে নিমগ্ন না থাকিয়া অলিকসন্দর সেনানী পার্ম্মিনিওকে দামাস্কাস অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ স্থানে দারার অধিকাংশ ধনসম্পত্তি এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সকল রক্ষিত হইয়াছিল। পার্মিণিও অনায়াসে সেই সকল দ্রব্য হস্তগত করিয়া রাজধনভাণ্ডার পরি-পূর্ণ করেন। ইহার সহিত দারার নর্ত্তকী, পাচক প্রভৃতি এবং সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীদের পরিজন সকলএবং গ্রীস হইতে সমাগত দূত সকল ও তাঁহার হস্তে আপতিত হয়।

অলিকসন্দর স্বয়ং সমুদ্রের তটস্থ ভূভাগ অধিকার করিয়া, মারাথস নামক স্থানে উপনীত হন। এ স্থানে দারারদূত তাঁহার কাছে আগমন করিয়া, স্বীয় প্রভুর জননী, পত্নী, প্রভৃতির মুক্তি প্রার্থনা করিয়া পত্র এবং বক্তব্য নিবেদন করেন। পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, "অলিকসন্দারের উচিত তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও সন্ততিগণের মুক্তি প্রদান করা, এজন্য সমস্ত মাসিদোনিয়ার যত

মূল্য তত অর্থ প্রদান করিতেও প্রস্তুত। সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অলিক-সন্দরের কোনরূপ অভিপ্রায় থাকিলে, তিনি অন্যক্ষেত্রে আর একবার পরীক্ষা করিবেন। অলিকসন্দার যদি সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের রাজ্য সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করা উচিত। যদি এরূপ করেন তাহা হইলে তিনি দারাকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অলিক-সন্দর এ পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—রাজা অলিকসন্দরের নিকট হইতে দারার কাছে।

তুমি যে দারার নামগ্রহণ করিয়াছ, তিনি আইওনিয়ার গ্রীক ঔপনিবেশিক এবং হেলিসপণ্ট এর উপকূল নিবাসী গ্রীকগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মেসিদন এবং গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। তারপর, সেই বংশোদ্ভব জারাক্সাস অগণিত বর্ব্বর সহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নৌযুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, তথাপিও তিনি মার্দ্দনিয়নগণকে গ্রীসে রাখিয়া যান, তাহারা তাহার অবর্ত্তমানে, গ্রাম ও নগর সমুহ লূণ্ঠন, শস্যক্ষেত্র সকল দহন করিয়াছিল। আর কে না অবগত আছে, তোমার অর্থে পরিপুষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক আমার পিতা নিহত হইয়াছেন। তোমরা কূটনীতি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা কর,অস্ত্রের অভাব না থাকিলেও, তুমি তোমার শত্রুর মস্তক অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাক। সম্প্রতি তুমি বহু সৈন্যসহ অবস্থান করিলেও, আমাকে হত্যা করিবার জন্য সহস্র ট্যালাণ্ট প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে। আমি প্রথমে শত্রুতায় প্রবৃত্ত হই

নাই; এরূপ ভাবে যাহারা শত্রুতা করে, তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য আমি অস্ত্রধারণ করিয়াছি। বিধাতা ন্যাঁয়ের পক্ষপাতী। এসিয়ার বহু প্রদেশ আমার র‍্যাজ্যর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং স্বয়ং তোমার উপরও জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যুদ্ধনীতি অনুসারে তুমি আমার সহিত ব্যবহার কর নাই, তজ্জন্য আমার নিকট তুমি সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পার না। তথাপিও যদি তুমি অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে আমি স্বীকার করিতেছি যে, তোমার মাতা স্ত্রী ও সন্ততিগণকে বিনা অর্থে মুক্তি প্রদান করিব। কেমন করিয়া জয় করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা পরাজিতের দুঃখ বিমোচন করিতে হয়, তাহা আমি অবগতআছি। আমার নিকটে আসিতে কি তুমি ভীত হও? এখানে আসিলে তোমার গমনাগমনের কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না। তোমার বিশ্বাসের জন্য প্রতিভূ প্রেরণ করিতে প্রস্তত আছি। ভবিষ্যতে যখন পত্র লিখিবে তখন স্মরণ রাখিবে যে, একজন রাজাকে লিখিতেছে না, কিন্তু তোমার রাজাকে লিখিতেছ। থারসিপস কোনরূপ কথা বলিতে নিষিদ্ধ হইয়া এইপত্র লইয়া দারার নিকট গমন করিয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল এথিনিয়ন, স্পার্টান ও থেববাসী দূত মেসিনদের বিপক্ষে দারার সাহায্য প্রাপ্তি বাসনায় আগমন করিয়াছিল, পার্মিণিও তাহাদিকে বন্দী করিয়া অলিকসন্দর সমীপে প্রেরণ করেন। এই সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি অলিকসন্দরের নিকট আনীত হইলে, তিনি স্পার্টান ব্যতীত থেব ও এথেন্সবাসীকে মুক্তি প্রদান করেন। প্রথমোক্তদের

সম্বন্ধে তিনি বলেন, যাহাদের দেশ, মেসিদনবাসীরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, যাহারা তাহাদের কৃতদাসরূপে পরিণত হইয়াছ, তাহারা যে নিজেদের প্রাচীন গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য,আমাদের শত্রুর সহিত মিলিত হইবে,ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে, ইহা কহিয়া তিনি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। এবং ব্যক্তিগত ভাবে এক জনের উচ্চবংশের জন্য, অপরকে অলিম্ফিক ক্রিড়ায় জয়লাভের জন্য সম্মানিত করেন। অলিকসন্দর, এথেন্সের প্রতি সদ্ভাব, এবং তাঁহার পিতাকে সম্মান দেখাইবার জন্য এথিনিয়ন ইপিক্রেতসকে নিজের সহচররূপে নিযুক্ত করেন। ইপিক্রেতস আ-মৃত্যু বিশেষ পদমর্য্যাদার সহিত, অলিকসন্দরের কাছে অবস্থান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর অলিকসন্দর, তাঁহার অস্থি দেশে স্বজনগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্পার্টানদের সহিত শত্রুতা থাকায়, স্পাটানবাসী কিছুদিন বন্দীভাবে অবস্থান করেন। কালক্রমে তিনিও মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। বিপুল পারসীকসৈন্যের পরাজয়ের পর হইতে, ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বকূলবর্ত্তী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে টায়রি ব্যতীত প্রায় সকল জনপদই, অলিকন্দরের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজের দুই চারিদিনের অস্তিত্ব রক্ষা করে। অলিকসন্দর, এই সকল প্রদেশ করতলগত করিয়া নিজের অধীনস্থ ব্যক্তিকে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

অলিকসন্দরের, বিজয় লাভের পর ফিনিসিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণ সুবর্ণ মুকুট প্রভৃতি প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। তাইরি নগর হইতেও সুবর্ণ মুকুট প্রভৃতি উপসংহার দ্রব্য প্রেরিত

হইয়াছিল। অলিকসন্দর তাইরির লোককে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিলেন; এবং স্বয়ং গমন করিয়া তথাকার হারকুলীয়কে পূজা করিবার বাসনা বিজ্ঞাপন করেন। তাইরিবাসী ইহা অবগত হইয়া চিন্তিত হইল—তাহারা মনে করিল, অলিকসন্দার কিছু একাকী আগমন করিবেন না। আসিলে তিনি সৈন্যগণসহ আগমন করিবেন, সুতরাং একবার নগর অধিকার করিয়া আবার যে তিনি ইহা পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখই সম্ভবপর নহে। তাইবাসীরা অলিকসন্দরের ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা প্রথমে, যুদ্ধজনিত নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা উপর উপর বশ্যতা স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষভাবে অলিকসন্দরের অধীনে অবস্থান করিতে হইবে, তাহারা এ কথা অবগত হয়, তখন তাহারা পুরুষের মতন আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত তাইরি বাসীরা অলিকসন্দরের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে সুদীর্ঘ সাতমাসকাল স্বর্গীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই অবরোধে, অলিকসন্দরের অভীষ্ট সাধনের জন্য দৃঢ়তা—কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ শূন্যতা—অনন্য সাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনে ব্যাগ্রতা, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদকগুণ সকল অতি সুন্দররূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অলিকসন্দর যখন অবগত হইলেন, যে তাইরী বাসীরা তাঁহাকে তাহাদের নগরে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিবে, এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে, তখন তিনি কি কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, তাঁহার সমাগত সেনানী

ও সহচরগণকে আহ্বান করিয়া পাঠান। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে, অলিকসন্দর তাইরির অবস্থা বর্ণন করিয়া বলেন যে "পারসীকরা যে পর্য্যন্ত সমুদ্রের আধিপত্য করিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের মিশ্রদেশ অধিকার করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। গ্রীসের আভ্যান্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সাইপ্রস ও মিশ্রদেশে পারসীক ক্ষমতা অক্ষুন্নভাবে থাকিতে দিয়া, এবং তাইরির ন্যায় সন্দিগ্ধ মিত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া, দারার অনুসরণে দূরতর প্রদেশে গমন করাও কখনই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। আমরা যদি সমস্ত সৈন্যসহ ব্যাবিলন অভিমুখে গমন এবং দারার অনুসরণ করি, তাহা হইলে পারসীকরা নিশ্চয়ই সামুদ্রিক প্রদেশ সকল পুনরায় জয় করিবে। তাহারা প্রচুর সৈন্যসহ আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়া এদেশের পরিবর্ত্তে তথায় যুদ্ধ নাটক অভিনয় করিবে। স্পার্টানরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, এথেন্স-বাসীর মনের ভিতর দুর্ব্বাসনা পোষণ করিতেছে, এবং ভয়ে তাহারা আমাদের প্রতি ভক্তি দেখাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি তাইরি অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে ফিনি-সিয়া আমাদের করতলগত হইবে, ইহাদের সমস্ত নৌবল আমাদের আজ্ঞাবহ হইবে, ইহারাই পারসীক নৌশক্তির মেরু-দণ্ড স্বরূপ, ইহাদের পোত সংখ্যাও বড় কম নহে; ইহাদের নগর যদি আমাদের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ইহারা কিছু পরের জন্য বিপন্ন হইতে যাইবে না। ইহার পর সাইপ্রস, অনতিবিলম্বে বা অল্প আয়াসে আমাদের অধিকার ভুক্ত হইবে। ফিনিসীয় নৌশক্তির সাহায্যে, আমরা সামুদ্রিক আধিপত্য লাভ করিতে

সমর্থ হইব। তখন মিশ্রদেশ অধিকার আমাদের সহজসাধ্য হইবে। মিশ্রদেশ বিজয়ের পর গ্রীসের বা আমাদের দেশের ভাবনা আর ভাবিতে হইবে না। তখন পারস্থের সমস্ত নৌশক্তি এবং ইউফেট্রিস পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, আমাদের আজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইবে। তখন আমরা স্বচ্ছন্দক্রমে ব্যাবিলন অভিমুখে গমন করিতে পারিব, এবং আমাদের কীর্ত্তিও তখন অধিকতর বর্দ্ধিত হইবেন।"

অলিকসন্দর তাঁহার সহচরগণকে তাঁহার ন্যায় সকল প্রকার বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন—যে সকল যোদ্ধা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় আংশিক ভাবে উন্মত্ত হয়, সে সৈন্য দ্বারা যে কোন দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়। তাহারা কার্য্যের গুরুত্বেরদিকে না দেখিয়া, প্রাণ প্রদান করিয়াও কার্য্যসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে। অলিকসন্দর এইরূপ সৈন্য গঠন করিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়াই তাহাদের সাহায্যে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অলিক সন্দরের প্রস্তাব আগ্রহের সহিত সৈনিকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। তাহারা তাইরি অভিমুখে গমন কারবার আজ্ঞালাভ ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বে এবং সিরিয়ার উপকূলে একটী দ্বীপে তাইরিনগর মির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় সমুদ্রেরতট হইতে ইহা প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এ স্থানে সমুদ্রের গভীরতা স্থানে স্থানে ১৭।১৮ফীট অপেক্ষা ন্যূন ছিলনা। পূর্ব্বে তাইরিনগর সমুদ্রের তটের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, একবার সমীপবর্ত্তী নরপতির

সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, তাহারা প্রাচীন নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র পরিবেষ্টিত দ্বীপকে, উচ্চ প্রাচীরে সুদৃঢ় করিয়া নিবাস করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন নগরের সুবৃহৎ অট্টালিকা, নগরপ্রাচীর, প্রভৃতি নষ্ট হইয়া স্তূপে পরিণত হয়। বাণিজ্যের জন্য এই নগর সেকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিল। এবং এই জন্যই ইহারা পোত-বলেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকে এরূপ স্থান ছিল না, যে স্থানে ইহারা গমন করিয়া পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান না করিয়াছিল। ইহারা যেরূপ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল সেইরূপ সাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। সাহসী হইলেও ইহারা নিজের বাণিজ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পরের সহিত বিপদে প্রবৃত্ত হইত না, সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিতে চেষ্টা করিত।

তাইরিবাসীরা যখন অলিকসন্দরকে তাহাদের নগরে প্রবেশ করিতে সম্মতি প্রদান করিলেন না, তখন তিনি সমস্ত সৈন্যসহ তাইরির সম্মুখে সমুদ্রের তটে শিবির সংস্থাপন করিলেন। সমুদ্র অতিক্রমণ এবং দুরারোহ প্রাচীর ভেদ করিয়া তাইরি অধিকার বড় সামান্য কথা নহে। শক্র নৌবলে বলিয়ান সুতরাং অবরুদ্ধ হইলেও তাহারা অন্নাদির অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িবে না। অন্যলোক হইলে তাইরি বিজয় বাসনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু অলিকসন্দরে তাহার বিপরীত প্রতিভাত হইল। বাধার গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবশায় ক্লেশসহিষ্ণুতা ও বর্দ্ধিত হইল। তিনি অর্দ্ধমাইল বা ক্রোশের চতুর্থাংশ সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিয়া তাইরি অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন।

অলিকসন্দারের ইচ্ছার সহিত সেতুবন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রাচীন তাইরির ভগ্নস্তূপ হইতে সুবৃহৎ শীলাখণ্ড এবং অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল আনীত হইয়া সমুদ্রের উপর যোজক প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম অনেকে আলিকসন্দরের এই কার্য্যকে বাতুলতার বিজৃম্ভণ বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কিন্তু যখন, তিনি কিয়দংশ সেতু নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করেন, তখন তাইরিবাসীরা ঘোরতর পরাক্রমে জলে ও স্থলে উভয়পথে অলিকসন্দরের জনগণকে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করে। তাহারা প্রাচীরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র সকল সংস্থাপন করিয়া, প্রচণ্ডবেগে প্রস্তর সকল সেতু কার্য্যে নিযুক্ত লোকেদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অলিকসন্দরও সুদীর্ঘ প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাইরিবাসীরা সময়ে সময়ে নৌকাযোগে আক্রমণ করিয়া শত্রুসৈন্য ব্যতিব্যাস্ত করিতে লাগিলেন। কখন তাঁহারা সুবৃহৎ নৌকায় কাষ্ঠ, তৃণ, শণ, প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ তৈলসিক্ত করিয়া, অনুকূল বায়ুবেগে সেতুরকাছে লইয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া অন্য নৌকাযোগে প্রত্যাগমন করে। অনুকূল বায়ুসংযোগে দাহ্যমান নৌকা, সেতু সংলগ্ন হইয়া প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র সকল ভস্মীভূত করিয়া দেয়। এইরূপে তাহারা যতবাধা প্রদান করিতে লাগিল—অলিকসন্দের উদ্যমও তত বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে শত্রুগণের অজেয় করিয়া তুলিল। অলিকসন্দর, বহু সংখ্যক সূত্রধর নিযুক্ত করিয়া অগণিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিপুল পরাক্রমের সহিত জলেস্থলে সকল প্রকারে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় সমুদ্র যেন কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বিপন্ন তাইরিবাসীকে সাহায্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। প্রবল ঝটিকায় উত্থিত তরঙ্গের আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইল—অতিক্লেশে নিবদ্ধ কাষ্ঠ সকল প্রবলতরঙ্গে সুদূরে নীত হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুদিনের পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল। তরঙ্গের প্রবল আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অলিক-সন্দর পূর্ব্ব অপেক্ষা আরো বিস্তৃত করিয়া সেতু প্রস্তুত করি-লেন। ইহা আক্রমণ করিবার পক্ষেও সুবিধা জনক হইল। বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত প্রস্তর, অস্ত্র ও অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য গোমহিষ প্রভৃতি পশুর আদ্র চর্ম্মের অন্তরালে কারুকরগণ অবস্থান করিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। সেতু যত নগরের নিকটবর্ত্তী হইল, পরস্পরের উদ্যম বিফল করিবার জন্য উভয় পক্ষে ঘোরতর প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া, পরস্পর প্রচণ্ড পরাক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল। অলিকসন্দর বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া, যুদ্ধকুশল তাইরি সাংয়াত্রিকগণকে, জলপথে দ্বীপের অপর ভাগে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া সেতুকার্য্য ক্ষিপ্রহস্তে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাইরি-বাসীরা যখন দেখিল সেতু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এইবার শত্রুরা প্রাচীর ভেদ করিয়া নগর আক্রমণের চেষ্টা করিবে, এইবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাদিগকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে, এই সঙ্কট সময়ে স্ত্রী, পুত্র, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা প্রভৃতি দেখিয়া পাছে তাহাদের হৃদয়ে কাতরতা উপস্থিত হয়; এবং পরাজিত হইলে শত্রুরনৃশংস অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য; তাহারা তাহাদিগকে, তাহাদের

কার্থেজ নামক উপনিবেশে প্রেরণ করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সেতু দ্বীপের সহিত মিলিত হইল। তাইরিবাসীরা প্রাচীরের উপর হইতে ঘোরতর বিক্রমে অস্ত্র, শস্ত্র, প্রস্তর, প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া গ্রীকগণকে আক্রমণ করিল। অলিকসন্দর, সকলের অগ্রবর্ত্তী এবং সকল প্রকার বিপদের সন্মুখীন হইয়া অদ্ভুত পরাক্রমে আক্রমণ করিলেন। অলিকসন্দরের যন্ত্র হইতে প্রস্তরাদি নিক্ষিপ্ত হইয়া তাইরিবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যন্ত্র নিক্ষিপ্ত মুদ্গর আঘাতে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন হইয়া পড়িল—প্রাচীর ভগ্নের সহিত তাইরিবাসীর কপাল ও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভগ্নস্থান রক্ষা করিবার জন্য তাইরিবাসীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিল। শতশত, সহস্র সহস্র, যোদ্ধা অকাতরে তথায় প্রাণ পরিত্যাগ, এবং শোণিত সমুদ্র প্রবাহিত করিয়াও তাহারা কোনরূপে অলিকসন্দরের প্রচণ্ড গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না।

প্রাচীর ভগ্ন হইলে, যুগপৎ নৌকা ও সেতু হইতে তাইরি আক্রমণ করা হইল। এই ভীষণ সংগ্রামে অলিকসন্দর স্বয়ং সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, কে কিরূপ সাহস প্রদর্শন করেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সৈন্যগণকে পরিচালনা করিতে ছিলেন। আদমিতস্ নামক তাঁহার একদল সেনানী সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া শত্রু মিত্র সকলের সমক্ষে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রাচীরোপরি উপস্থিত হন। প্রাচীরের উপর উঠিয়া যখন তিনি জয়শব্দে তাঁহার সহচর যোদ্ধাগণকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি বিপক্ষ প্রেরিত ভল্লবিদ্ধ হইয়া সেই স্থানেই সুরলোকে

গমন করেন। তাঁহার এই কাপুরুষদিগের ভীতিপ্রদ ভীষণ পরিণাম দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার হইল না। সকলেই সেই স্পৃহনীয় স্থান অধিকার করিবার জন্য, যেন স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আদমিতসের পরে অলিকসন্দর স্বয়ং সেই স্থানে আরোহণ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। পার্ব্বত্য নদীর প্রবল বেগ, বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহা যেরূপ ঘোরতর গর্জ্জন পুরঃসর দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে করিতে বৃহৎ বৃহৎ উপল খণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গমন করে, সেইরূপ অলিকসন্দরের সৈন্যগণ সেই ক্ষুদ্র পথ দিয়া প্রবল বেগে সমস্ত বাধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাইরি মধ্যে প্রবেশ করেন। বণিক তাইরিবাসীরা কোনরূপে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহাদের সেই পবিত্র অবদান পরম্পরা চিরকাল মনুষ্য সমাজে আগ্রহের সহিত পঠিত ও অনুকৃত হইবে।

অলিকসন্দরের সহিত, স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য এই ঘোরতর যুদ্ধে আট হাজার তাইরিবাসী বীরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দুই হাজার তাইরিয়নকে, দানব হৃদয় অলিকসন্দর কীলকবিদ্ধ পূর্ব্বক নিহত করিয়া নিজের স্বরূপের যথার্থ পরিচয় প্রদান করেন। নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশবাসী সকলেরই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত। তাইরিয়ানরা এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া, শত্রুর সহিত সামর্থ অনুসারে ঘোরতরযুদ্ধ করিয়াছিলেন। জয় পরাজয় অদৃষ্ট সাপেক্ষ তাঁহারা পরাজিত হইলেও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তাঁহাদের আত্মত্যাগ কথা চিরকাল মনুষ্য সমাজে অভিনবরূপে কীর্ত্তিত

হইবে। এইরূপ প্রচণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াও অলিকসন্দরের পাশব হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি প্রায় ৩০ হাজার তাইরি বাসী ও তাহাদের বেতন ভুক্ সৈনিকগণকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অবরোধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, প্রায় ৪০শত মাসিডুনিয়ান সৈন্য পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল। ৩৩২ খৃঃ পূঃ শ্রাবণ মাসে তাইরি অলিকসন্দরের হস্তগত হয়। তিনি হারকুলিসের পূজা উপলক্ষে কয়েক দিন এখানে যথেষ্ট উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। অলিসন্দর যে সময় তাইরি অবরোধে অভি-নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন, সে সময় একজন দূত পত্রসহ দারার নিকট হইতে আগমন করেন। দারা লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও সন্ততি সকল প্রত্যার্পণ করিলে তিনি দশ হাজার ট্যালাণ্ট বা বর্ত্তমান মুদ্রায় ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, ইউফেট্রিসের তট হইতে গ্রীসসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইবেন। অধিকন্তু দারা তাঁহার কন্যা স্তাতিরাকে অলিকসন্দরের হস্তে প্রদান করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। তাহা হইলে উভয়ে মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইবেন। অলিকসন্দর ইহার প্রত্যুত্তরে এরূপ মর্ম্মে লিখিয়া পাঠান "দারার নিকট তিনি অর্থ, অথবা সমস্ত রাজ্যের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তি কামনা করেন না—রাজ্য ও অর্থ সমস্তই আমার। তিনি দারার সম্পূর্ণ অনভিমতে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। ইহাতে দারা সম্পূর্ণ আপত্তি উত্থাপন করিলেও যে তাহা ব্যর্থ হইবে একথা বলাই বাহুল্য। যে প্রদেশ দারার হস্তচ্যুত হইয়াছে, সে প্রদেশ তিনি কেমন করিয়া অপরকে

প্রদান করিবেন। দারা যদি আমার ভদ্র ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হউন।” এই পত্র যখন লিখিত হয় তখন প্রাচীন সেনানী পারমিণিও বলেন “আমি যদি অলিকসন্দর হইতাম, তাহা হইলে দারার প্রস্তাব গ্রহণ করিতাম।” বাহুবল গর্ব্বিত দ্বাবিংশ বৎসর বয়স্ক অলিকসন্দর বলেন “আমি যদি পারমিণিও হইতাম তাহইলে এরূপ করিতাম, কিন্তু আমি অলিকসন্দর বলিয়া এরূপ পত্র প্রেরণ করিলাম।” এই পত্র দারার কাছে নীত হইলে তিনি সন্ধির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইহুদিদের ইতিহাস লেখক যোসেফ, ইনি অলিকসন্দরের প্রায় তিনশত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, অলিকসন্দর যেসময় তাইরি অবরোধ করেন; সে সময় আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য যুডিয়া প্রভৃতি প্রদেশে লোক প্রেরণ করেন। প্রেরিত লোক জেরুজেলামে উপস্থিত হইলে, তথাকার ইহুদীরা “তাঁহারা পারস্যপতি দারার অধীন সুতরাং অন্নাদি প্রদান করিয়া তাহারা অলিকসন্দরের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না” ইত্যাদি কহিয়া সেই লোককে তাহাদের নগর হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করে। সে সময় অলিকসন্দর,এই অবমাননা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য জেরুজেলাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাইরি পতনের পর হইতে অলিকসন্দরের অতুল ক্ষমতা এবং প্রচণ্ডতার কথা এ সকল প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত

হইয়াছিল। ক্রুদ্ধ অলিকসন্দর, জেরুজেলাম ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এরূপ অবস্থায় জেরুজেলাম রক্ষা করা বড় সামান্য কথা নহে। নগরপাল ও নাগরিকেরা অলিকসন্দরের আগমন কথা শুনিয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইলেন। নগরপাল পুরুষার্থের উপর নির্ভর না করিয়া, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজা পাঠ আরম্ভ করিলেন। সেই দিন নগরপাল রাত্রে স্বপ্নে অনুজ্ঞাত হইলেন যে "অলিকসন্দরকে বাধা না দিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাদরে আহ্বান করিয়া আন। নগর পথ পুষ্পময় করিয়া সুসজ্জিত কর, পুরোহিত বেশে নাগরিকগণসহ নগর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার প্রত্যুত্তদ্গমন কর" এই স্বপ্ন অনুসারে নগরপাল, নগর মধ্যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া অলিকসন্দরকে আনয়ন করিবার জন্য নগর বহির্দেশে গমন করেন। অলিকসন্দর নগর ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিতেছিলেন। ইহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া, তিনি প্রধান পুরোহিতের কাছে গমন করেন; এবং যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। পারমিণিও প্রভৃতি তাঁহারপ্রধান সেনানীগণ, অকস্মাৎ তাঁহার এরূপ চরিত্র পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, এসিয়া বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, একজন ধর্ম্মযাজক, তাঁহাকে এসিয়া বিজয়ের জন্য আহ্বান করিয়া বলেন, তিনি অনায়াসে পারস্য বিজয়ে সমর্থ হইবেন এবং শ্রীভগবান তাহার সহায়তা করিবেন। স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই। তিনি যেরূপ পরিচ্ছদপরিধান করিয়াছিলেন, যেরূপ অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়াছিলেন, ইহাতেও অবিকল সেই সকল

প্রত্যক্ষ করিতেছি। অলিকসন্দর নাগরিকগণের সহিত মিলিত হইয়া নগরে প্রবেশ করেন। সুচতুর নগরপাল, যদি এরূপ উপায় অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে জেরুজেলাম ভগ্নস্তূপে পরিণত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মেসিদনপতির জেরু-জেলামে গমনের কথা কোন গ্রীক গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই।

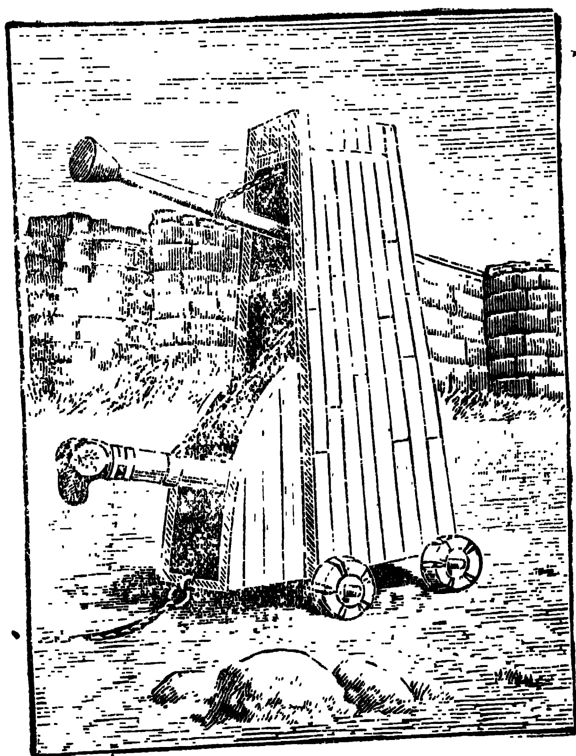
জেরুজেলাম হইতে অলিকসন্দর মিশ্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। মিশ্রদেশে প্রবেশের পূর্ব্বে, তিনি গাজানামকস্থান অব-রোধ করিয়া হস্তগত করেন। এই স্থান গ্রহণ জন্য তিনি যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা, প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণ সকল দেখাইয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহার বীরত্ব কাহিনী চিরকাল আগ্রহের সহিত গীত হইবে। অপর পক্ষে, তিনি যেরূপ তাঁহার নারকীয় প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইবে। তাঁহার বীরত্ব গাথা, কলঙ্কিত হইলেও, তাহার অনুশীলনে পাপস্পর্শ করিলেও, আমরা সেই হৃদয়োন্মত্তাজনক বীরত্বকাহিনী না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গাজা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে, সিরিয়া দেশে সেকালে ইহা বাণিজ্যের জন্য প্রচুর ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। যে মরুভূমি মিশ্র ও সিরিয়া দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। গাজা তাহারই পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অলিকসন্দর গাজার নিকটবর্ত্তী হইলে, কোন্ উপায় অনুসারে ইহা হস্তগত করিবেন, সে বিষয় কর্ম্মচারীদের সহিত পরামর্শ করেন। গাজা, উচ্চভূমির উপর সংস্থাপিত এবং দুরাক্রম্য প্রাচীর পরিবেষ্টিত হওয়াতে ইহা বিপক্ষের দুরাধর্ষ হইয়াছে। যান্ত্রিকগণ, গাজার অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিমতি প্রদান করেন যে,

বলপূর্ব্বক প্রাচীর অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অলিকসন্দর, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়া থাকেন। তিনি যন্ত্রপরিচালক-দিগের নিকট হইতে এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, তাঁহার অধ্যবসায় ও উৎসাহ, যেন সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল। যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বিপদজনক; অলিকসন্দর সেই স্থান হইতে নগর আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহাতে সফলতার সহিত তাঁহার শক্রগণ হৃদয়ে ঘোরতর নৈরাশ্য উপস্থিত হইবে, এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিও চতুর্দ্দিকে সুপ্রসারিত হইবে। এই আশায় উৎসাহিত হইয়া, অলিকসন্দর নগরের দক্ষিণদিকে মৃত্তিকা স্তূপাকার করিয়া প্রাচীরসম উচ্চ করিলেন। এই স্তূপের উপর তাইরি হইতে আগত প্রাচীর ধ্বংসী বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র সকল স্থাপন করিয়া নগর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দারার, বেতিস নামক একজন খোজা, এসময় গাজার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি অন্যান্য শাসনকর্ত্তার উদাহরণ অনুসরণ না করিয়া, পুরুষেরন্যায় পৌরুষ দেখাইয়া প্রচণ্ডপরাক্রমে অলিক-সন্দরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। অলিকসন্দর, নগর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, বেতিস তাঁহার নব নিযুক্ত আরব সৈনিকগণ সহ উন্নত প্রাচীর হইতে নিম্নস্থ মাসিদনদিগকে ঘোরতর বিক্রমে আক্রণ করিতে লাগিলেন—তাহারা এ আক্র-মণ বেগ কোনরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মৃত্তিকাস্তূপ হইতে যে যেদিকে পাইল. সে সেই দিকে পলায়ণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রজ্বলিত মসাল হস্তে আরবগণ যন্ত্র সকল ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিল। অলিকসন্দর, মেসিদনদিগের পলায়ণ এবং আরবদিগের অতিসাহস দেখিয়া

আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সকলকে উৎসাহিত করিয়া, শত্রুগণকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন। এই সময় তিনি শত্রু নিক্ষিপ্ত ভীষণ ভল্লাঘাতে আহত হন—ইহাতে তাঁহাকে অনেকদিন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।



স্তূপ সকল আরো উন্নত করিয়া, অলিকসন্দর আরো ঘোরতর বিক্রমে নগরের উপর অস্ত্র, প্রস্তর, মুদ্গর প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে

লাগিলেন।—স্থানে স্থানে প্রাচীরের নিম্নস্থ বালুকা খনন করিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বেতিস পরিচালিত গাজার সৈনিকগণও কোনরূপে উৎসাহহীন না হইয়া, ঘোরতররূপে প্রতিক্ষণ শত্রু সৈন্যের উপর মুসলধারে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বালুকা খনন করায় স্থানে স্থানে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, মাসিদনেরা সেই স্থান দিয়া নগর আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু গাজাবাসীর বাহুবলের কাছে, এইরূপ তিনবার চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপে নগর অধিকারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, অলিকসন্দর প্রাচীরের আরো বহুস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কতকগুলি সৈন্য রর্জ্জু আরোহিণী যোগে প্রাচীর আরোহণ করিয়া আক্রমণ করিল, অপর সৈন্যসহ অলিকসন্দর স্বয়ং ভগ্নস্থান দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিওপ্তলিমস্ নামক একজন সহচর যোদ্ধা, সর্ব্বাগ্রে প্রাচীরে আরোহণ করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া বহুসংখ্যক যোদ্ধা, প্রাচীর অতিক্রমণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করেন। ইহারা নগর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলে, দলে দলে অলিকসন্দরের সৈন্যগণ ঘোরতররূপে গাজাবাসীকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। গাজাবাসী যখন দেখিলেন, নগর রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন তাঁহারা পরাধীন হইয়া জীবনরক্ষা করা অপেক্ষা, যে যথায় ছিল তিনি একাকী হউন, বা দলবদ্ধ অবস্থায় হউন, সেই অবস্থায় অবস্থান করিয়া অটল অচলের ন্যায় শত্রুগণকে অভ্যর্থনা করিবারজন্য অসি হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইবার যে যুদ্ধ হইল তাহা বর্ণনার

অতীত বিষয়। গাজাবাসীরা অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অম্লান-বদনে সুরলোকে গমন করিল। তাহারা নশ্বর শরীরের পরি-বর্ত্তে, অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেও—প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও, নিষ্ঠুর হৃদয় অলিকসন্দরের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নাই। দুই মাসকালব্যাপী এই ঘোরতর অবরোধে ১০ হাজার ত্রিকালস্মরণীয় গাজাবাসীযোদ্ধা বীরলোক প্রাপ্ত হইলেন; তাহাদের অনাথা স্ত্রীপুত্রগণ অলিকসন্দরের আজ্ঞায় দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। মহাবীর বেতিসের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—তাঁহার চির নূতন অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ কাহিনী চিরকালই পতিত জনগণ হৃদয়ে বল সঞ্চার করিবে। যুদ্ধকালে বেতিসের শরীর হইতে, অজস্র শোণিতধারা নির্গত হইলেও, তিনি যেন অধিকতর পরাক্রমের সহিত তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাণিত খড়্গাঘাতে বহু সংখ্যক শত্রু প্রাণত্যাগ করিলেও যখন তিনি আরো অধিক সংখ্যক শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন; যখন তাঁহার খড়্গ ও বর্ম্ম অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল, তখন তিনি কোনরূপে বন্দী হইয়া অলিকসন্দর সমীপে নীত হন। অলিক-সন্দর, তাঁহা অপেক্ষা উন্নত হৃদয় বেতিসকে প্রাপ্ত হইয়া ভ্রুকুটী পূর্ব্বক কহিলেন "তুমি যেরূপ মৃত্যুর আকাঙ্খা কর, তাহাই তোমার হইবে। অসীমযন্ত্রনা ভোগেরজন্য প্রস্তুত হও।" বীরবর বেতিস, এরূপ নিকৃষ্ট পশুর সহিত আলাপ করা পাপজনক বিবেচনা করিয়া, যেন ঘৃণাপূর্ণচক্ষুতে চাহিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। অলিকসন্দর, তাঁহার পার্শ্বস্থ সহচর উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তুমি ইহার অবাধ্যতা পরিপূর্ণ স্তব্ধতা লক্ষ্য করিলে? একে কি

হাঁটু গাড়িয়া বসিতে দেখিয়াছ? ইহার একটিও বশ্যতা সূচক কথা শুনিয়াছ? ইহার মুকত্ব আমি দূর করিব। যদি কোন কথাও না বাহির হয়, তাহা হইলেও যন্ত্রনাসূচক ধ্বনি, ইহার মুখ হইতে আমি বাহির করিব।" হোমার ভক্ত পাপ অলিকসন্দরের উপায় উদ্ভাবন করিতে বিলম্ব হইল না। তাহার পূর্ব্বপুরুষ এচিলিস, হেক্টারের দেহ রথে বাধিয়া যেরূপ ট্রয়ের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি মহাপ্রাণ বেতিসের পদতলে কীলক বিদ্ধ করিয়া, তাহাতে রর্জ্জু বদ্ধ করিয়া, রথে বাধিয়া দ্রুত-বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া গাজা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। অলিকসন্দরের এই নিষ্ঠুরতা এচিলিয়সকেও অতিক্রমণ করিয়াছিল; শেষোক্ত হেক্টরের মৃতদেহ টানিয়াছিলেন, অলিকসন্দর জীবিত বেতিসকে টানিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

অলিকসন্দর গাজা পরাজয় করিয়া, অতি দ্রুতগতিতে মিশ্র-দেশ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন—এ দেশের পারসীক কর্ম্মচারীরা, গ্রেণিকস, ইসস্, তাইরি, গাজা প্রভৃতির পরিণাম কথা শুনিয়া, নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল. তাহারা ধনজন লইয়া অলিকসন্দরের সরণাপন্ন হইল। কুর্ত্তিয়স্ বলেন, দারার একটা কর্ম্মচারী ৮ শত ট্যালাণ্ট অর্থাৎ ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়া অলিকসন্দরের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করে। সংসারে প্রায় দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক নিজেদের শোণিতপাত দেখিয়া, ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। অপরে, অপরের শোণিতপাত দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া রণস্থল. পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। মিশ্রদেশের পারসীক কর্ম্মচারীরা, অপরের বিপদ দেখিয়া মুহ্যমান





লাইসিমেকসের প্রস্তুত মুদ্রা।

এমন রূপে অলিকসন্দর। ১৫ পৃষ্ঠা



তারসুস পদক

রোমক সময়ে হারকিলিসরূপে অলিকসন্দর

হইলেন, নিজের বিপদ দূর করিবার শক্তি তাঁহাদের অন্তর্হিত হইল।

অলিকসন্দর, মিশ্রদেশের প্রধান নগর, নীলনদ তটবর্ত্তী মেমফিসে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।—এ স্থানে গমন পথে সূর্য্যনগর বা গ্রীক হিলিওপলিস তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। মেমফিসে গমন করিয়া, তিনি দেবপূজা ও নানাপ্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। এস্থান হইতে পুনঃপ্রত্যাগমন করিয়া অলিকসন্দর বর্ত্তমান আলেকজেন্দ্রিয়ার ২শত ২০ মাইল দূরে এমনের মন্দির দর্শন করিতে গমন করেন। এ স্থানে গমনাগমনকালে তাহাকে বালুকা সমুদ্র মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার ভগ্যাদৃষ্ট বশতঃ রাস্তার সমস্ত ক্লেশ অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, তিনি কাহার পুত্র ইহা জানিবার জন্য ধন্না দেন। এখানকার প্রধান পুরোহিত অলিকসন্দরকে সম্মানিত করিবার জন্য "ওপিদিয়ম" অর্থাৎ "হে পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহার উচ্চারণ ঠিক না হওয়াতে তাহা "ও পি দিয়স্" অর্থাৎ "হে দেব পুত্র" এইরূপ শ্রুত হইয়াছিল। অলিকসন্দারের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, পুরোহিতের ভ্রম, তাঁহার কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিল, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। পুরোহিতকে যথেষ্ট ধনরত্ন দিয়া অলিকসন্দর পুনরায় মেমফিসে আগমন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে বালুকা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারায়, তাহার গর্ব্ব, ও সৈনিকগণ মধ্যে প্রতিপত্তি, বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মিশ্রদেশে অবস্থান কালে তিনি বর্ত্তমান আলেকজেন্দ্রিয়া নগরের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রাচী ও পশ্চিম দেশের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে, সেকালে ইহা বাণিজ্য বিষয়ে

বিশেষ প্রধান্য লাভ করিয়াছিল। অলিকসন্দরের মৃত্যুর পরই তাঁহার সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার বিষয় স্মরণ করিয়া দেয় এরূপ কোন কীর্ত্তিও বিদ্যমান ছিল না; একমাত্র অলেক-জেন্দ্রিয়া এখন বর্ত্তমান থাকিয়া পুরাতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া দেয়। খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে বসন্তকালে অলিকসন্দর মিশ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া আবার তাইরি নগরে উপস্থিত হন। ইনি এক্ষণে এসিয়া মাইনর, যুদিয়া এবং মিশ্রদেশের অদ্বিতীয় অধিশ্বর। অল্প সময় এবং অল্প বয়সের ভিতর, একজন প্রবলপ্রতিদ্বন্দ্বী নরপতিররাজ্য, তিনি অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, যুদ্ধস্থলে নির্ভীকতা, প্রভৃতি পুরুষজনোচিৎগুণে ভূষিত হওয়াতে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাইরিতে অবস্থান কালে, অলিকসন্দর, দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী সামন্ত-নরপতিগণ আহুত হইলেন। নৃত্য,গীত, নাটক অভিনয়, ব্যায়াম, মৃগয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া এই উৎসবকে সকলের প্রীতিপ্রদ করিয়াছিল। সমস্ত সৈন্য নানাপ্রকার ভোজ্যে আপ্যায়িত হইল, তাহারা অতীত ক্লেশের কথা ভুলিয়া গেল। তাহারা যেন নূতন প্রাণে নূতন উদ্যমে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কয়েক সপ্তাহের উৎসবের পর, অলিকসন্দর আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দারা, ইসস্ ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া ইউফেন্টি্সের পরপারে গমন করিয়া নিজেকে বিপদমুক্ত বিবেচনা করিলেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশে গমন করিয়া নূতন উদ্যমে নূতনসৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চিমদেশীয়

সৈন্যগণ অলিকসন্দরের কাছে পরাজিত হইয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছে। সেসকল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ শুভজনক হইবে না বিবেচনা করিয়া, দারা তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করেন। ব্যাক্ট্রিয়া, বর্ত্তমান আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক যুদ্ধপ্রিয় জাতি, অলিকসন্দরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দাদার পতাকার নিম্নে সমবেত হন। আমাদের অনেক ভারতীয় রাজা ও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, দারার সহায়তার জন্য গমন করিয়াছিলেন। দারা এই নানাদেশীয় লোকসমষ্টি লইয়া, অলিকসন্দরের সহিত পুনরায় বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দারার এই লোকসমষ্টি সম্বন্ধে কুর্ত্তিয়স বলেন, ইহার মধ্যে ২ লক্ষ পদাতিক এবং ৪৫ হাজার অশ্বারোহী ছিল, এরিয়ানের মতে ১ লক্ষ পদাতিক এবং ৪০ হাজার অশ্বারোহী, যষ্টিনের মতে ৪ লক্ষ পদাতিক ১ লক্ষ অশ্বারোহী, ডিওডোরসের মতে ৮ লক্ষ পদাতিক ২ লক্ষ অশ্বারোহী এবং প্লুটার্ক বলেন, মোটে দশ লক্ষ সৈনিকসহ দারা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দর তাঁহার বলোদৃপ্ত বাহিনী লইয়া, দারার অনুসরণ করিবার জন্য ফিনিসীয়া হইতে বহির্গত হইলেন। একাদশ দিবস তিনি পথ অতিক্রমণ করিয়া, শ্রাবণ মাসে ইউফেট্রিসের তটদেশে থাপাসকস নামক স্থানে উপস্থিত হন। দারা, নদীরপার-ঘাট রক্ষা করিবার জন্য দুইহাজার গ্রীক এবং এক সহস্র পারসীক অশ্বারোহী, মাজিয়স নামক একজন কর্ম্মচারীর অধীনতার প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন। কাপুরুষ কর্ম্মচারী, অলিকসন্দরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। নদী

উত্তীর্ণ হইবার সময় বাধা প্রাপ্ত হইবেন ভাবিয়া, অলিকসন্দর সেতু প্রস্তুত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, পারসীক কর্ম্মচারী তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া চলিয়া গিয়াছে; তখন তিনি বিনা বাধায় দুইটি নৌকার পোল প্রস্তুত করিয়া সমস্ত সৈন্যসহ নদীর অপর পারে গমন করেন। এ স্থান হইতে তিনি সরল পথে ব্যাবিলনে গমন না করিয়া, বক্রপথে তদভিমুখে গমন করেন। শেষোক্ত পথ, অপেক্ষা কৃতশীতল তৃণ-শষ্প পরিপূর্ণ এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ পক্ষেও সুবিধাজনক। গমনকালে দারার কতকগুলি গুপ্তচর তাঁহার হস্তে পতিত হয়। তাহাদের মুখে শুনিলেন যে, দারা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর সৈন্য লইয়া খরবেগ তাইগ্রিসের তটে অলিকসন্দরকে বাধা দিবার জন্য অব-স্থান করিতেছেন। একথা অবগত হইয়া মাসিদনপতি দ্রুতগতিতে তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এস্থানে দারা বা ইহা রক্ষা করিবার জন্য কোন সৈন্যও উপস্থিত নাই। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক পুরুষগণ, বিদেশী শত্রুর আগমন পথে বাধা না দিলেও, তাইগ্রিস কিন্তু বিদেশী শত্রুর ভয়ে ভীত না হইয়া, প্রবলবেগে অলিকসন্দরের প্রতিকূল আচরণ করেন—তাইগ্রিস যদি ইহার উপর স্বদেশভক্তের সাহায্য পাইত, তাহা হইলে অলিকসন্দরকে এস্থানে বড় কম ক্লেশ পাইতে হইত না। ইহা উত্তীর্ণ হইয়া অলিকসন্দর এ স্থানে সৈন্যগণকে কএকদিন বিশ্রাম করিতে অবকাশ প্রদান করেন। এখানে অব-স্থান কালে (২০শে সেপ্টেম্বর ৩৩১ খৃঃ পূঃ) কার্ত্তিক মাসে প্রায় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। গ্রহণ উপলক্ষে অলিকসন্দর, চন্দ্র, সূর্য্য, ও পৃথিবী উপলক্ষে বলি প্রদান করিয়াছিলেন।

"এই গ্রহণ অলিকসন্দর ও মেসিদনবাসীর পক্ষে শুভজনক, এবং এই মাসেই অলিকসন্দর অতুলনীয় বিজয়লাভে সমর্থ হইবেন" এইরূপ কহিয়া জ্যোতিষি তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। অলিক-সন্দর বিলম্ব না করিয়া দারার উদ্দেশ্যে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিবস চতুষ্টয় গমন করিবার পর, তাঁহার চর আসিয়া সংবাদ দিল "শত্রু অশ্বারোহী দূরে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অনুমান করা যাইতেছে না।" অলিক-সন্দর, তাঁহার কতকগুলি সহচর সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যকে তিনি ধীরে ধীরে আসিতে আদেশ দেন। অলিকসন্দরকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া, দারার সৈন্যগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রগতিতে গমন করে। তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যাহাদের ঘোটক দ্রুত গমনে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহারা অলিক-সন্দরের হস্তে পতিত হয়। তাহাদের মুখে অলিকসন্দর অবগত হইলেন যে, দারা অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান—বেলুচিস্থান খোরাসান, বলখ, বোখারা প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধপ্রিয় জাতিগণ অবস্থান করিতেছে। বিভিন্নদেশীয় যে সকল সৈন্য, সেনানীগণ পরিচালনা করিতে-ছেন, তাহারা তাঁহাদের নামও উল্লেখ করিল। এই সকল সৈন্য ব্যতীত দারার পক্ষে ১৫টা হাতী ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধের জন্য আগমন করিয়াছিল। এই বিপুলবাহিনী লইয়া দারা গাউগাঁমেলা (উষ্ট্রগৃহ) নামক স্থানের প্রান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। এ স্থান হইতে আরবেলা, ৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও দারাসহ অলিকসন্দরের এই

সংগ্রাম আরবেলার যুদ্ধ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অলিকসন্দর বন্দীদ্বয়ের মুখে দারার অবস্থা অবগত হইয়া সৈন্যগণকে সেই স্থানে চার দিন বিশ্রাম করিতে অবকাশ প্রদান করেন। তিনি, শিবির সকল পরিখা পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত মালপত্র এবং যাহারা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল তাহাদিগকে রাখিয়া দিলেন। পঞ্চম দিবসের রাত্র তিনটার সময় শত্রু উদ্দেশে যাত্রা করিলেন—সৈন্যগণ যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত আর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞাত হইল না। অলিকসন্দর মনে করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের সহিত শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। সূর্য্যোদয়কালে তিনি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন। এস্থানে তিনি তাঁহার সেনানীগণের সহিত মিলিত হইয়া এই ক্ষণেই পারসীকগণকে আক্রমণ করা উচিত, অথবা এখানে বিশ্রাম করিয়া পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ক পরামর্শ করেন। পার্মিণিও বলেন এস্থানে অবস্থান করিয়া স্থানের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, যদি শত্রুগণ কোন স্থানে গর্ত্তখনন করিয়া তাহার উপর তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া থাকে, অথবা স্থানে স্থানে লুকাইয়া খোঁটা পুতিয়া থাকে এ সকল, এবং শত্রুর ব্যূহরচনা প্রভৃতি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। পার্মিণিওর পরামর্শ গৃহীত হইল—সৈন্য সকল এস্থানে অবস্থান করিল, অলিকসন্দর তাঁহার কতক সহচর সৈন্যসহ যে স্থানে তিনি যুদ্ধ করিবেন, সেই স্থান পুংখানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। আবার সেই সকল সেনানীকে

সমাবত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিতে হইবে না—আপনারা স্বীয় স্বীয় শৌর্য্য এবং যে সকল অতিসাহস কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই আপনারা মদমত্ত আছেন—আপনাদের এখন কর্ত্তব্য, আপনাদের অধীনস্থ প্রত্যেক লোককে কর্ত্তব্য পরিপালনে দৃঢ়ব্রত করিবেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাপতি, আপন আপন দলের প্রত্যেক সেনাকে যেন যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেন। সকলের যেন ইহা স্মরণ থাকে যে, পূর্ব্বের যুদ্ধ, সিরিয়া, মিশ্র, প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিবার জন্য অভিনীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ সমগ্র এসিয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হইবে। কে একছত্রী সম্রাট হইবে, এই যুদ্ধে তাহা নির্ণিত হইবে। বেশী কথায় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে না, ইতিপূর্ব্বেই তাহারা সাহসের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে; স্বভাবতঃই তাহারা সাহসী, এখন দেখিতে হইবে, যুদ্ধের সঙ্কট সময়ে যেন তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া না পড়ে। যখন নিস্তব্ধ থাকিবার দরকার হইবে; সে সময় যেন তাহারা মৌলাবলম্বন করিয়া থাকে। আর যখন সিংহনাদ করিবার আবশ্যক হইবে, তখন যেন সকলে সমস্বরে শব্দ করিয়া শত্রুগণকে সম্মোহিত করিয়া ফেলে। যুদ্ধকালে তাঁহার আজ্ঞা সেনানী ও সৈন্যগণ মধ্যে যাহাতে শীঘ্র প্রচারিত হয়, সে বিষয় বিশেষ মন দিতে কহেন। যদি সমষ্টিও ব্যক্তি গতভাবে কর্ত্তব্য পরিপালনে শিথিলতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বিপদঘনীভূত হইয়া থাকে, আর প্রত্যেকে যদি ব্যক্তিগত ও সমষ্টি ভাবে জয় লাভের জন্য আপনার সমস্ত উদ্যম বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাহাকে পরাজয় করে? এইরূপ নানা-

প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্য বলিয়া অলিকসন্দর সৈন্যগণকে ভোজন ও বিশ্রাম করিতে আদেশ করেন।

এস্থান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে দারা অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অলিকসন্দরের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন—পাছে শত্রু রাত্রিতে আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় সৈন্যগণ সমস্ত রাত্রি যুদ্ধসজ্জায় কোলাহল করিয়া অতিবাহিত করে।

পার্মিণিও, পারসীক সৈন্যের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া অলিকসন্দরের কাছে রাত্রিকালে শত্রু আক্রমণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রত্যুত্তরে অলিকসন্দর বলেন "অন্ধকারের সাহায্যে চুরি করিয়া আমি জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করি না।" অলিকসন্দর বুঝিয়াছিলেন, রাত্রি যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয়পক্ষেরই বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ যুদ্ধে শক্তিশালী ও অনেক সময় দুর্ব্বলের হস্তে এবং দুর্ব্বল ও শক্তিশালীর হস্তে নিগৃহীত হইয়াথাকে, রাত্রিযুদ্ধে দারা পরাজিত হইলে ও পুনরায় তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইতে পারেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিই রাত্রি যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বিবেচনা করিয়া আলিকসন্দর এরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। বিশেষতঃ যে স্থানে যুদ্ধানল ঘোরতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, যে স্থানে গমন সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক, যে স্থানে নিষ্কাশিত তরবারির চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসিয়া উঠে, এবং তাহার ভীষণ প্রহারে যে স্থান আকুলিত হইয়া উঠে, অলিকসন্দর সেই ভীষণ স্থানে গমন করিয়া নিজের অতি মানুষ বীরত্ব দেখাইতে স্বভাবতঃই শিক্ষিত; রাত্রিযুদ্ধে তাঁহার উদাহরণ সৈন্যগণ মধ্যে অনুক্রামিত

হইয়া, তাহাদিগকে যুদ্ধ দুর্ম্মদ করিবার সম্ভাবনা খুব কম, তাই তিনি অন্ধকারের সাহায্যে চোরের মতন, চুরি করিয়া জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হন নাই।

আবার প্রাতঃকাল হইল, সূর্য্যদেবও আবায় আকাশে উদিত হইলেন। সমস্তজগৎ জাগরিত হইল, অলিকসন্দর এখনও নিদ্রিত।—পারমিণিও রাজশিবিরে গমন করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিয়া বলিলেন; পারসীকগণ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছে। আমাদের সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা প্রদান করুন। আপনি আজ এত নিদ্রা যাইতেছেন কেন? অলিকসন্দর হাসিয়া বলিলেন "আপনি আমাদিগকে সমরবিজয়ী বলিয়া অবগত হউন, আর আমাদিগকে, দেশ হইতে দেশান্তর অতিক্রমণ করিতে হইবে না, দারা যুদ্ধের জন্য আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে?"

অলিকসন্দর, অতি প্রসন্ন চিত্তে সৈন্যগণ মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আনন্দপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া সৈন্যগণ মধ্যে এরূপ দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হইল, যেন বিজয়শ্রী তাহাদের করতলগত হইয়াছে। অলিকসন্দর তাঁহার সৈন্যগণকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধের জন্যসজ্জিত করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পক্ষের শেষভাগে তাঁহার সহচর অশ্বারোহীগণ আট ভাগে বিভক্ত হইয়া ফিলটের অধীনতায় অবস্থান করিল—পারমিণিও পুত্র নিকানর এবং ক্রিতিরস যথাক্রমে পাদাতিক সেনার দক্ষিণ ও বামভাগে অবস্থান করিলেন। বামভাগে থেসিলীয় এবং সম্মিলিত গ্রীক অশ্বারোহীগণ রক্ষিত হয়। অলিকসন্দর দক্ষিণ এবং পারমিণিও বামভাগে অবস্থান করিয়া সৈন্য পরিচালনা

করেন। অলিকসন্দর ৭ হাজার অশ্বারোহী আর ৪০ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া দারার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! তিনি বুঝিয়াছিলেন কোন গতিকে প্রধান সেনানীকে নিহত বা যুদ্ধস্থল হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলে বিজয় লাভ করিতে আর বিলম্ব হয় না। তাই তিনি দারার সৈন্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পারস্যপতি তাঁহার বামভাগের শেষের দিকে ব্যাক্ত্রিয়া দেশীয় অশ্বারোহী, তারপর দানস্, (কাস্পীয়ান সাগরের পূর্ব্ব দেশবর্ত্তী জনগণ) আরচোটিয়ান, (আফগান ও বেলুচীস্থানের মধ্যবর্ত্তী) তারপর পারসীক অশ্বারোহী ও কেডুসিয়ান, (কাস্পীয়ানের দক্ষিণ পশ্চিমদিক্ বাসী) দক্ষিণ দিকে সিরিয়া, মোসপটমিয়ার অধিবাসী, পার্থিয়ান, (খোরাসনবাসী) প্রভৃতি জনপদবাসী অবস্থান করিতেছিল। মধ্যবর্ত্তী দারার সম্মুখে নানাপ্রকার আয়ুধ সম্পন্ন রথ এবং ১৫টা হস্তী অলিকসন্দরের প্রতি স্পর্দ্ধী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

যখন উভয় সৈন্য পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইল—যখন দারার সৈন্যগণের স্বর্ণময় আভরণের চাকচিক্য নয়নগোচর হইল, তখন অলিকসন্দর তাঁহার সৈন্যগণকে পরিচালনা করিয়া বক্রভাবে দ্রুতবেগে গমন করিয়া দারার বামভাগ আক্রমণ করেন—অলিকসন্দর ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধস্থলে হস্তীর উপস্থিতি কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বোধ হয় সেই জন্য ঠিক সম্মুখ আক্রমণ না করিয়া তিনি একটু বাঁকা হইয়া আক্রমণ করিলেন। দারা ও তাঁহার সৈন্যগণকে সামনা সামনি গমন

করিতে আদেশ দিলেন। অলিকসন্দর যখন যুদ্ধ শকটের জন্য পরিস্কৃত ভূমির পার্শ্ব দিয়া আগমন করিতে লাগিলেন, তখন দারা, তাঁহার বাম ভাগের সম্মুখভাগে যে সকল ব্যাক্ট্রিয়া ও শক দেশীয় সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে শত্রুর দক্ষিণ দিক আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। যে সকল গ্রীকসেনা ইহাদিগের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য প্রেরিত হইল, তাহারা ইহাদিগের বেগ কোনরূপে সহন করিতে সমর্থ হইল না—গ্রীকসেনার সাহায্যের জন্য অন্য সেনা ধাবিত হইল। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া কোনরূপে স্থান রক্ষা করিতে সক্ষম হইল। অস্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত শকটসমূহ, অলিকসন্দরের অভিমুখে প্রেরিত হইল। গ্রীক লেখকেরা বলেন, ইহাদের চালকগণ অলিকসন্দর সৈন্যের দীর্ঘ বর্ষার এবং অস্ত্রাঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং কোন কাযেই আসে নাই। যে কয়েকখান ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারা অশ্বপাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হস্তী সৈন্যের কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অলিকসন্দর, তাঁহার দক্ষিণ পক্ষের সৈন্যসহ দারার সৈন্যের প্রথমশ্রেণী ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন, দারা যে দিকে তাঁহার বিশ্বস্ত বাহিনীসহ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রচণ্ড পরাক্রমে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পারসীক সৈন্য ভেদ কয়িয়া তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন—পারসীক অশ্বারোহী অল্প স্থানে বহু সংখ্যক অবস্থান করাতে তাহারা শত্রুদের উপর সুবিধামত অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিল না। অথচ তাহারা মেসিদনদের দীর্ঘ বর্ষার প্রভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। অলিকসন্দর সেনানী অরিত্রাস্, দারার বামভাগে

বিপুল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ অধিকতর বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কুর্ত্তিয়স্ ও ডিওডোরস্ বলেন, দারা খুব উৎসাহ ও ধৈর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এরিয়ান বলেন, "দারা প্রথম হইতেই বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রণে ভঙ্গদিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হন"।

অলিকসন্দর এ ভাগে বিজয় প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু অন্য ভাগের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হইয়াছিল। তাঁহার বাম ভাগ, শত্রুসৈন্যের দারুণ আক্রমণে কম্পিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয়শ্রী দারার পক্ষ অবলম্বন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। যুদ্ধনিপুণ পারমিণিও বারংবার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অলিকসন্দরের কাছে লোক প্রেরণ করিল। অলিকসন্দর তাঁহাকে সাহায্য করিতে না পারিলেও বলিয়া পাঠাইলেন বিজয়শ্রী আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, দারা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধস্থলে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতে পারিলেই, কার্য্যসিদ্ধি হইবে। অলিকসন্দরের অনুমান ঠিক হইল। দারার সৈন্যের বিজয় লাভের উপক্রমকালে, দারার পলায়ন বার্ত্তা প্রচারিত হইল। যাহারা শত্রুসৈন্য বিত্রাসিত করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা বিভীষিকাগ্রস্ত হইল! যাহারা বেগে অগ্রসর হইয়া শত্রুগণকে পশ্চাদপদ করিতেছিল, তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল!

অলিকসন্দরের সৈন্য যখন বিভক্ত হইয়া পড়ে; সেই সময় আমাদের ভারতীয় এবং পারসীক সৈন্য তাহাদের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে।—তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণে মেসিদন

সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া হতবীর্য্য হইয়া পড়ে।—বিজেতার হস্তে মেসিদনন্দের সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হইল যাহারা বন্দী হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা মুক্ত হইল। অলিকসন্দরের নিকট এই পরাজয়, এবং মালপত্র ভারতবাসীর হস্তে পতিত হইবার কথা নীত হইলে, তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন "আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে শত্রুগণের মালপত্রের সহিত আমাদের মালপত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইব। সে দিকে এ সময় সাহায্য পাঠাইয়া কদাচ দুর্ব্বল হওয়া উচিত নহে—এখন পুরুষের মতন যুদ্ধ করিয়া মানসম্ভ্রম বজায় রাখুন।"

কাপুরুষ দারার পলায়নে সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। যাহারা শত্রুগণকে নির্জ্জিত করিয়া তাহাদের বন্দীগণকে মুক্ত করিয়াছিল, যাহারা নিরাতঙ্ক হইয়া শত্রুগণের হৃদয়ে ঘোরতর আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল, যাহারা শত্রুগণের বহু ক্লেশে সঞ্চিত, যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল; তাহারা এক্ষণে পরাজিত আতঙ্কিত ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিল। দারার পলায়ন বার্ত্তা প্রচারিত হইলে, সমস্ত সৈন্য ঘৃণিতভাবে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল—এখন যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ বিষয়ে যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল—ঐখন মিত্র ও গমন পথে কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে,সেও শত্রুরূপে নিহত হইল। এই লোক সমষ্টির কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন কালে এরূপ ধুলিজাল উত্থিত হইয়াছিল যে, সম্মুখের লোঁক তাহাদের কণ্ঠোত্থিত কাতরতা ব্যঞ্জক স্বরে, এবং অশ্বের কষাঘাত শব্দে অনুমিত হইয়াছিল।

মেষপালক পশুগণকে, অথবা ব্যাঘ্র যেরূপ কুরঙ্গযুথকে

বিতাড়িত করিয়া থাকে, অলিকসন্দর সেইরূপ দারার পতঙ্গ পালের ন্যায় সৈন্যগণের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই অনুসরণকালে, অলিকসন্দরের সৈন্যগণ এতঅধিক সংখ্যক হত্যা করিয়াছিল যে, তাহাতে তাহাদের শাণিত অস্ত্র ধার রহিত এবং হস্ত অবসন্ন হইয়াছিল। এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধে এরিয়ান বলেন, ৩'লক্ষ পারস্যবাসী নিহত হইয়াছি। তার পর আরো অনেক লোককে বন্দী করিয়া পরে হত্যা করা হয়। কুর্ত্তিয়াস্ ও ও ডিওডোরস্ বলেন যথাক্রমে ৪০ হাজার এবং ৯০ হাজার পারসীক সৈন্য নিহত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অলিকসন্দরের, এরিয়ান বলেন, ১শত, কুর্ত্তিয়স্ ৩শত এবংডিওডোরস বলেন ৫শত মাসিদন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। খৃঃপূঃ অঃ ৩৩১ সেপ্টেম্বরমাসে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী দারাকে পরিত্যাগ করেন।

এসিয়াবাসীর পরাজয়ে, ইয়ুরোপীয়েরা তাহাদিগকে কাপুরুষ —স্ত্রী প্রকৃতি সম্পন্ন, ভীরু, ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে একটু ভাল করিয়া দেখিলে ইহাতে তাহাদের ভীরুতা বা কাপুরুষতা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা যাহার জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সে যদি রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যায়; তাহা হইলে তাহার প্রজাগণের রণস্থল পরিত্যাগে দোষ কি? প্রজাগণের সহিত রাজার শত্রুর কোন প্রকার বিদ্বেষ থাকিতে পারে না। এইজন্য রাজ-তন্ত্রের প্রজা, শত্রুর প্রতিকূলাচরণ না করিলেও তাহারা দোষাবহ হইতে পারে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের প্রজার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। প্রজাতন্ত্রের সেনা পরাজিত হইলে সে

দেশের সমস্ত প্রজার, শত্রুর বিরুদ্ধে খড়্গপাণি হওয়া উচিৎ। তাহারা নিজের দেশের নিজেরা রক্ষক; তাই প্রজা সমষ্টির সর্ব্বতোভাবে শত্রুর প্রতিকূল আচরণ করা উচিৎ, তাহা না করিলে তাহারা পাপভাগী হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পর অলিকসন্দর, দ্রুতবেগে দারার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিনেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দিবালোক ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা গমন করিতে বিরত হইলেন না। পার্ম্মিণিও তাঁহার সৈন্য সহ শত্রুর পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি পারসীকদের শিবিরে যে সকল অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য ছিল, সেই সকল দ্রব্য সহিত হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতির অধিকার করেন। অলিকসন্দর লাইকস নদীর তটে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া; দারার উদ্দেশে মধ্যরাত্রে আবার দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দারা, আরবেলাতে অবস্থান না করিয়া, পলায়ন করিয়া ছিলেন, তাই অলিকসন্দর এ স্থানে দারার সন্ধান পাইলেন না। দারাকে হস্তগত করিতে না পারিলেও অলিকসন্দর দারার ধনরত্ন এবং তাঁহার রথ দ্বিতীয়বার হস্তগত করেন।

অলিকসন্দর ব্যাবিলন অভিমুখে আবার গমন করিতে লাগিলে।—ব্যাবিলনের যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন; তখন সৈন্যগণকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অলিকসন্দরকে আগমন করিতে দেখিয়া সপুরোহিত শাসনকর্ত্তা ব্যাবিলন বাসীকে সঙ্গে লইয়া অলিকসন্দরের প্রত্যুগমন করেন। অলিকসন্দর বিনা বাধায় নগর, দুর্গ ও প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি, যে সকল মন্দির জ্যারাকস্যাস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাহা পুর্ণনির্ম্মাণ করিতে

আদেশ দেন। এ স্থানে অবস্থানকালে তিনি সৈন্যগণকে প্রচুর অর্থ পারিতোষিক প্রদান করেন। প্রত্যেক মাসিদন অশ্বারোহী ৩৬০ টাকা, গ্রীকঅশ্বারোহী ৩শত, মেসিদন পদাতিক ১২০ টাকা, এবং অন্য পদাতিক দুইমাসের বেতন পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এস্থান হইতে অলিকসন্দর ২০ দিনে গমন করিয়া সুসানগর অধিকার করেন। জারেকসস গ্রীস হইতে যে সকল দেবমুর্ত্তি এবং অন্যান্য দ্রব্য জয় করিয়া আনিয়াছিলেন ; অলিকসন্দর সেসকল দ্রব্য হস্তগত করিয়া আবার গ্রীস দেশে প্রেরণ করেন। সময় প্রভাবে অদ্য যে লুণ্ঠিত হইতেছে ; কল্য সে তাহাকে লুণ্ঠন করিয়া স্বীয়দ্রব্য পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে, ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। বহুদিনের পর, গ্রীস আপনার সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছিল একথা বলাই বাহুল্য। এ সকল দ্রব্য ছাড়া ১৮ কোটি টাকার স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বহুমুল্য দ্রব্য অলিকসন্দর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুসাহইতে অলিকসন্দার পথিমধ্যস্থ প্রদেশসকল অল্পআয়াসে হস্তগত করিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশে যাহারা তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করিল, তাহাদিগকে তিনি ছলে, বলে, কৌশলে, ধ্বংস করিয়া পারস্যের রাজধানী ইস্তাকর, বা তক্তইজামসেদ, (গ্রীকদের কাছে পারসি পলিস নামে অভিহিত হয়) অভিমুখে গমন করেন। পাছে পারসীক সৈন্য রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করে এই আশঙ্কায় তিনি অতি দ্রুতগতিতে গমন করিয়া নগর অধিকার করেন। অলিকসন্দর এ স্থানে বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেন। পার্মিনিও প্রভৃতি অভিজ্ঞ সেনানী কর্ত্তৃক

তিনি নিষিদ্ধ হইলেও, একটা বেশ্যার কথায় এই সমৃদ্ধিশালী জনপদ অগ্নিযোগে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। অলিক-সন্দর, তাঁহার নেশার ঝোঁক কাটিয়া গেলে ইহার জন্য যথেষ্ট অনুশোচনা করেন! এই স্থানে তিনি বহুমুল্য দ্রব্য ব্যতীত ১২ হাজার টালাণ্ট বা ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষের ও বেশী টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পারসিপলিস পরিত্যাগ করিয়া, অলিকসন্দর দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে দারার অন্বেষণে গমন করিতে লাগিল। অলিক-সন্দর যেরূপ দ্রুতবেগে নদ,নদী, পর্ব্বত, বন, মরুভূমি, অতিক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রিতেও তিনি, অকাতরে গমন করিয়া-ছিলেন। অনেক সময় বিশ্রাম, নিদ্রা, এমন কি উপযুক্ত পরিমাণে ভোজনও, প্রাপ্ত হন নাই। যে পর্য্যন্ত না তিনি অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া ছিলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার অন্য কোন চিন্তা ছিল না। প্লুটার্কবলেন অলিকসন্দর ১১দিনের ভিতর ৩৯০ মাইল অতিক্রমণ করিয়াছিলেন।

দারার শেষদৃশ্য অতিব শোচনীয়, তিনি শত্রুর ভয়ে, নিজের দেশে গোপনভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া-ছিলেন।—তাঁহার কর্ম্মচারীরা একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিল। যখন তিনি ঘোর-তর বিপদের সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া দীনবেশে নির্ব্বাশিতের ন্যায় অবস্থান করিতে ছিলেন; তখন তিনি নিজের বিশাসঘাতক কর্ম্মচারী কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অবশেষে তাহাদে-রই হাতে নিহত হন। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেন, অলিকসন্দর

অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া গমন করিলেও, দারাকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে পান নাই। তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু-অক্ষহিনীর পরিচালক, পারস্য সাম্রাজের নিয়ন্তা—নানাজাতির অধীশ্বর, দারা একমাত্র প্রভুভক্ত কুকুর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অনাথের ন্যায় ভূমিতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। অলিকসন্দর অত্যন্ত কঠোর হৃদয় হইলেও, তিনি তাঁহার সমান শতসহস্র মনুষ্য হত্যার কারণ স্বরূপ হইলেও, দারার এ দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি কোমল মতি বালকের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া নিজের পাপের লঘুতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। দারা পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রমে অল্পদিন রাজ্যভোগের পর ৩৩০ খৃঃ পূঃ জুলাই মাসে ইহলীলা সম্বরণ করেন। অলিকসন্দর, দারার শব অধিকার করিয়া তাঁহার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া মহত্তের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পারসিপলিসের যে সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সমাহিত হইয়া ছিলেন, অলিকসন্দর দারাকেও তাঁহার পদোচিৎ রাজ সম্মানের সহিত সমাহিত করিতে আদেশ প্রদান করেন।

এ সময় অলিকসন্দরের চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার মদ্যপানের মাত্রা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল, তিন শতেরও অধিক পরিমাণে সুন্দরী তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, সমস্ত রাত্রি নৃত্য-গীতে অতিবাহিত হইত, ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হওয়াতে তিনি এখন হইতে তোষামদ প্রিয়, দুর্ব্বল হৃদয়, উদ্ধত স্বভাব, হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দরের সৈন্যগণ এ স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে

নিরস্ত করিয়া ব্যাক্ত্রিয়া অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পথে স্থানে স্থানে তিনি যে বাধা প্রাপ্ত হন নাই এরূপ নহে; কিন্তু সে সকল বাধা তাঁহার দুর্জ্জয় ইচ্ছার কাছে পরাভূত হইয়াছিল।

অলিকসন্দর, যে সময় ব্যাক্ত্রিয়া অভিমুখে গমন করেন, সে সময় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রে পার্ম্মিণিও পুত্র ফিলট, কতদুর লিপ্ত ছিলেন তাহা ভালরূপ জানা না গেলেও, তাহাকে জীবন প্রদান করিতে হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রে দুষ্ট না হইলেও প্রকাশ্যভাবে ফিলট, অলিকসন্দরের কার্য্যের সমালোচনা করিতেন, তিনি ও তাঁহার, পিতা পার্ম্মিণিও তাঁহার এ সৌভাগ্যের কারণ, ইত্যাদি নানাপ্রকার কথায় শ্লাঘা প্রকাশ করিতেন। কোন পত্রে তিনি, অলিকসন্দর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "যে নিজেকে যুপিটারের পুত্র বলিয়া মনে করে, তাহার আজ্ঞাধীনে যে অবস্থান করে সে ব্যক্তি দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই"। এই কথা তাঁহার শত্রুপক্ষীয়, অলিকসন্দরকে অবগত করাইলে; তিনি যে সবিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। অলিকসন্দর, প্রথমে ফিলটকে ক্ষমা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শত্রুর প্ররোচনায় পরে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। পার্ম্মিণিও, এ সময় সৈন্য সহ দূরতর প্রদেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনিও যে দোষী তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হইল না। যে হেতু তিনি ফিলটের পিতা, এবং কোনপত্রে পুত্রকে লিখিয়া ছিলেন যে "তুমি নিজেকে খুব সাবধানে রক্ষা করিবে"। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনিও পুত্রের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পার্ম্মিণিওকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে, অলিকসন্দর প্রেরণ

করিলেন। বন্ধু, বন্ধুকে হত্যা করিবার জন্য অতি শীঘ্রগতিতে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া, অলিকসন্দরের পত্র প্রদান করেন। ইহা পাঠকালে তিনি, পাপিষ্ঠের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্লিতস, অলিকসন্দরের একজন বিশ্বস্ত সেনানী। ইনি গ্রানিকস যুদ্ধে, নিজের প্রাণপরিত্যাগ সম্ভাবনা সত্বেও, অলিকসন্দরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্ম্মিণিওর মৃত্যুর পর, ইহাঁকে অলিকসন্দর কোন এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। গমন করিবার পূর্ব্বে, অলিকসন্দর তাঁহার সম্মানের জন্য নৈশভোজের অনুষ্ঠান করেন—ভোজনকালে প্রচুর পরিমাণে সুরা ব্যবহৃত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে অলিকসন্দর, নিজের বীরত্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া, নিজের উৎকর্ষ, এবং পিতা ফিলিপের অপকর্ষতা বুঝাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ ক্লিতস, ফিলিপের অধীনতায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অতীত যুদ্ধের কথা অস্পষ্ট স্বরে কহিতে ছিলেন—অলিকসন্দর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিতেছ? তখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না সকলেই নির্ব্বাক। ক্লিতস ঐখন মদ্যের ঝোঁকে আরো উচ্চস্বরে ফিলিপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "সে সময় ফিলিপের সমকক্ষ কেহই ছিলনা।" ইহাতে যুবকদল প্রতিবাদ করিয়া, অলিকসন্দরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। ক্লিতস, আরো উত্তেজিত হইয়া ফিলিপের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনানী পারমিনিওর গুণ কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার হত্যা সম্বন্ধে বিচারের উপর দোষারোপ করেন। অলিকসন্দরের ধৈর্য্য লোপ হইল। তিনি আসন হইতে উত্থান করিয়া তীব্র ভর্ৎসনায় তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। ক্লিতস, তাঁহার বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "এই সেই বাহু, যে বাহু গ্রেণিকসে

আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, আপনার হস্তে কিরূপ পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, তাহা পারমিনিওর অদৃষ্টে বেশ প্রকাশ পাইতেছে।" এই কথা শুনিয়া অলিকসন্দর, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে স্থান পরিত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল—গমনকালে ক্লিতস বলিলেন, "যে সত্য কথা বলে, এরূপ স্বাধীনচেতাকে কোনরূপেই তাঁহার নিকট বসিতে দেওয়া উচিত হয় না, এখন বর্ব্বর ও ক্রীতদাসদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তাহারা, আপনার পারসীক কটি-বন্ধন এবং সুন্দর পরিচ্ছদ দেখিয়া প্রশংসাবাদ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া অলিকসন্দর, প্রহার করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা, অলিকসন্দরকে ধরিয়া ফেলিল, এবং অপরে ক্লিতসকে ধরিয়া অপর গৃহে লইয়া গেল। মদ্যপানে উন্মত্ত ক্লিতস, পুনর্ব্বায় অন্য দ্বার দিয়া আসিয়া আবার অলিকসন্দরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহার উদ্দেশে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যাও ফিলিপ ও পারমিনিওর সহিত মিলিত হওগে।"

অনেকেই অলিকসন্দরের এরূপ দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। কেহ যে তাঁহাকে এ সময় গুপ্তভাবে হত্যাকরে নাই, ইহা তাঁহার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। মেসিদনরা উৎপীড়িত হইলে, তাহাদের রাজাকেও দণ্ড দিতে আলস্য প্রকাশ করে না। অলিকসন্দরের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী, মেসিদনের আট জন রাজার মধ্যে, দুইজন স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। এক জন যুদ্ধক্ষেত্রে আর অপর পাঁচজন অকস্মাৎ ঘাতক হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। পারসীকগণকে পরাজয় করিলেও, অলিকসন্দর পারসীক বিলাসীতার কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন—মানুষ বিলাসী হইলে দুর্ব্বল হৃদয় হইয়া পড়ে, সকল সময়ে কর্ত্তব্য স্থির করিতে সমর্থ হয় না। ধীরে ধীরে এই সকল লক্ষণ, অলিকসন্দরে বেশ লক্ষিত হইয়াছিল। ফিলটের ঘটনার পর হইতে; অলিকসন্দর একজনের হস্তে সমস্ত সহচরসৈন্যের ভার না দিয়া, বিভক্ত করিয়া দিলেন, এবং নিজেকে রক্ষা করিবার পক্ষেও মনোযোগ দেন।

অলিকসন্দর, কখন চিরতুষারাবৃত পর্ব্বত, কখন নিবিড় অরণ্য, কখন সুপ্রশস্ত স্রোতস্বতী, কখন বা সুবিস্তৃত মরুভূমি, অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া; দেশের পর দেশ, আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। যে স্থানে তিনি বাধা প্রাপ্ত হইলেন, সে স্থান তাঁহার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল—সমরকন্দের নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে উপস্থিত হইলে, সেখানকার লোকেরা তাঁহার লোকের উপর কিছু অত্যাচার করে। ইহাতে সে স্থানের বহুসংখ্যক লোককে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। যাহারা নিজেদের স্থানের দুর্গমতার উপর নির্ভর করিয়া অলিকসন্দরের প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিল, তাহারা অবশেষে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অধীনতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইল—যাহারা, অলিকসন্দর বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন অবগত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করে, তাহাদিগকে পশ্চাৎ নিজেদের শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে রুধির ধারা প্রদান করিয়া, সে অনল নির্ব্বাপন করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ বিষয়ে, তাঁহার দুরাধর্ষ ইচ্ছা, তাঁহার

সেনানী ও সৈনিকগণ মধ্যে অনুক্রামিত হইয়া, তাহা-দিগকে দুরাক্রম্য করিয়াছিল। তাহারা সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হওয়াতে, ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধেও জয়লাভ না করিয়া তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ঘৃণা বোধ করিত। মধ্য এসিয়ায় নিকটবর্ত্তী, সে সকল প্রদেশের জনগণ অপেক্ষা,মাসিদনেরা অধিক বলশালী নাহইলেও,তাহাদের নামের প্রতাপে শত্রু হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত হইয়াছিল। দরিদ্র গৃহস্থের সর্ব্বপ্রথম ধন সঞ্চয় করাঅত্যন্তকঠিন। কিন্তু কোন রূপে সেই মিতাচারী গৃহস্থের, একবার ধন সঞ্চিত হইলে, তারপর খুব শীঘ্র সে অনায়াসে যেরূপ বিপুল ধনের অধীশ্বর হয়। ঠিক সেইরূপ, কোন দুর্ব্বল জাতি সর্ব্বপ্রথমে ঘোরতর অধ্যবসায় সহকারে, শত্রু হৃদয়ে, তাহাদের রণবিষয়িণী প্রচণ্ডতা, কোনরূপে দৃঢ়াঙ্কিত করিতে সমর্থ হইলে, উত্তরোত্তর তাহাদের কার্য্য সকল অনায়াস সাধ্য হইয়া থাকে। জয়শ্রীর প্রথম প্রতিষ্ঠা, সুকঠিন হইলেও, ভক্ত, প্রাণের বিনিময়ে তাহা সম্পাদনে অগ্রসর হন বলিয়াই, কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া থাকেন। গ্রেণিকস, প্রভৃতি যুদ্ধে দারুণ বিক্রম দেখাইয়া, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এ সকল স্থানবাসী তাঁহার নামের প্রতাপে পরাজিত হইয়াছিল।

অলিকসন্দরের অতুল সমৃদ্ধি লাভের সহিত, গ্রীস দেশ হইতে তিনি নানাশ্রেণীর লোককেআমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভা পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে গ্রন্থকার, কবি, দার্শনিকদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। দেবপুত্র অলিকসন্দর, পারসীক আচার ব্যবহারের খুব পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। পারসীকেরা ভূমিস্পর্শ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করে—তাঁহার "স্বদেশবাসী মাসিদনেরা, তাঁহাকে সহচর, ফিলিপ পুত্র, ও রাজা বিবেচনা

করিয়া, তাহাদের স্বদেশী প্রথায় সম্মান দেখাইয়া থাকে। দেব-পুত্রের ইহা ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, মেসিদনরা, পারসীক প্রথা অনুকরণ করিয়া, ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করুক। কএক জন গ্রীক পণ্ডিত, তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। আরিস্ততল অন্তে বাসী, স্বাধীনচেতা কালীস্থানী, ইহার বিরুদ্ধে অভিমতি প্রকাশ করিয়া বলেন, দেবতাকে যেরূপ ভাবে অভিবাদন করা হয়, অলিমফিয়ার পুত্রকে সেরূপভাবে কখনই অভিবাদ করা যাইতে পারে না। অধিকাংশ মেসিদনও গ্রীকবাসী, কালীস্থানীর কথা, প্রকাশ্য কিছু না কহিয়া মনে মনে অনুমোদন করিল। দেবপুত্র, মেসিদনদের মনের ভাব বুঝিয়া এবিষয় আর বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। এক দিন অলিকসন্দর, তাঁহার সহচর ও সমাগত গ্রীকগণসহ মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলে,তিনি সুরাপান করিয়া সুবর্ণময়পান পাত্র, পার্শ্ববর্ত্তী-কে পান করিতে প্রদান করিলেন; তিনি পূর্ব্বনিয়ম অনুসারে,পান করিয়া, অলিকসন্দরকে পারসীক প্রথায় অভিবাদন করেন,তিনিও তাহাকে চুম্বন করিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভি-নীত হইয়া, যখন কালীস্থানীর সময় উপস্থিত হইল, তিনি ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন না করিয়া, অলিকসন্দরকে চুম্বন করিতে অগ্রসর হন। সে সময় দেবপুত্র, অন্যের সহিত আলাপ করিতে-ছিলেন, কালীস্থানী কিরূপ অভিবাদন করিলেন, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই,যখন অবগত হইলেন, কালীস্থানী অভিবাদন করেন নাই, তখন তিনি তাঁহাকে চুম্বন করিবার অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। ইহাতে কালীস্থানী বলিয়া উঠিলেন, "আমার একটি মাত্র চুম্বনের ক্ষতি হইল।"

ইহা বলিয়া তিনি, অলিকসন্দরের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করেন। ইনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির, যথেচ্ছাচারী নরপতিকে, কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা ফিলটের সহিত তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল; তাহাতে বেশ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক সময় ফিলট, কালীস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি আমাকে সত্য করিয়া বলুন এথেন্স বাসীরা কাহাকে বিশেষ সম্মানে গৌরবান্বিত করিয়া থাকে। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন "হারমোদিঅস এবং অরিস্থজিতন"—ইঁহারা, দুইজন অত্যাচারীর মধ্যে, একজনকে যম ভবনে প্রেরণ করিয়া দেশকে অত্যাচার মুক্ত করিয়াছিলেন। ফিলট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন যদি কেহ, কোন অত্যাচারীকে হত্যা করে, তাহা হইলে আপনি তাহাকে গ্রীসের কোন দেশে, পলায়ন করিয়া যাইতে পরামর্শ দেন।" পুনরায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "গ্রীসের মধ্যে যদি কোন দেশ, নির্ব্বাসিতকে রক্ষা করিতে পারে, তবে সে এথেন্স—কারণ ইতিপূর্ব্বে এথেন্সই দুরাত্মা অত্যাচারীর নিধন কর্ত্তাকে রক্ষা করিয়া, যুদ্ধ সমুদ্রে অবগাহণ করিতেও পশ্চাদপদ হয় নাই।" ইনি অলিকসন্দরকে এক সময় বলিয়াছিলেন, "অলিকসন্দর, তোমার দ্বারা আমার সন্মান বর্দ্ধিত হইবে না. কিন্তু আমারদ্বারা তোমার কীর্ত্তি, মনুষ্য সমাজে ঘোষিত হইবে।" বলাবাহুল্য অলিকসন্দরের বর্ত্তমান অবস্থায়, কালীস্থানীর ন্যায় স্বাধীনচেতা স্পষ্টবাদী পুরুষ ভাল লাগিল না—তাঁহাকে অলিকসন্দরের বিদ্বেষ-বহ্নিতে জীবন প্রদান করিতে হইয়াছিল।

এই সময় অলিকসন্দরের জীবন নাশের জন্য তাঁহার যুবক

কর্ম্মচারীরা একবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিলিপের সময় সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রগণ, রাজবাটীতে অবস্থান করিয়া, রাজসভার আদব কায়দা শিক্ষা করিত—রাজার শরীর রক্ষা করিত, এবং গৃহকার্য্য বিষয়ক আদেশ পালন করিত। এক সময় অলিক-সন্দর, মৃগয়া করিতে গমন করিলে, একটা বন্য বরাহ, অলিক-সন্দর অভিমুখে দ্রুতবেগে আগমন করে। যুবক মনে করিয়া-ছিল, বরাহের আগমন অলিকসন্দর টের পান নাই। তাই সে ভল্লাঘাতে বরাহ হত্যা করে। এই অপরাধে সে প্রহৃত হইল, তাহার নিকট যে ঘোড়া ছিল, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়, ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, সে তাহার অন্য সহচর সহ মিলিত হইল। অলিকসন্দর যখন শয়ন করিয়া থাকিবেন, সেই সময় তাঁহাকে হত্যা করা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

যে রাত্রে হত্যা করা হইবে, সে রাত্রে অলিকসন্দর শয়ন করিলেন না। একজন স্ত্রী, সময় সময় আবিষ্ট হইয়া যাহা বলিত অনেক সময় তাহা সত্যে পরিণত হইত, অলিকসন্দর তাহার কথায় নিবারিত হইয়া, মদ্যাদি পান করিয়া রাত্রি যাপন করেন।

প্রভাতে একজন লোক তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের কথা নিবেদন করিল। যে যে লিপ্ত ছিল তাহারা সকলে বন্দী হইল। হারমো-লেয়স দোষ স্বীকার করিয়া বলিল "কোন স্বাধীনপুরুষ, ইহার দাম্ভিকতা আর সহ্য করিতে পারে না—ইনি অন্যায় করিয়া ফিলটকে নিহত করিয়াছেন—নির্দ্দোষ পার্ম্মিণিও এবং অন্যান্য পুরুষগণকে হত্যা করিয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন—মদ্য-পানে উন্মত্ত হইয়া ক্লিতসকে বধ করিয়াছেন—ইনি স্বজাতীয়

পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, বিজাতীয় পরিচ্ছদে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতেছেন—ইনি বিদেশী অভিবাদন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন—ইহার প্রবর্ত্তিত পানোৎসবের ফলে লোক সকল অলস ও নিদ্রালু হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমি আমার স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” বলা বাহুল্য যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ;ছিল তাহারা উৎকট যন্ত্রনাভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

এ সময় অলিকসন্দরের নিকট, ইয়ুরোপীয় সিথিয়ানদের নিকট হইতে দূত আসিয়া তাহাদের অধীনতা জ্ঞাপন করে। কৃষ্ণসাগরের উপকূলবাসীদের রাজ্য এবং স্ত্রীরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য তিনি দূতগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে সময়ান্তরে আক্রমণ করিবেন ; বর্ত্তমান সময়ে তিনি ভারতবিজয়ের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, ইত্যাদি কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় প্রদান করেন।

সম্পূর্ণ ব্যাক্ট্রিয়া অধীনে আনয়ন করিতে, অলিকসন্দরকে বড় কমউদ্বেগ পাইতে হয় নাই। সহজে তাহারা দাসত্ব পাশে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় নাই—সামন্ত নরপতিগণ যে যথায় আশ্রয় পাইল, সে তথায় গমন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। যাহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পরিল না, তাহারা অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিল। অক্ষয় রথী বা অজয়রথী নামক একজন নরপতি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে স্ত্রী পুত্র পরিজন সহ অবস্থান করেন। যে সকল সোগোডবাসী, অলিকসন্দরকে তুচ্ছ বোধ করিয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন—এস্থান অলিকসন্দরের হস্তগত হইলে, তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবার স্থান

কোন স্থান ছিল না—এই জন্য অলিকসন্দর এই দুর্ভেদ্যদুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। দুর্গ-বাসীরা প্রচুরপরিমাণে খাদ্যদ্রব্য, ইহার মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং অনাহারে মরিবার ভয়ে আত্মসমর্পণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। দারুণ শীতে সর্ব্বত্র তুষার পতিত হওয়াতে সেই অতি উচ্চ দুর্গম পর্ব্বত অধিকতর দুর্গম হইয়াছিল। অলিকসন্দর বাহ্লীকগণকে বহু সুবিধা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আত্মসমর্পণের জন্য আদেশ করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া উত্তর দিল, আপনি পক্ষধর সৈন্য আনয়ন করুন, অন্যথা ইহা হস্তগত হইবে না। এই বিদ্রূপে অলিকসন্দরের সমস্ত শক্তি উত্তেজিত হইল। যে কোনরূপে হউক, ইহা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। অলিকসন্দর, দুর্গম পর্ব্বত আরোহণে সুনিপুন সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া বলিলেন, যিনি ইহাতে সর্ব্বপ্রথম আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, তিনি ১২ টালাণ্ট অর্থাৎ প্রায় ৪৪ হাজার টাকা, ২য় ব্যক্তি দ্বিতীয়, তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয়, পুরস্কার এবং এইঅনুপাতে শেষ ব্যক্তি প্রায় ৫০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইবে। এই পুরস্কারের কথা শুনিয়া মেসিদনদের আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় তিনশত ব্যক্তি প্রস্তুত হইল—তাহারা গভীর রাত্রে যে স্থান অত্যন্ত দুরারোহ—যে স্থানে শত্রু আরোহণের কোন সম্ভাবনা নাই, অলিকসন্দরের অদ্ভুত কর্ম্মা সৈনিকগণ—শিবিরের রজ্জু বন্ধনের লৌহকীলক ও রজ্জু লইয়া সেই দুরারোহ স্থানে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কোন স্থানে কঠিন বরফ পাইল, কোন স্থানে মৃত্তিকা পাইল, তাহারা সেই সেই স্থানে পেরেক বিঁধিয়া

তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে উঠিবার সময় তিরিশজন সৈনিক পড়িয়া গিয়া জীবন পরিত্যাগ করে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেবের উদয়ের সহিত, তাহারা পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া বিজয় পতাকা সঞ্চালন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে উপরিভাগ অধিকার করিতে দেখিয়া, অলিকসন্দর, দুর্গের দ্বারদেশে দূত পাঠাইয়া বাহ্লীকগণকে বলিলেন, ঐ দেখ, পক্ষধর সৈনিকগণ তোমাদের উপরিভাগ অধিকার করিয়াছে, আর নিচেও সৈন্যগণ অস্ত্রপাণি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তোমরা এখনও আত্মসমর্পণ করিলে রক্ষিত হইবে। দুর্গমবাসীরা সৈন্য দেখিয়া একেবারে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া পড়িল—শত্রুর সংখ্যা জানিবার শক্তি তাহাদের অন্তর্হ্ত হইল—তাহারা মনে করিল দুর্গ শত্রুপূর্ণ হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা বিড়ম্বনামাত্র। এই যুদ্ধে অলিকসন্দরের হস্তে যাহারা পতিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রসনা [বা রুক্মনা] নাম্নী রাজকন্যা সমধিক উল্লেখ যোগ্যা—দারার মহিষী ব্যতিত তাঁহার মতন সুন্দরী সে কালে আর কেহ ছিল না। অলিকসন্দর কালক্রমে তাঁহার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন।

বাহ্লীক বিজয়ের পর অলিকসন্দর পরাইতকালী (পার্ব্বতীয় ?) দেররাজ্য আক্রমণ করিলেন। অক্‌সস নদীর তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা অবস্থান করিত। সম্ভবতঃ ইহারা তক্ষবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের একটি শাখা—তাহারা পার্ব্বত্যদুর্গে অবস্থান করিয়া দৃঢ়তার সহিত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহারা যে গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা গ্রীকদের কাছে চেরিনী বা চারুনীর পর্ব্বত নামে উল্লি-

খিত হইয়াছে। এই দুর্গে এ দেশের নরপতি ব্যতীত অন্যান্য অনেক নৃপতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই চারু-নীরপর্ব্বত উচ্চতায় প্রায় ২০ এবং পরিধিতে প্রায় ৬০ ষ্টেড হইবে। এক জন লোকের গমনোপযোগী একমাত্র পথ, ইহার পাদদেশে প্রায় চতুর্দ্দিক গভীর নদী বেষ্টিত হওয়াতে ইহার দুর্গমতাকে আরো অধিকপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। অলিকসন্দর ইহার দুর্গমতা দেখিয়া ইহাকে অধীনে আনয়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন—তিনি এই পর্ব্বতজাত বৃহৎ বৃহৎ দেবদারু বৃক্ষ সকল ছেদন করাইয়া, তাহার সাহায্যে এই নদীতে সেতু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন,একদল দিবাভাগে অপরদল রাত্রিকালে, কার্য্য করাতে এই কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। অলিকসন্দরের সেনাদল, এইরূপে অতিকষ্টে সেতু প্রস্তুত করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিয়া চারু-নীরবাসীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মাসিদনেরা,শত্রুরআক্রমণ বোধ করিবারজন্য,যে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার অন্তরালে অবস্থান করিয়া, তাহারা তীর ছুঁড়িতে লাগিল, শর দুর্গমধ্যে নিপতিত হওয়াতে, গ্রীকেরা বলেন, দুর্গবাসীরা তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারায়, ভয় বিহ্বল হইয়া, অলিকসন্দরের নিকট দূত প্রেরণ করে। মেসিদন-পতি, তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে বাহ্লীকপতি অজয়রথীকে তাহাদের কাছে প্রেরণ করেন। অজয়রথী, অবরুদ্ধ যোদ্ধাগণকে বলেন, অলিকসন্দরের বিজয়বাহিনীর কাছে ইহা কখনই অপরাজিত থাকিবেনা—ইহার রক্ষা ব্যর্থ হইয়া যাইবে ; এরূপ অবস্থায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিলে সকল দিক রক্ষা পাইবে—তিনি বড় ভাল লোক ইত্যাদি

কহিয়া স্বীয়দলভুক্ত করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর, উত্তম রাজ-নীতিকের ন্যায় চারু-নীরের অধিশ্বরের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে স্বীয় অধিকারে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তিনিও প্রচুরপরিমাণে ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া, তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের অভাব দূর করিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময়, বর্ত্তমান আফগানিস্থান—বলখ-বোখারা, সমরকন্দ, প্রভৃতি প্রদেশ হিন্দুরাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এ সকল প্রদেশের অধিবাসী ও রাজন্য বর্গের সহিত ভারতীয় নৃপতি ও অধীবাসী পরস্পর অপরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা পরস্পর তীর্থযাত্রা বাণিজ্য ও বিবাহ সম্বন্ধে অনেক সময় একতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিতেন। বর্ত্তমাণকালেও অনেক হিন্দু, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বলখ, প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। সে দেশে এরূপ জনপদ নাই, যথায় বর্ত্ত-মানকালেও হিন্দু বণিকেরা পণদ্রব্য আদান প্রদান করিতে গমন না করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে অলিকসন্দরের আগমন করিবার বহুপূর্ব্বেই, তাঁহার বিজয়বার্ত্তা বর্ত্তমান ভারতের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি অলিকসন্দরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, ভারতে আশ্রয় লইয়া ছিল; তাহাদের মুখেও সেকালের ভারতবাসীরা অলিকসন্দরের কথা অবগত হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, বহ্লীক বিজয়ের পর তাঁহার সৈন্যগণকে বলিয়াছিলেন, "এতদিনের পর আমাদের যুদ্ধশ্রমের অবসান

হইল। এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষে গমন করিয়া,তথাকার শ্রমবিমুখ লোকেদের নিকট হইতে, অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইব।” ইত্যাদি বলিয়া তিনি সৈন্যগণকে প্রলোভিত করিয়া ভারতবর্ষাভি মুখে আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে, সাধারণতঃ তিনি কিরূপভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন—ভারতবাসীরা এই ইয়ুরোপীয় দস্যুর করালকবল হইতে, কিরূপে আপনাদের স্বাধীনতা, আত্ম-মর্য্যাদা প্রভৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই সকল পবিত্রকাহিনী অগ্রে বর্ণিত হইবে।



রক্ষিত মূর্তির অনুরূপ

অলিকসন্দর। [১৪১ পৃ

ভারতে অলিকসন্দর।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে যে ভারতবাসী, পারস্যপতির রাজ্য রক্ষার জন্য, দলে দলে গমন করিয়া, অলিকসন্দরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। কএক শতাব্দীর পূর্ব্বে, যাহারা জ্যারেকসাসের (পারসীকনাম ইসফানদিয়ার) বিপুলবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া গ্রীক স্বাধীনতা সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য গ্রীক ভূমিতে উপনীত হইয়াছিল; অলিসন্দর, আমিষলুব্ধ শ্যেনের ন্যায় এক্ষণে সেই ভারতবাসীর পুণ্য ভূমির প্রতি লোল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায়, সে কালের ভারতের সীমান্ত প্রদেশ, নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ ছিল না, এক্ষণে যে সকল প্রদেশ ভারতের বহির্ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; সে কালে কিন্তু সে সকল প্রদেশ, আমাদের ভারত ভূমির অন্তর্গত ছিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও পরিপোষণ না করিলে, যেরূপ তাহা শরীর গত হইয়াও, তাহার উপর কর্তৃত্ব

থাকে না; সেইরূপ সেকালের বাহ্লীক, প্রভৃতি রাজ্য সকল ভারতের সাহায্যে পরিপুষ্ট না হওয়াতে, উহা ইহার অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার সময় সকল বিষয়ের সম্প্রসারণ হইয়া থাকে, আবার পরাধীনতার সহিত আচার ব্যবহার, ভাষা ও দেশ, সকল বিষয়ই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাই ঋষি, ভারতের সীমা নির্দ্দেশ কালে বলিয়াছেন যে, ইহার পশ্চিমে যবন, পূর্ব্বে কিরাতেরা অবস্থান করিয়া থাকে। ("পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাস্থিতা"। বিষ্ণুপুরাণ।) তখন ভারতের বাহুবল ছিল, তাই ঋষি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন, যবন ও কিরাতগণকে বাহুবলে বিতাড়িত করিয়া, যে দেশ অধিকার করা হইবে; তাহাই ভারতের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এক কালে ম্লেচ্ছভূমি ভারতভূমির অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; আবার এক সময় ভারতভূমি ম্লেচ্ছ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের হিন্দুর বাহ্লীক রাজ্য বিজয়ের পর, অলিকসন্দরের হৃদয়ে ভারত বিজয় বিষয়ক দুরাশা বদ্ধমূল হয়। ইতি পুর্ব্বে তিনি পারসীক সৈন্যের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যের শৌর্য্য, যুদ্ধ নিপুণতা, প্রভৃতির পরিচয় পাইয়াছিলেন এক্ষণে প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, তিনি, স্বীয় রণতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে উৎসুক হইলেন। ভারতবর্ষ না দেখিয়াই ইয়ুরোপীয়েরা বরাবরই ভরত বিষয়ক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ ব্যাধি, সে কালেও ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যাধির উগ্রতা উপলব্ধি করিয়া, প্রাচীন রোমিক পণ্ডিত্ ষ্টারবো, দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, যত সব মিথ্যাবাদীর দল ভারত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছে। অলিক

সন্দরের সহযাত্রীরা ভারত বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থ প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাও ষ্টারবোর অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ের গ্রীক, রোমক প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে সেই সকল গ্রন্থই প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। সে কালের গ্রীকগণ, যাহারা আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন; তাহারা আমাদের বিষয় ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই—তাহারা একরূপ শুনিয়া অন্যরূপ বুঝিয়াছে। আমাদের ভারতীয় নাম, তাহাদের জিহ্বায় অন্যরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। তাহাদের লিখিত, ভারতীয় নদ, নদী, জনপদের নাম,বর্ত্তমাণ কালে প্রহেলিকা স্বরূপ হইয়াছে। এই জন্য গ্রীক কথিত ভারত কাহিনী অপুর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়দের ভারত বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলেও তাঁহারা যেরূপ অসঙ্কুচিত ভাবে ভারত বিষয়ক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন; সেই রূপ সে কালে কেহ একটু বলশালী হইলেই, তিনি ভারত বিজেতা নাম গ্রহণ করিয়া, নিজেকে কৃত কৃতার্থ বিবেচনা করিতেন। এই রূপ দিওনিসস, হার কুলিস প্রভৃতির ভারত আক্রমণের গল্প কথা লইয়া, সে কালের গ্রীকেরা বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিত। অলিকসন্দর এই সকল কাল্পনিক কথার উপর বিশ্বাস না করিয়া, সত্য সত্যই ভারত আক্রমণ করিয়া ইয়ুরোপীয় ইতিহাসে বিশেষরূপে স্মরণীয় হইয়াছেন।

খৃষ্টের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ৩২৭ অব্দের, বসন্তের অবসানের পর যখন সূর্য্যের উত্তাপে পার্ব্বত্য পথের তুষার সকল গলিয়া গিয়া

গমনাগমনের উপযুক্ত হইল; সেই সময় অলিকসন্দর বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া, গ্রীক কথিত ভারতীয় ককেসস অর্থাৎ হিন্দুকোষ পর্ব্বত অতিক্রমণ করিয়া, ভারত অভিমুখে আগমন করেন। কেহ কেহ কহেন, এসময় অলিকসন্দরের সহিত ৫০।৬০ হাজারের বেশী তাঁহার স্বদেশীয় সৈন্য ছিলনা। আবার কেহ কহেন যে, তাঁহার সহিত ১ লক্ষ ২০ হাজার পদাতিক এবং ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। এই বিপুল বাহিনী ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার এবং আহার্য্য দ্রব্য সহ ঘোরতর দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রমণ করা বড় সহজ কথা নহে। অলিকসন্দর, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান খাওয়াক গিরিপথ দিয়া কোহ-ই দামনে আগমন করেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রমণ করিতে ১০।১১ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। ভক্ষ্য দ্রব্যের অভাব ব্যতীত, শীতের জন্যও সৈন্যগণকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এসকল বিপদ ব্যতীত এপ্রদেশে একপ্রকার বিষাক্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়া অনেক অশ্ব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। যাহারা কোন বড় কায করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন, বিপদ তাহাদিগকে কোন প্রকার বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। বরং বাধাপ্রাপ্ত হইলে যেন তাহাদের কার্য্যকারী শক্তি, সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া অভিষ্ট বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য, পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহারা অগ্রসর হইয়া থাকে। মধ্য এসিয়ার দারুণ উত্তাপ, বা এ প্রদেশের ভীষণ শীত, কিছুতেই অলিকসন্দরের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইল না। দুর্ব্বলদিগকেই, শীত, গ্রীষ্ম, বাধা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত; তিনি সকল

সময়েই শত্রুকে নিগৃহীত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন। যিনি, গ্রীষ্মের বা শীতের অনুকুল সময়ে, শত্রুকে জয় করিব বলিয়া অপেক্ষা করেন ; তিনি শীঘ্র বিজয় লাভে কতদূর কৃতকার্য্য হন,সে বিষয় অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ ক্লেশ সহনে অভ্যস্ত সৈন্যকে, পরাজয় করা বড় সামান্য কথা নহে। অলিকসন্দরের সৈন্যগণ, এরূপ ক্লেশ সহনে সবিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের অপেক্ষা শৌর্য্য ও বলশালী, কিন্তু ক্লেশ সহনে অপেক্ষাকৃত অপটু সৈন্যগণকে, তাই তাহারা বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মাসিদনপতি, হিন্দুকোষ হইতে অবতরণ করিয়া, ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন কালে গ্রীক নিকাইয়া (Nicaea) অর্থাৎ জয়পুর নামক * স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন। এস্থানে অবস্থান কালে বিশেষ সমারোহের সহিত তিনি এথিনাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর, এই স্থান হইতে তক্ষশীলার অধিশ্বর আম্ভি † সকাশে দূত প্রেরণ করিয়া উভয়ের অনুকূল স্থানে

* নিকাইয়ার ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাকে জালালাবাদের ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিম বর্ত্তমান নাঙ্গনিহার নামক গ্রামকে প্রাচীন নিকাইয়া বলিয়া থাকেন, অপরে কাবুলই সেই নগর ইহা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

† আম্ভি তক্ষশীলার রাজার নাম একথা কুর্ত্তিয়স্ উল্লেখ করিয়াছেন। আম্ভি পাণিনিরগণ পাঠ পরিগণিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া বিদেশী পণ্ডিতেরা পাণিনিকে মেসিদনাধিপের সমসাময়িক নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আম্ভি, বংশের নাম বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। এই মিলন ব্যাপারে অলিকসন্দরের নবীন শ্বশুর অজয়রথী কিরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা গ্রীক গ্রন্থকারগণ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ আম্ভি, অজয়রথীর কথায় সম্মোহিত হইয়া, নিজের বাহুবলের পরীক্ষা করিতে ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। তক্ষশীলার অধিশ্বর, তক্ষবংশীয় চারুণীর প্রভৃতি নৃপতিরা ও সেই বংশীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ যে, আম্ভির উপর কোনরূপ কার্য্যকর হয় নাই; একথা মনে হয় না। অলিকসন্দর যে সময় ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ের কিছু পূর্ব্বে আম্ভির পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। সুতরাং রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ আম্ভি যে,রাজধর্ম্ম ভুলিয়া,গিয়া শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অলিকসন্দরের পদপ্রান্তে পতিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। আর এক কথা, পঞ্চনদের অন্যতম অধীশ্বর মহাবাহুরুর সহিত তক্ষশীলার বিরোধ ছিল; তক্ষশীলাপতি কি, বৈদেশিক সাহায্যে সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য অলিকসন্দরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন? সে যাহাই হউক না কেন, তখন ভারতের ক্ষত্রিয়েরা, নিজেদের, ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দেন নাই। তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—গোব্রাহ্মণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, আপনার প্রকৃতি পুঞ্জকে প্রবল শত্রুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। দেশের এরূপ অবস্থায় তাহার ক্লীবতা পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষের ন্যায় পৌরুষের আশ্রয় লইয়া, অলিকসন্দরের প্রতিকূলে হস্তোত্তল করা উচিৎ ছিল। দুই হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপিও তাহার সেই

কাপুরুষতার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার স্বদেশবাসী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ক্রোধে গালি দিয়া থাকে, এবং তিনি সম্রাটপ্রদত্ত যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকে। হায়! যে সময় জননীগণ "পুত্র প্রথম শ্রেণীর গোলাম হউক", এই কামনার পরিবর্ত্তে, স্তন্য প্রদান-কালে বলিতেন "হে পুত্র তুমি—অসাধারণ ব্রতের পারগামী হইতে সমর্থ হও", * তখন কেন, এরূপ গর্দ্দভ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? যখন ছাত্রাবস্থায় কুমারকে শিক্ষিত করা হইত যে, "কখন মানুষের স্তুতি করিও না" †। তখন স্বাধীন আম্ভির একজন যবনের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলীপুটে স্তব করা অপেক্ষা, সহস্রবারও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা বিধেয় ছিল!

আম্ভি, অলিকসন্দরের আদেশক্রমে ২৫টা হস্তীসহ, আমাদের দেশের নানাপ্রকার উপাদেয় পদার্থ লইয়া, গ্রীকবীরকে পূজা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনি একাকী পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই; তাই সঙ্গে আরো কএকটি তাঁর মতন রাজাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, তাঁহার সৈন্যগণকে বিভক্ত করিয়া হিপাই-স্তিয়ন ও পার্দিকার অধীনতায় অর্দ্ধেক সহচর সৈন্য এবং সমস্ত বেতনভূক্ সৈন্য প্রেরণ করিয়া গ্রীক পিউ-ক লোতিস

* কুমারান্ হস্ম বৈ মাতরঃ পায়মানা আহু। ৬।
শক্করীণাং পুত্রকা ব্রতং পারয়িষ্ণবো ভবতেতি। ৭।
গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে তৃতীয় প্রপাঠকে দ্বীতীয়া খণ্ডিকা

† ন মনুষ্যস্য স্তুতিং প্রযুঞ্জীত ২৬। ৩ প্র। ৫ খ। ঐ

আমাদের পুস্কলাবতী * ও সিন্ধু অভিমুখে প্রেরণ করেন। তক্ষশীলার অধিশ্বর, পথ পরিদর্শকরূপে অবস্থান করিলেও, তাঁহারা নির্ব্বিবাদে অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে সমর্থ হন নাই। এই সকল সৈন্য, কাবুল নদীর তটের উপর দিয়া, খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রমণ করিলে, পুস্কলাবতীর জনৈক নরপতি, এই বৈদেশিকদিগের আগমন পথে বাধা প্রদান করেন। তাঁহার বীর্য্যবত্তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ণ এক মাস কাল তাঁহারা অলিকসন্দরের বিজয়বাহিনীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে সেই স্থানের পতনের সহিত, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর বিধ্বংস হইয়াছিল। গ্রীকেরা, এই বীরবরকে অস্তীশ (হস্তীশ) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা আর একটী কথা লিখিয়াছেন যে, হস্তী-বল সম্পন্ন হস্তীশের, একজন লোক, তাঁহার পতনের পূর্ব্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তক্ষশীলাপতির কাছে আগমন করিয়াছিল। এই লোকটী অলিকসন্দরের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে পুস্কলাবতীর নগরপাল নিযুক্ত হন। এখন সন্দেহ হয়, এই লোকটার বিশ্বাসঘাতকতায় কি হস্তীশের পতন হইয়াছে? অলিকসন্দরের পিতা, সুবর্ণ সাহায্যে জয় করিতে পারিলে, কখন তরবারি কোষ মুক্ত করিতেন না—জানিনা ভারতের দ্বারে সেই নীতি কত দূর অবলম্বিত হইয়াছিল। পাঠক! আপনারা

* * পুস্কলাবত বা পস্কলাবতী ও তক্ষশীলা অতি প্রাচীন নগরী, ভরত গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া ইহা স্থাপনা করেন। পেশাওয়ারের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান চারসদা, প্রাচীন পুস্কলাবতী বলিয়া বিবেচিত হয়। রাওলপিণ্ডীর নিকট কালাকিসরাই রেলওয়ে ষ্টেষণের নিকট সাহধেরির নিকটবর্ত্তী গ্রামসমুহ তক্ষশীলা। এস্থানে ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

যদি এপ্রদেশে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে দেশের প্রকৃতিক অবস্থা একবার স্মরণ করুন। কিরূপ দুরারোহ পর্ব্বত সকল এ প্রদেশকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে—পুরুষের অল্প-মাত্র প্রযত্নে প্রবল শক্রকেও কেমন বাধাপ্রদান করা যায়। স্বভাব দুর্গম পর্ব্বত সকল প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেও, স্বদেশ-দ্রোহীর দল, অলিকসন্দরের অনুকূল হওয়াতে, তিনি প্রায় বিনাবাধায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হিপাইস্তিয়ন, নানাপ্রকার ফলমূল পুষ্প শোভিত গান্ধার দেশের উর্ব্বর উপত্যকা ভূমি অতিক্রমণ করিয়া;সিন্ধু নদের তটে উপস্থিত হইলেন। এস্থানে তিনি, অলিকসন্দরের উপদেশ অনুসারে সিন্ধু পার হইবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অলিকসন্দর, অবশিষ্ট সহচরসৈন্য, ঢালী, অশ্বারোহী, ধনু-র্দ্ধারী, ভল্লধারী, প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সৈন্য লইয়া—আসপাসিয়ান, গৌরিয়ান এবং অশ্বকাণীর দেশ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অধ্যবসায়ের অবতার অলিকসন্দর, যে পথ অবলম্বন করিয়া এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এরূপ জটিল, ও দুর্গম, যে বর্ত্তমান কালে তাহা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। যে কালে মানচিত্রের ব্যবহার, ও দিগ্‌নিরূপণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই ; সেইকালে এই পার্ব্বত্য দুর্গম প্রদেশে প্রতিপদে শক্র-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া, দিগ্‌নিরূপণ পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া বড় সামান্য কথা নহে। বর্ত্তমান কালে এপ্রদেশ অপেক্ষাকৃত সুবিজ্ঞাত হইলেও অনেক সময় মানচিত্রের সাহায্য-

প্রাপ্ত পান্থ, পথ ভুলিয়া গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন; এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে।

প্রবল ঝটিকাপ্রবাহের পূর্ব্বে, পুরুষ যেরূপ নিরাপদ স্থান আশ্রয় করিয়া বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ অলিকসন্দরের আগমনের পূর্ব্বে, এ সকল প্রদেশের নরনারিগণ, দুর্গম প্রদেশে গমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। যুদ্ধ করিতে সক্ষম পুরুষগণ, গ্রাম ও নগরে অবস্থান করিয়া, আপনাদের জন্মভূমি রক্ষা করিতে লাগিলেন। অলিকসন্দর, সৈন্যগণসহ অগ্রসর হইলে, তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য, পুরুষগণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অলিকসন্দর, শত্রুগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখিয়া বিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের অভিনয় হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে, অলিকসন্দরের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া বাহুমূল বিক্ষত হইয়াছিল—ল্যাগস পুত্র তুরময় ও দিওনিতসও আহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ পরিশ্রান্ত ভারতীয় যোদ্ধাগণ, দিবা-অবসানে যুদ্ধস্থল হইতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নগর দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর, নগরের বহির্ভাগে স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিয়া শত্রুগণকে অবরোধ করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল—মাসিদনরা নগর প্রাচীরের যে স্থান দুর্ব্বল, সেই স্থান ঘোরতর পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিল—এইরূপ নগরের দুইটি প্রাচীর তাহারা অতিক্রমণ করিল, নগরবাসীরা ঘোরতর পরাক্রমে আপনাদের জন্মভূমি

রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন নগর রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল; তখন তাহারা নগর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে সকল লোক, অলিকসন্দরের হস্তে পতিত হইল, তাহারা ঘোরতর নির্দ্দয়তা সহকারে নিহত হইয়াছিল। মাসিদনপতি এ স্থানে আহত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা এ নগরের কোন চিহ্ন রাখিলেন না, সমস্ত সমভূমি করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর এ স্থান হইতে অলিকসন্দর, অন্দক (Andaka) অন্ধক নামক নগরের নিকটবর্ত্তী হন, গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, অন্ধক নগরপাল, রক্তপাত না করিয়া নগর সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী ভুভাগের নৃপতিগণকে,সাম দান ভেদ ও দণ্ড, এই উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন উপায়ে অধীনে আনয়ন করিবার জন্য, অলিকসন্দর, তাঁহার সেনানী ক্রীতিরসকে, এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং তিনি অশপসিয়ান নরপতির উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিলেন। বহু পথ অতিক্রমণ করিয়া, তিনি দ্বিতীয় দিবসে শক্রনগরে উপস্থিত হন। অলিকসন্দরের আগমন কথা অবগত হইয়া, নগরবাসীরা তাহাদের নগর পাছে শক্রভোগ্য হয়, এই ভয়ে তাহারা নগরে অগ্নিপ্রদান করিয়া, দুর্গম পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গমন করেন। সকল সময়, সকলে, শক্রর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, এরূপ স্থলে যাহারা আপনাদের গ্রাম বা নগর শক্রহস্তে পতিত হইবার পূর্ব্বে দগ্ধ করিয়া ভষ্মীভূত করে, তাহারাও বড় কম স্বদেশ ভক্ত নহে। কারণ, শক্র, গ্রাম ও নগর হস্তগত করিয়া আহায্য দ্রব্য ও আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া, অধিকৃতর

বলবান হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যে যেরূপে শত্রুকে অবসন্ন করিতে পারেন ; তিনি সেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়া, স্বদেশের ঋণ পরিশোধ করিয়া নিজেকে পবিত্র করিয়া থাকেন। নিজের গৃহে, বা নগরে অগ্নিপ্রদান করা, এক সময় পাপজনক বা বাতুলতার পরিচায়ক হইতে পারে ; কিন্তু সময়ান্তরে আবার এই কার্য্য পুণ্যজনক হইয়া থাকে। অধিবাসীদের গমন করিতে দেখিয়া অলিকসন্দরের সৈন্যগণ, ইহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া অনেককে নৃশংসরূপে নিহত করে। অপরে দুরারোহ পর্ব্বতে গমন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। এইরূপে গমনকালে ইহাদের নায়কের সহিত, ল্যাগোসের পুত্র তুরময়েরঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইয়াছিল। নগর নায়ক, তুরময় তাঁহাকে, অতি নিকটে অনুসরণ করিতেছেন দেখিয়া, অগ্রসর না হইয়া তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। নগরনায়ক, তাঁহার ভীষণ ভল্ল, তুরময়ের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন—তুরময়ের ধাতুময় আবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তথাপিও তাহার শরীর বিদ্ধ হইল না—তুরময়ের দারুণ আঘাতে, ভারতীয় বীরের জঙ্ঘা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, এবং ইহাতেই তিনি বীরলোকে গমন করেন। নায়ককে নিহত এবং তাঁহার দেহ, শত্রুগণ লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ভারতীয় বীরগণ, তাঁহাদের নায়কের মৃতদেহ হস্তগত করিবার জন্য তাঁহারা পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে,বজ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং দ্রুতবেগে আগমন করিয়া,ঘোরতররূপে তুরময় প্রমুখ গ্রীকগণকে আক্রমণ করিলেন—তাঁহাদেরই লেখায় বোধ হয়, ভারতবাসীরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া গ্রীকদিগের নিকট হইতে, তাহারা তাহাদের পূজনীয় নায়কের শবদেহ হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়া-

ছিল—এরূপ সময়ে, অলিকসন্দর উচ্চভূমি হইতে স্বীয় সৈন্যের পরাভব দেখিয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য পদাতিক দল প্রেরণ করিলেন। গ্রীকপক্ষ, সংখ্যায় অধিক হওয়াতে, প্রবল পরাক্রমের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইতিহাসলেখক গ্রীকরা বলেন, ভারতীয়েরা তাহাদের নায়কের শরীর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

অলিকসন্দর, এই সকল পর্ব্বত অতিক্রমণ করিয়া বর্ত্তমান বাজোর উপত্যকায় প্রবেশ করিলেন। অরিগেইয়ন নগরের অধিবাসীগণ, অলিকসন্দরের আগমনের পূর্ব্বেই, নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং বিনা বাধায় তিনি ভষ্মাবশেষ প্রাপ্ত নগর হস্তগত করেন। ক্রীতিরস তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া, এই স্থানে অলিকসন্দরের সহিত মিলিত হইলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক সংস্থান দেখিয়া অলিকসন্দর, এই নগর পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন,—যে সকল অধিবাসী এ স্থানে বাস করিতে সম্মত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে, এবং যুদ্ধকার্য্যে অকর্ম্মণ্য এরূপ সৈন্যগণকে এ স্থানে বসতি বরিবার অনুমতী প্রদান করিয়াছিলেন।

মারিভয় উপস্থিত হইলে, লোকে যেরূপ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, সেইরূপ ভারতীয়েরা, ইয়ুরোপীয় অলিকসন্দররূপ মারিভয়ে ভীতহইয়া,গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে, আশ্রয় গ্রহণ করিরাছিলেন। এ মারিভয়ও, তাহাদের পাশ্চাদ অনুসরণ করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত আক্রমণ করিয়া অলিকসন্দর গমন করিতে লাগিলেন—যে পর্ব্বতের উপরদেশে ভারতীয় বীরগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

অবস্থান করিতেছিলেন ; তাহার পাদদেশে তিনি শিবির সংস্থাপন করেন। অলিকসন্দর, পর্ব্বতের উপরিভাগে বহু সংখ্যক অগ্নি-প্রজ্বলিত হইয়াছে—এ কথা অবগত হইয়া তিনি সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ পর্ব্বতের নিকটে রাখিয়া, অপর-ভাগ লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। যখন তিনি অগ্নির নিকটবর্ত্তী হন, সে সময় তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে লিওনিতস, তুরময় এবং স্বয়ং পরিচালনা করিয়া শত্রুগণ অভিমুখে অগ্রসর হন। ভারতীয় বীরবৃন্দ, মেসিদনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া উপর হইতে দ্রুতবেগে আগমন করিয়া, দূরদেশীয় অতিথিগণকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল। একপক্ষ আপনাদের স্বাধীনতা, আপনাদের মানসম্ভ্রম, যথা সর্ব্বস্ব রক্ষা করিবার জন্য, অপরপক্ষ নিজেদের উচ্চ আশা, নিজেদের গর্ব্ব, নিজেদের ভোগ বিলাস বাসনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সকল সময় ন্যায় পক্ষ জয়যুক্ত হন না, ভারতীয় বীরগণ, ঘোরতর পরাক্রমে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধ করিলেও, তাহারা পরাজিত নিহত ও বন্দী হইয়াছিল। অলিকসন্দরের সহচর ও লেখক, তুরময় বলেন, এই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ যুদ্ধে ৪০ হাজারেরও বেশী ভারতবাসী বন্দী হইয়াছিল—ইহাদের শেষ পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। এই স্থানে শত্রুহস্তে ২লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশী গোধন পতিত হইয়াছিল। অলিকসন্দর, বৃষকুলের সৌন্দর্য্যে ও সুগঠনে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের দেশে বহু সংখ্যক বৃষ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

স্বদেশবাসীর পরাজয়ের কথা শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বকইনিয়ান* (Assakenians) অশ্বকগণ বিভীষিকাগ্রস্থ না হইয়া এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য, বিপুল উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য ২০ হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজার পদাতিক, এবং ৩০টা হস্তী লইয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিয়াছিল।

অলিকসন্দর, ইহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য স্বয়ং বেগবতী গৌরীয়স † নদী অতিক্রমণ করিয়া ইহার তটবর্ত্তী ভূভাগনিবাসী অশ্বকগণের নগরী মশগ বা মশকবতী আক্রমণ করেন। এ প্রদেশের মধ্যে ইহা সমৃদ্ধিশালী এবং সুবিস্তৃত জনপদ, ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য, অশ্বক জনসাধারণ, কোনরূপ উদ্যোগের ত্রুটি করে নাই। তাহারা নিজেদের বাহুবলের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া, সাত হাজার অতুল বীর্য্যসম্পন্ন ভারতীয় যোদ্ধা আনয়ন করিয়াছিল।

মাসিদনগণ, নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন শিবির সংস্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতীয় যোদ্ধাগণ সহ অশ্বকগণ, ঘোরতর পরাক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন, অলিকন্দর পশ্চাদ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, অলিকসন্দর ভয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই—তিনি মনে করিয়াছিলেন নগরের দূরে যুদ্ধ হইলে,শত্রুগণের,নগরে গমন করিয়া আশ্রয় লইতে বিলম্ব

---

* ইহা অশ্বক্ শব্দের অপভ্রংশ। মহাভারতে এ প্রদেশের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

† মহাভারতে কাপি বা কাপিশী (কাবুল নদী) সুবাস্তু (স্বেয়াত নদী) প্রভৃতি এ প্রদেশের নদীর নাম কথন কালে গৌরী নদীর নাম কথিত হইয়াছে।

হইবে, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অলিকসন্দর পশ্চাদ গমনে প্রবৃত্ত হইলে, অশ্বকগণ উল্লসিত হইয়া আরো প্রচণ্ড পরাক্রমে শত্রুগণকে অনুসরণ করেন। অনুসরণ-কালে অশ্বকগণ বিজয় আসন্নবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, এই সুযোগে অলিকসন্দর, অশ্বকগণকে আক্রমণ করিলেন—কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইল, জয় পরাজয় নির্ণয় হইল না। অশ্বকগণ নগর মধ্যে আগমন করিয়া দ্বাররোধ করিয়া দিল। অলিকসন্দর তাঁহার বাহিনী পরিচালনা করিয়া, নগর প্রাচীরের নিকট বর্ত্তী হইলেন। এই স্থানে যুদ্ধ করিবার সময়, অলিকসন্দর বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দেবপুত্র হইলেও, নরলোকের ন্যায় তাহাকে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছিল। পর দিবস অলিকসন্দর, তাঁহার যন্ত্র সকল আনয়ন করিয়া, প্রাচীর ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তিনি কোনরূপে প্রাচীরের এক স্থানে কিয়দংশ ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান দিয়া নগর আক্রমণ করিবার জন্য,তিনি ঘোরতর পরাক্রমের সহিত প্রবেশ করিলেন—কিন্তু ভারতবাসীর প্রচণ্ড বাহুবলের কাছে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। পরাজিত মেসিদনগণ, এ দিবস আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। পরদিবস তাহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল—কাষ্টময়-যুদ্ধযন্ত্র সকল, প্রাচীরের সন্নিকটে সংস্থাপন করিয়া, তাহার উপর হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় শর, মুদ্গর, প্রভৃতি ভারতবাসীর গ্রীকগণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল—ভারতবাসীরা একটু পশ্চাতে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেও অলিক-সন্দরের সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না।

তৃতীয় দিবসে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল—অলিকসন্দর সকলের* অগ্রবর্ত্ত হইয়া, বিজয়বাহিনী পরিচালনা করিতে লাগিলেন—প্রাচীরের যে স্থান ভাঙ্গিয়াছিল, তাহার নিকটে যুদ্ধযন্ত্র হইতে প্রাচীরের উপর কাষ্ঠ সংস্থাপন করিয়া সেতু প্রস্তুত করেন—প্রাচীরের যে স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সেই স্থান এবং সেতু দিয়া, তাইরি বিজয়ী সৈন্যগণ, যুগপৎ ভারতবাসীকে আক্রমণ করিবার জন্য, প্রবল পরাক্রমে ধাবিত হইল। ঘটনাক্রমে বহু মনুষ্যের গুরুভারে, সেতু ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল—মেসিদনদের এই বিপদের উপর, ভারতবাসীরা প্রাচীরের উপর হইতে অস্ত্র,শস্ত্র, তীর, প্রস্তর, প্রভৃতি সে সময় যে যাহা পাইল, সে তাহা লইয়া নির্দ্দয়রূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিল—অপর দল ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, প্রচণ্ড পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া, শত্রুগণকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিল। অলিকসন্দর, ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া, আলকিতাস নামক তাঁহার সেনানীকে,আহত সেনাগণকে উদ্ধার করিতে এবং যুদ্ধস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

চতুর্থ দিবসে যোদ্ধাগণ পুনরায় যুদ্ধের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। অলিকসন্দর শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রাচীরের অপরদিকে যুদ্ধযন্ত্র প্রেরণ করেন। তাহারা ইহার উপরিভাগ হইতে ভারতীয়দের উপর অবিশ্রামে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল*। অশ্বক অধিশ্বর, আপনার ধনধান্য, আপনার নগর রক্ষা করিবার জন্য, প্রজাপুঞ্জকে,প্রবল শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া; প্রাণের প্রতি মায়া মমতা বিস্মৃত হইয়া, সৈন্যগণকে যে সময় পরিচালনা

করিতেছিলেন ; সেই সময় তিনি বিপক্ষের শরাঘাতে বীরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে নগরবাসী শোকে মুহ্যমান হইয়া উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িল। তাঁহারা নায়কবিহীন হইয়া স্বাধীনতা সম্ভোগ সুখজনক নহে, বিবেচনা করিয়া ; অলিকসন্দরের নিকট দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। কষ্টের অবসান হইল মনে করিয়া,অলিকসন্দর, সাদরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। অলিকসন্দর মনে করিয়াছিলেন, যে সকল ভারতীয় যোদ্ধা স্বদেশবাসীর বিপদে বিপন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিয়া ভারতবাসীকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। নগরবাসীর আত্ম প্রদানের প্রস্তাব শুনিয়া ; ভারতীয় যোদ্ধারা নগর পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিবার জন্য, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করেন। অলিকসন্দর যখন বুঝিলেন, ধনলোভে এই সকল বীরপুরুষ, তাঁহার অধীনে অবস্থান করিয়া স্বদেশবাসীর হৃদয়ে তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রবেশ করাইতে অসম্মত হইতেছেন ; তখন তিনি তাহাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ দণ্ডপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।

ডিওডোরস বলেন, সন্ধির প্রস্তাব অনুসারে অলিকসন্দর, সাহায্যার্থ আগত বীরপুরুষগণকে সশস্ত্র নগর হইতে গমন করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতীয়েরা যখন অকস্মাৎ রাত্রিকালে, অলিকসন্দর কর্তৃক আক্রান্ত হন ; তখন তাহারা উচ্চস্বরে অলিকসন্দরের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন "যে দেবতার নামে শপথ গ্রহণ করিয়া, 'তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না, এরূপ নিয়মে সম্মত হইয়াছিলে, সেই দেবতারা

তোমাকে, মিথ্যা শপথের জন্য দণ্ড প্রদান করুন।" সত্যবাদী দেবপুত্র অলিকসন্দর, প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আমি নগর হইতে যাইতে দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম মাত্র—চিরকাল কিছু আমি এ নিয়মে থাকিতে বাধ্য নহি।" আরিস্ততলের ছাত্র, এই বলিয়া ঘোরতর বিক্রমে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ভারতীয় বীরগণ, অকস্মাৎ বিপদাগমে বিপন্ন না হইয়া স্ত্রীপুত্রগণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, তাহারা বৃত্তাকারে ব্যূহ রচনা করিয়া অকাতরে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবাসীর দারুণ প্রহারে,মাসিদন সৈন্য বিচলিত হইয়াছিল,একথা তাঁহাদের দেশবাসী লেখকের কথায় বোধ হইয়া থাকে। ভারতীয়েরা, ইয়ুরোপীয় বীরত্বের উপর কলঙ্ক কালিমা প্রদান করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। অলিকসন্দরের সৈন্যগণ, বহুসংখ্যক হওয়াতে ভারতীয় সৈন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সংখ্যায় তাঁহারা দুর্ব্বল হইলেও বীরত্বে তাঁহারা প্রতি পদে মাসিদনগণকে ব্যামোহিত করিয়াছিলেন। আমাদের দেশীয় যোদ্ধাগণ, ক্ষতবিক্ষত হইলেও যুদ্ধ করিতে বিরত হন নাই; তাঁহারা গ্রীকদিগের দীর্ঘ ভল্লের আঘাত রোধ করিয়া, যখন শত্রুগণকে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় নাই—প্রবল শত্রুর ঘোরতর আক্রমণ হইতে কিরূপে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়,যেন তাহা দেখাইবার জন্য, অমর লোক হইতে তাঁহারা এই মরলোকে আগমন করিয়াছেন। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে যখন আমাদের ভারতীয় যোদ্ধাগণ শত্রুগণ হৃদয়ে ভীষণ বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া নিহত এবং সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেই সময় আমাদের ভারতীয় ললনাগণ, স্বামী পুত্র বা ভ্রাতার

শূন্য স্থান অধিকার করিয়া নির্ব্বিকার হৃদয়ে, তাঁহাদেরই পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া ; চামুণ্ডার ন্যায় প্রচণ্ড পরাক্রমে যবন দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অপরে, কেহ অস্ত্র লইয়া, যাহার অস্ত্র অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ বা চর্ম্ম লইয়া, স্বামীকে আবৃত করিয়া অজ্ঞাত প্রদেশের আঘাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাইলেন না, তিনি শত্রুগণের আগমনে বাধা দিবার জন্য, কেহ ডাল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। কেহ বা ধাক্কা দিয়া তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহারা মাসিদনের সংখ্যার কাছে পরাজিত হইলেন। এইরূপে যুদ্ধ করিয়া, তাঁহারা সেই স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই জীবনের পরিবর্ত্তে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করেন। অলিকসন্দরের সত্যভঙ্গ, এবং এই সকল যোদ্ধাগণকে হত্যা করার জন্য, সেকালে এবং একালের অনেকেই তাঁহার পাপপূর্ণ চরিত্রের উপর, আর একটি পাপের বোঝা আরোপ করিয়া থাকেন। জগতে দুই পক্ষেরই লোক আছেন, যাঁহারা অলিকসন্দরের একার্য্য সমর্থন করিয়া থাকেন—ইহাদের মধ্যে একালের একজন লোক * বলেন, শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া পাছে তাহারা, অলিকসন্দরের ব্যাঘাত সম্পাদন করে, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়া ভাল কাযই করিয়াছেন। শত্রুর দ্বারা অনিষ্ট কবে হইবে, এই আশঙ্কার উপর নির্ভর করিয়া, শত্রুকুল ধ্বংস করা, আমরা ইহা ভাল কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি না।

* Vincent A. Smith.

অলিকসন্দর নৃশংসরূপে যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়া নগরের উপর অকস্মাৎ আপতিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে যাহারা সন্ধি অনুসারে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিরুদ্বিগ্নভাবে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা এক্ষণে অলিকসন্দর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল। বিদেশী শত্রুকে বিশ্বাস করার ফল, তাহারা প্রাপ্ত হইল। অশ্বকপতির বিধবা ভার্য্যা, সন্ততিসহ অলিকসন্দরের হস্তে বন্দী হইলেন। দুই একজন সেকালের লেখক, এই বিধবার উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন। আমরা বর্ত্তমান সময়েও, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যাহার বীরপতি, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, শত্রুহস্তে নিহত হইয়া বীরলোক লাভ করেন—তাঁহার পত্নী অনতিকাল পরেই, নিজের ধর্ম্মশিক্ষা—চরিত্র ও আভিজাত্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল বৈদেশিক শত্রুর চরণতলে নিজের যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিবেন, ইহা ভারত রমণীর স্বভাব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এই জন্যই ইহাতে বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। যে দেশের রমণী, স্বামীর সমাধি শুষ্ক করিবার জন্য ব্যজন প্রয়োগ করিয়া থাকে, সে দেশের পুরুষেরা সহজেই ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু যে দেশে রমণীগণ অম্লানবদনে জ্বলন্ত হুতাশন মধ্যে, নিজেকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সে দেশে ইহা, অনভিজ্ঞ শত্রুপক্ষীয় লেখকের বিজৃম্ভিত বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অলিকসন্দর, এই নগর অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন—সন্ধিবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্বাসঘাতক হইয়াছেন,

নরনারীগণকে বন্দী করিয়া প্রবঞ্চকরূপে পরিণত হইয়াছেন। এ স্থানের ভয়াবহ যুদ্ধে, ও নগর অবরোধকালে মাস্দিন পক্ষীয় মোটে পচিশজন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল!

অলিকসন্দর, মশকবতী অধিকার করিয়া মনে করিয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রচণ্ড নামের প্রভাবে, শত্রুগণ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া তাঁহার চরণতলে শরণ লইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। সকলেই আপনার সাধ্য অনুসারে আপনাদের জন্মভূমি রক্ষা করিবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সকলেই খড়্গপাণি হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, সেনানী কৈনসকে বাদিরা,* এবং আতালস্, আলকিতাস, এবং দেমিত্রস্ নামক সেনানী-ত্রয়কে, অরা নামক স্থান, আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। অরাবাসিরা শত্রুগণকে আগমন করিতে দেখিয়া আপনাদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত নগর হইতে বহির্গত হইয়া, ঘোরতররূপে আক্রমণ করেন—মাসিদন সৈন্য আপনাদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভীমবেগে ভারতবাসীকে আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইলে পর, গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, ভারতবাসীরা আপনাদের নগর মধ্যে গমন করিয়া যুদ্ধশ্রম দূর করেন। এই সকল পার্ব্বত্য ভারতবাসীরা, বিদেশী শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধে, নিকটবর্ত্তী রাজন্য-বর্গের সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিতেন না—অরাবাসী

* কেহ কেহ বাদিরাকে বর্ত্তমান বাজোর বলেন। কানিংহাম, কালপান বা কালপাণি নদীর তটে বাজার নামক বৃহৎ গ্রামকে গ্রীক কথিত বাদিরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে অভীসারের * অধীশ্বর ইহা-দিগকে নানাপ্রকার সাহায্য প্রদানে পরিপুষ্ট করেন।

সেনানী কৈনস, বাজিরাগণের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই—বাজিরাবাসীরা আপনাদের সুদূর পার্ব্বত্য দুর্গে অবস্থান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। অলিকসন্দর, কৈনসকে, বাজিরা অবরোধের জন্য কিয়দংশ সৈন্য রাখিয়া, অধিকাংশ সৈন্যসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ করেন। কৈনসের প্রস্থানের পর, বাজিরাসীরা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ঘোরতর বিক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করেন—উভয় পক্ষে দারুণ যুদ্ধের অভিনয়আরম্ভ হইল। গ্রীকগণ বলেন, ভারতবাসীরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিলে ও তাঁহারা দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই অল্পকালের ভীষণ যুদ্ধে ৫ শত ভারতবাসী নিহত এবং ৭০ জন শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দর স্বয়ং সমস্ত সৈন্যসহ মিলিত হইয়া অরা আক্রমণ করেন। এরূপ কথিত হয়, তিনি অল্প প্রয়াসে ইহা

* অভীসার অতিপ্রাচীন জনপদ, মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে নদ, নদী দেশা-দির নাম কথন কালে এই স্থানের নাম কথিত হইয়াছে। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে দার্ব্বাভিসার নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ অভীসার ও দার্ব্বাভিসার অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। আমরা ইহাকে স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাভারতে অভীসার, দর্ব্বী, নব দর্ব্বী ইত্যাদি জনপদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ হাজারা আমাদের প্রাচীন অভীসার হইবে।* বর্ত্তমান মহাবনের পূর্ব্বস্থিত, প্রাচীন আরনাস বা বরণা, সিন্ধুনদ ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নগরবাসীরা যে সকল হস্তীপরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। তাহা অলিকসন্দরের হস্তগত হইয়াছিল।

অরার পতন সংবাদ বাজিরাবাসীরা অবগত হইলে, বাজিরা রক্ষা করা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া; একদিন গভীর রাত্রে তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণসের দুরারোহ দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে, লোকবিহীন কতকগুলি লোকালয়, অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিল।

পূর্ব্ব দেশে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে একটি ঘটনায়, অলিকসন্দর বড় প্রীত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কো-ই-ঘোর নামক পর্ব্বত, সে সময়ে নিশা নামে অভিহিত হইত। পেশওয়ার হইতে ইহার চুড়া, দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিশির পর্ব্বত গ্রীকদিগের নিশাপর্ব্বতের অনুরূপ, বিশেষতঃ এস্থানে প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষা এবং আইভিগাছ উৎপন্ন হওয়াতে, এস্থান তাহাদের বড় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

অলিকসন্দর, নগরবাসীর অজ্ঞাতসারে রাত্রি কালে নগরপ্রাচীরের কাছে শিবির সংস্থাপন করেন, এস্থানের শীতের প্রকোপে সৈন্যগণ বিশেষরূপে ক্লেশ পাইয়াছিল। তাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নিপ্রজ্জলিত করিলে, নগরের কুকুর, তাহা দেখিয়া চিৎকার করিলে, নগরবাসীরা শত্রুর আগমন অবগত হয়। তাহারা প্রথমতঃ নগর রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সকলে এক মত হন নাই। অলিকসন্দর, নাগরিকগণের মত ভেদের কথা অবগত হইয়া, রক্তপাত না করিয়া নগর

অবরোধ করিয়া অবস্থান করেন ; অবরোধ জনিত ক্লেশের বৃদ্ধির সহিত, নাগরিকগণের যুদ্ধ করিবার বাসনা তিরোহিত হইল, এখন সকলে এক মত হইয়া, তাঁহাদের সভাপতি অক্‌খোভিস্ (অক্ষোভ) কে পুরস্কৃত করিয়া ৩০ জন প্রধান নাগরিক, অলিকসন্দরের শিবিরে গমন করেন। অলিকসন্দর যেরূপ নাগরিকদিগের দুর্ব্বলতা অবগত হইয়াছিলেন ; সেরূপ নিশাঃ-বাসীরাও সম্ভবতঃ অলিকসন্দরের দুর্ব্বলতা অবগত হইয়াছিলেন। নিশানগরী গ্রীকগণের পূজনীয় দেবনহুস (দেওনিসস্) কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, এবং সেই কাল হইতে ইহাঁরা আত্মশাসন প্রথা অব-লম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন—এই প্রাচীন গ্রীক উপ-নিবেশ ধ্বংস না করিয়া, যাহাতে রক্ষিত হয় ; নাগরিকগণ সেইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, সভাপতি অক্ষোভের নিকট, তিন শত অশ্বারোহী, আর রাজ্যশাসন বিষয়ক প্রধান সভার তিশ সভ্যের মধ্যে, একশত বিচক্ষণ সভ্য, তিনি নিজের নিকটে রাখিবার কথা কহিলেন। অলিকসন্দরের কথা, শুনিয়া অক্ষোভহৃদয়ে, অক্ষোভ বলিলেন, "আপনি যদি নিশাবাসীর মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে তিন শত অপেক্ষা, অধিক সংখ্যক অশ্বারোহী গ্রহণ করুন। একটি নগরের, একশত শ্রেষ্ঠ পুরুষকে গ্রহণ করিলে, সে নগর কখন উত্তমরূপে শাসিত হইতে পারেনা। আপনি যদি ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক অধম পুরুষকে গ্রহণ করেন ; তাহা হইলে আপনি প্রত্যাগমন কালে দেখিবেন, ইহা কেমন সুন্দররূপে শাসিত হইতেছে।" মেসিদনপতি ইহাঁদের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, কএক দিন এস্থানে অবস্থান করেন, এবং উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়

পথশ্রান্ত সৈন্যগণকে পরিতুষ্ট করেন। বলা বাহুল্য এ উৎসবে মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতির একশেষ হইয়াছিল।

অলিকসন্দর, আবার শত্রুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, গ্রাম ও নগরবাসীরা আপনাদিগের প্রিয়তর জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয়তম স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, আরনসের গিরি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অন্য কোন দিকে না গিয়া, আরনস অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হারকুলীস, এই দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, হারকুলীস যাহা পারেন নাই, অলিকসন্দর তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

গ্রীক কথিত আরনস, মহাবন পর্ব্বতের দুরারোহ শিখরদেশে অবস্থিত। সাধারণ পর্ব্বতের ন্যায়, ইহা ঢালু না হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে, ইহার দক্ষিণ দিকে সিন্ধুনদ প্রবল বেগে পাদদেশ ধৌত করিয়া ধাবিত হইতেছে, অন্যদিকে পার্ব্বত্য নদী, এবং জলাভূমি থাকায়, ইহার উপর উঠা অত্যন্ত ক্লেশকর। অলিকসন্দর, এই জলাভূমি বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর দিয়া গমন করিবার আয়োজন করিলেন। তিনি স্বহস্তে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ ছেদন করিয়া, জলাভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন; অলিকসন্দরের এই কার্য্য দেখিয়া, সৈন্যগণ উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, বৃক্ষ সকল ছেদন করিতে লাগিল—কেহ বা সেই সকল টানিয়া নিয়ে ফেলিয়া দিতে লাগিল। অলিসন্দর, সর্ব্বত্র গমন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত সৈন্যগণকে উৎসাহিত, অলসগণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ সাত দিবস, দিবারাত্র কার্য্য করিয়া সৈন্যগণ গভীর স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই স্থানের উপর

হইতে মাসিদনরা তীর প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বলা বাহুল্য, ইহাতে উপরিস্থিত ভারতীয় যোদ্ধাদের, কিছুই অপকার হইল না। কিন্তু তাহাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে মাসীদনগণের সমুহ ক্ষতি হইতে লাগিল। অলিকসন্দর ইহাতে নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি তাঁহার ৩০ জন অতিসাহসী পার্ষদকে, পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। ইহাদের সহিত অন্য মাসিদন যোদ্ধ ও গমন করিল, কিন্তু তাহারা ভারতীয় বীরের প্রবল আক্রমণে, কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিল না—এই সকল মেসিদন বীরগণ ও অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, একে একে নিজেদের শরীরের উপর পতিত হওয়াতে, যুদ্ধস্থল শব দেহে স্তূপীকৃত হইল। কেহ বা প্রস্তরাঘাতে আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, কেহ বা নদীমধ্যে নিপতিত হইয়া দূরে প্রবাহিত হইল। যাহারা এই স্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা যোদ্ধাগণের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে, নিজেদেরও ঐ রূপ পরিণাম আসন্নবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। মাসিদন সৈন্যের মধ্যে, সে সময় এরূপ কেহই ছিলেন না; যিনি এইসঙ্কট সময়ে অবসাদ গ্রস্ত হন নাই। ডিওডোরস বলেন, মেসিদনাধিপ যখন এই দুর্গম দুর্গ অধিকারের আশায় জলাঞ্জলিদিয়া বিমর্ষ হইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন; তাঁহার অপ্রতিহত বীর্য্য, যখন ভারতীয় বীরগণের নিকট প্রতিহত হয়; তিনি যখন কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন; সেই সময়ে একজন দরিদ্র বৃদ্ধ, পুত্রদ্বয়সহ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া এই দুর্গে অধিরোহণ করিবার গুপ্ত পথ প্রদর্শন

করিতে প্রস্তুত হয়। অলিকসন্দর, তাহাকে প্রচুর পুরস্কারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া, তাহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া দিয়া, সেই সপুত্র বৃদ্ধের সহিত রাস্তা দেখিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। দুর্গে উঠিবার একমাত্র দুর্গম পথ অবগত হইয়া, মাসিদনগণ সেই রাস্তা দিয়া দুর্গ আক্রমণ করেন। কুর্ত্তিয়স্ বলেন, দুর্গবাসীরা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর—অস্ত্র, শস্ত্র, নিক্ষেপ করিয়া মাসিদনসৈন্যগণকে দলিত, মথিত ও নিহত করিলে, তাহারা অহোরাত্র নানাপ্রকার আমোদের অনুষ্ঠান করেন। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে, সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—তৃতীয় রাত্রে, এই শব্দ আর শুনিতে পাওয়া গেল না। এই অন্ধকার রাত্রিতে, দুর্গ বাসীরা মসাল সকল প্রজ্জ্বলিত করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশকে আলোকিত করিয়াছিল। এই আলোক সাহায্যে ভারতবাসীরা দুর্গ পারত্যাগ করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অলিকসন্দর যখন অবগত হইলেন যে, দুর্গবাসীরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন—মেসিদনদিগের হস্ত অপেক্ষা, পর্ব্বত হইতে পদচ্যুত হইয়া অনেক ভারতবাসী, নিম্নে গভীর প্রদেশে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অলিকসন্দর, এইরূপে এই বিশাল দুর্গ হস্তগত করেন—ইহার মধ্যে প্রচুর জল ও কর্ষণোপযোগী প্রচুর ভূমি বিদ্যমান থাকায় দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ হইলেও, দুর্গবাসীর অন্নাভাবে কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা। অলিকসন্দর, দুর্গ অধিকার করিয়া মিনার্ভাদেবীর উদ্দেশে কএকটি বেদীনির্ম্মাণ করিয়া এখানে কয়েকদিন উৎসবে নিমগ্ন হন।

যে লোকটা, অলিকসন্দরকে রাস্তা দেখাইয়া দিয়া স্বদেশ-বাসীর সর্ব্বনাশ এবং বিদেশবাসীর জয়ের সহায়তা করিয়াছিল; সে মাসিদনপতির নিকট ৮০ টালাণ্ট অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান মুদ্রার প্রায় তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার অর্থ ও শরীর, কতদিন হইল এই সংসার হইতে লোপ পাইয়াছে; কিন্তু তাহার এই নারকীর কার্য্য সর্ব্বত্র চিরকাল ঘৃণার সহিত কথিত হইবে। দুর্গে গমন করিবার গুপ্ত পথ, অলিকসন্দর স্বদেশদ্রোহীর নিকট অবগত হইয়াছেন; দুর্গবাসীরা, ইহা জ্ঞাত হইয়া, দুর্গরক্ষা বিষয়ে হতাশহইয়া পড়ে; লঙ্কাসুরক্ষিত হইলেও, যেরূপ স্বদেশদ্রো-হীর পরামর্শে বিদ্ধস্ত হইয়াছিল, সেইরূপ আরণস সুরক্ষিত হইলেও স্বদেশদ্রোহীর অনুকম্পায়, ইহা বিদেশবাসীর পদানত হইয়াছিল। স্বদেশভক্ত ও স্বদেশদ্রোহী, উভয়কেই বিধাতা যেন, একত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আলোকের নিম্নভাগে, যেরূপ অন্ধকার অবস্থান করে, সেইরূপ স্বদেশভক্তের পদতলে, স্বদেশদ্রোহী ক্রিমির ন্যায় অবস্থান করিয়া, অবকাশ ক্রমে তাঁহাকে দংশন করিয়া থাকে।

অলিকসন্দর, এ প্রদেশ জয় করিয়া শশীকোটস্ বা শশীগুপ্ত নামক একজন লোককে এ প্রদেশের শাসন ভার প্রদান করেন। এই লোকটা, অলিকসন্দর যে সময় বাহ্লীক দেশে উপস্থিত হন; সে সময় তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তারপর সে, এদেশের ভিতরের ঘরে কথা, অলিকসন্দরকে অবগত করাইয়া তাঁহার বিশ্বাস-ভাজন হয়। ইহার ফলে সে এ প্রদেশের শাসন কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হন!

অলিকসন্দর, আরণস অধিকার করিয়া, অবগত হইলেন যে, অপরাজিত অপর অশ্বকগণ, বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, এই

প্রদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তিনি অগ্রসর হইলেন না—লোকালয় রহিয়াছে বটে, তাহাতে লোক নাই, কি গ্রাম. কি নগর, কোনস্থানেই তিনি মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। জনপদ বিধ্বংসী মহামারি, অথবা অন্য কোন দৈব বিপদ উপস্থিত হইলেও, বাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, রুগ্ন, সুস্থ সকলে মিলিত হইয়া এরূপভাবে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গমন করে না। যম নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অলিকসন্দররূপ যমের হস্তে, নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্টের কিছুই নিয়ম নাই, তাই সকলে, এই বিদেশী যমের হস্তে পতিত হইবার ভয়ে, দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

অলিকসন্দর, এ প্রদেশের অবস্থা অবগত হইবার জন্য, কতিপয় সেনানীকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সিন্ধু অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে কতিপয় ভারতবাসী তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছিল। তাহাদের মুখে তিনি অবগত হইলেন যে, এ প্রদেশের অধিবাসীগণ, আভীসার রাজ্যে গমন করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের পরিত্যক্ত হস্তী সকল সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। অলিকসন্দর কতকগুলি হস্তী হস্তগত করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান দিয়া গমনকালে তিনি নৌকা নির্ম্মাণের উপযোগী সুবৃহৎ বৃক্ষ সকল সংগ্রহ করিয়া যে স্থানে ইতিপূর্ব্বে হিপাস্তিয়ন ও পার্দিকা নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অলিকসন্দর, কোন স্থান দিয়া সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; বর্ত্তমানকালে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় সামান্য কথা নহে। কেহ বলেন বর্ত্তমান অটকের নিম্নে তিনি সসৈন্যে সিন্ধুর পর পারে গমন করিয়াছিলেন। এ স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, এমন কি সন্তরণ পূর্ব্বক পরপারে গমন করা নিতান্ত কঠিন নহে। কিন্তু যদি কেহ দৃঢ়তাসহকারে, এ স্থান হইতে শত্রুর আগমন রোধ করিবার জন্য উপর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বাধা প্রদান করেন; তাহা হইলে সে বাধা অতিক্রম করিয়া ইহার তটে উঠা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। পরবর্ত্তীকালে মুসলমানরা, এই স্থানে সিন্ধু পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অপর কানিংহাম প্রভৃতি বলেন, প্রাচীন উদভাণ্ডপুর বর্ত্তমান ওহিন্দ নামক স্থানে মেসিদনপতি সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন।

অলিকসন্দর সিন্ধুতটে আসিয়া দেখিলেন, হিপাস্তিয়ন নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিতেছেন। নৌসেতু ব্যতীত তিনি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৌকা এবং দুইখানি ৩০ দাড়ের বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে অলিকসন্দর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দরের কৃপাভিখারী, তক্ষশিলার অধীশ্বর আম্ভি, মেসিদনাধিপের করুণাকণা পাইবার সুযোগ, অবহেলায় নষ্ট করেন নাই। তাঁহারা সিন্ধুতটে আসিবার পূর্ব্বেই, তিনি দুইশত রজত টালাণ্ট, তিন হাজার মেদ সম্পন্ন বৃষ, দশহাজার মেষ, প্রেরণ করিয়া অলিকসন্দরের সৎকার করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আম্ভির

পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, এই বৃষোৎসর্গ ব্যাপারে তাঁহার পিতৃপুরুষ-গণ কতদূর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার ইহালোকের দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, একথা ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

অলিকসন্দর, সিন্ধুর তটে একমাস অবস্থান করিয়া, তাঁহার পথশ্রান্ত, যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যগণকে আরাম করিবার অবকাশ প্রদান করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে নানাপ্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি সৈন্যগণকে প্রফুল্লচিত্ত করিয়াছিলেন।

হিন্দুকোষ অতিক্রমণ করিয়া, সিন্ধুর তটে আগমন করিতে অলিকসন্দরের, প্রায় নয়মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই নয়মাসে অলিকসন্দর ও তাঁহার সৈন্যগণ যে প্রকার বিপদ-ক্লেশ ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হইয়াছিলেন; গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পর হইতে, তিনি কোথায়ও; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে, এরূপভাবে বিপন্ন হন নাই। ভারতের প্রান্তে, তিনি এরূপভাবে বিপন্ন হওয়াতে, ভারতের মধ্যে তিনি কিরূপভাবে গৃহীত হইবেন, সে বিষয় তাঁহার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি ক্লেশ জর্জ্জরিত সৈন্যগণকে, তিরিশ দিন বিশ্রাম করিবার সময় দিয়া, নূতন বলে তাহাদিগকে বলীয়ান করিয়াছিলেন।

৩২৬ খৃপূঃ বসন্তের প্রারম্ভে চৈত্রমাসের কোন এক দিবস প্রাতঃকালে, অলিকসন্দর সিন্ধুনদ অতিক্রমণ করিয়া, তক্ষশিলার রাজ্যে পদার্পণ করেন। এখন হইতে গ্রীকগণ, ভারতীয় মনুষ্য পশু, পক্ষী, এবং নানাজাতীয় উদ্ভিদ, দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। এ দেশের সভ্যতা, জাগতিক উন্নতি সাধনে সুনিপু। গ্রীক সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এদেশের সুবৃহৎ বটাদি বৃক্ষ-বলী—

"মধুস্যন্দী" ইক্ষু "পশম" প্রদ কার্পাস বৃক্ষ, ময়ুরের নৃত্য, প্রভৃতি অভিনব বিষয় দর্শন করিয়া, তাহাদিগের হৃদয় কিরূপ অপূর্ব্বভাবে অভিভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের অনুমান করা সুকঠিন। অলিকসন্দর, ময়ুর দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যে কেহ ইহা হত্যা করিবে সে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

সিন্ধুর পূর্ব্ব পারে, অলিকসন্দর, পুনরায় তাঁহার দেবতার উদ্দেশে পূজা প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া, তক্ষশিলা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আম্ভি, অলিকসন্দরকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য, যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত সৈন্যসহ নগর হইতে বহির্গত হন। অলিকসন্দর, দূর হইতে সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ হস্তী সমূহকে, গমনশীল মঞ্চ, এবং বহুসংখ্যক সৈন্য দেখিয়া আম্ভি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন মনে করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়া, শত্রু আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইলেন। আম্ভি, অলিকসন্দরের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কতিপয় সহচর সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া তাঁহার চরণতলে শরণ গ্রহণ করেন।

আম্ভি, এই বৈদেশিকগণের ভারতভূমে পদার্পণকালে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া সাহায্য প্রদান করিলেও, আমাদের দেশের পশুরাও কিন্তু তাহার ঘৃণিত উদাহরণ অনুসরণ করে নাই। তাহারা নিজের সামর্থ অনুসারে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য, অলিকসন্দরের প্রতিকুলে দাঁড়াইতে কিছুমাত্র ভীত হয় নাই। ষ্টাবো বলেন, অলিকসন্দর যখন সৈন্যগণ সহ অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বনের বানরেরা, মাসিদনপতির গতিরোধ

করিবার জন্য, পাহাড়ের উপরিভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া, বৈদেশিক সৈন্যগণ মধ্যে বেশ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

অলিকসন্দর, ইহাদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত দেখিয়া, তিনিও সৈন্যগণকে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য, আদেশ প্রদান করেন। পরে আম্ভির কথায়, তাঁহার ভ্রম অপনোদন হয়। অলিকসন্দরের ভ্রম দূর হইয়াছিল বটে, কিন্তু আম্ভির ভ্রম দূর হয় নাই, স্বদেশ রক্ষা করা পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য; এ উপদেশ, আম্ভি বানরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াও, তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বর্ত্তমানকালে, সেই সুপ্রাচীন তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ, বহুক্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে। যে নগরী, দশরথ তনয় ভরত, প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় পুত্রের নামে নামকরণ করেন। যে নগরীতে মহারাজ জনমেজয় নাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নাগবংশ নির্ব্বংশ প্রায় করিয়াছিলেন, যে নগরীতে জনমেজয়ের সম্মুখে, ঋষিগণ মধ্যে মহাভারতের প্রথম প্রচার হইয়াছিল,—যে নগরীর বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাণিনি, জীবক, চাণক্য প্রভৃতি ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যথায় অধ্যয়ন করিবারজন্য বারাণসী প্রভৃতি সুদূর স্থান হইতে ছাত্রগণ বহুক্লেশে গমন করিতেন, সে নগরী এক্ষণে কয়েকঘর হিন্দুবণিক ব্যতীত, সমস্ত ভুমি মুশলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়ারহিয়াছে। যে উন্নত পাহাড়ের উপর পুরাকালে রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে স্থান এক্ষণে কৃষকের হল সংযোগে কর্ষিত হইতেছে। পাঠক ইহার উপরিভাগ হইতে যদি চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অবলোকন করেন, তাহা হইলে, এখনও



বৃটিশ মিউজিয়মেস্থিত মূর্ত্তির অনুরূপ

অলিকসন্দর। [১৮১ পৃষ্ঠা।

বহুদূরে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ স্তুপের ভগ্নাবশেষ সকল দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমানকালে ইহা প্রাচীন নাম পরিত্যাগ করিয়া ঢেরীসা নামে সে প্রদেশ প্রচারিত হইতেছে। এই বিজাতীয় নাম তক্ষশিলা বেশীদিন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; কেননা লাহোরের একটি দ্বার তক্ষশিলা নাম গ্রহণ করিয়া, ইহার অতীতকালের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

মাসিদনপতির সহিত, প্রথম সাক্ষাৎকালে শিষ্টাচার প্রদর্শ-নের পর আম্ভি বলিয়া ছিলেন, "আপনি যখন আমাদের অন্নোদক, অথবা জীবনধারণের অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে আসেন নাই; তখন আমি কি কারণে আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিব? সুবর্ণ রজতাদি, অন্য বৈষয়িক বিষয়ে, যদি আপনা অপেক্ষা ধনবান হই, তাহা হইলে আমি, আপনাকে তাহার অংশ প্রদান করিতে আহ্লাদের সহিত প্রস্তুত আছি। আমি দরিদ্র হইলে, আপনার বদান্যতার অংশ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করি না"। অলিকসন্দর, আম্ভির কথায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, আম্ভি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, তক্ষশিলায় প্রবেশ করিলেন। গ্রীকগ্রন্থকার বলেন, সে কালে সে প্রদেশের সকল নগর অপেক্ষা, ইহা বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার শাসন-কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত। ইহার উর্ব্বরভূমি নানা-প্রকার ফল পুষ্পে সুশোভিত ছিল। মেসিদনাধিপ, আম্ভির ভক্তিতেপ্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্লীব আম্ভি ও, দস্যুরূপে সমাগত অলিকসন্দরের

হস্তে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নিজেকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় অলিকসন্দরের ভারত পরিত্যাগের পর, স্বদেশ ভক্ত ভারতবাসীর কাছে, তিনি স্বদেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন—স্বদেশকে যবনপদস্পর্শে কলঙ্কিত করিবার কারণ স্বরূপ হওয়াতে, তিনি, সকলের কাছে ঘৃণিত হইয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বৈদেশিক সম্মানের সহিত, অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

তক্ষশিলায় অবস্থান কালে অলিকসন্দর, আম্ভির আতিথ্যে সৎকৃত হইয়াছিলেন, নানাপ্রকার ভারতীয় ভোজ্য দ্রব্যে তাঁহার সামান্য সৈনিকগণও আপ্যায়িত হইয়াছিল। অলিকসন্দর, ও তাঁহার বন্ধুগগণকে, আম্ভি সুবর্ণমুকুটে সুশোভিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ৮০ টালাণ্টের রৌপ্য মুদ্রা, আম্ভি, অলিকসন্দরের চরণতলে অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজনীতিক অলিকসন্দর, আম্ভি প্রেরিত উপহার দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্য হইতে, সহস্র টালাণ্ট, পারস্যদেশীয় নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র, আর একটা সুসজ্জিত উত্তম অশ্ব, প্রদান করিয়া আম্ভিকে পাঠাইয়া দেন।

একটা "বর্ব্বরকে" এই সকল দ্রব্য প্রদান করায়, মাসিদনদিগের মধ্যে বেশ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সময় অলিকসন্দরের সহচর মিলেগার, প্রচুর মদ্য পান করিয়া, প্রাণ খুলিয়া বলিয়াছিলেন "এতদিনের পর অলিকসন্দর, ভারতে আসিয়া সহস্র টালণ্ট পুরস্কার পাইবার যোগ্য ব্যক্তি যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।" অলি-

সন্দর এই শ্লেষ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পাছে ক্লীতস কাণ্ডের পুনরায় অভিনয় হয়, এই আশঙ্কায় ক্রোধবেগ সম্বরণ করেন।

তক্ষশিলায় অবস্থানকালে অলিকসন্দরের কাছে, অভীসারের অধীশ্বর, তাঁহার ভ্রাতার সহিত কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে, পাঠাইয়াছিলেন। বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা, বিদেশীদের ভিতরকার অবস্থা দেখিবার জন্য, ইহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। অভীসার, অলিকসন্দরকে আক্রমণ করিবার জন্য, সৈন্যগণসহ প্রস্তুত হইতেছিলেন—ইনি পুরুর সহিত মিলিত হইয়া, বৈদেশিকগণকে ভারতের বহির্ভাগে বিতাড়িত করিবার জন্য, কল্পনা করিতেছিলেন—ইনি যে মেসিদনাধিপের সহিত মিলিত হইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক, বুদ্ধিমান অলিকসন্দর, অভীসারপতিকে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। এ সময় দোক্সারস (Doxares) দিগের নিকট হইতেও দূত আসিয়া অলিকসন্দরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। এই দোক্সার কাহারা? মহাভারতের সময়, যাহা রা দ্বিগর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে; বর্ত্তমান কালে যাহারা দোগরা নামে কথিত হয়, তাহারাই সম্ভবতঃ গ্রীক কথিত দোক্সারস হইবে। বর্ত্তমান জম্মু প্রভৃতি প্রদেশ দোগরাদিগের নিবাস ভূমি।

অলিকসন্দরের কাছে, আম্ভির ক্ষাত্রতেজ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পদবিদলিত হইলেও, তক্ষশিলাবাসী ব্রাহ্মণদের কাছে, তাঁহার দর্প, অহমিকা, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিযাছিল। ইয়ুরোপীয়েরা, তক্ষশিলার নাগরিকদের সমৃদ্ধি ও সভ্যতা দেখিয়াও, ভারত-বাসীকে "বর্ব্বর" এই সুনামে সম্বোধন করিতে বিস্মৃত হয়

নাই। তাহারা, নাগরিকগণকে পাদদেশ পর্য্যন্ত আবৃত, অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিতে দেখিয়াছিল,—তাহারা বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাকড়ি ব্যবহার—নানাপ্রকার কারুকার্য্য শোভিত চর্ম্মপাদুকা—(ইহার তলায় পুরুচামড়া থাকায় পরিহিত ব্যক্তিকে একটু উঁচু দেখাইত) ব্যবহারকরিত। ধনবানেরা কর্ণেকুণ্ডল,হস্তে স্বুবর্ণবলয়, ধারণ করিত। তাহারা মস্তকে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিত, তাহা প্রায়ই কর্ত্তন করিত না; এজন্য সর্ব্বদা কঙ্কতিকা ব্যবহার করিত। কেহ কেহ দাড়ি রাখিয়া তাহা নানারঙ্গেরঞ্জিত করিত। বর্ত্তমানকালের ন্যায়, কেহ বা সমস্ত দাড়ি কাটিয়া,চিবুকের কাছে কিছু রাখিয়া দিয়া বাহার বাহির করিত।

রাজার জাঁক জমক ও বাহ্য আড়ম্বর, গ্রীকবাসীর চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইয়া থাকিবে।—রাজা যখন বাহির হইতেন, তখন তাঁহার গমন পথ, সুগন্ধি দ্রব্যে আমোদিত করা হইত। তাঁহার অনুচরগণ রজত দণ্ড ধারণ করিয়া অনুগমন করিত। রাজা চতুর্দ্দিকে মুক্তাজড়িত স্বুবর্ণময় পাল্কীতে আরোহণ করিয়া গমন করিতেন। স্বুবর্ণ ভূষিত অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রে তাঁহার অঙ্গাভরণ প্রস্তুত হইত। পাল্কীর পশ্চাদভাগে অস্ত্রধারী অনুচরগণ অনুসরণ করিত। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃক্ষ শাখায় পক্ষী লইয়া গমন করিত। সেই সকল শিক্ষিত পক্ষী নানাপ্রকার স্বুমধুর শব্দ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। রাজ ভবন সকল সময় সাধারণের নিকট উন্মুক্তদ্বার ছিল। রাজা যে সময়ে বস্ত্র পরিধান, অথবা কেশ প্রসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন, সে সময়ও তিনি অভিযোক্তার আবেদন শ্রবণ করিতেন। রাজভবনের

সুবর্ণ মণ্ডিত স্তম্ভে, সুবর্ণের দ্রাক্ষালতা বিজড়িত হইত, সেই লতার উপর নানাপ্রকার নয়নরঞ্জন রৌপ্যময় পক্ষী ও নানা-প্রকার কারুকার্য্য, দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিত। পাঠক! সেকালের ইয়ুরোপীয় বর্ণিত, আমাদের দেশের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ কল্পনা চক্ষে দর্শন করুন। কি অতীত কালের অসভ্য, কি বর্ত্তমান কালের সভ্য, কোন সময়েই, ইয়ুরোপ আমাদের ভারতের দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বের সেই সমৃদ্ধিকে অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমান কালে, একশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা আমাদের ভাস্কর কার্য্যের একটু কিছু ভাল দেখিলেই, তাহাতে "হেলেনিক" গন্ধ প্রাপ্ত হইয়াথাকেন।

মাসিদনরা, তক্ষশিলার রাজপথে এক শ্রেণীর লোক দেখিয়া-ছিলেন—তাঁহাদের শীত গ্রীষ্মে তিতিক্ষা—সুখদুঃখে বিগত স্পৃহা এবং উৎকট তপস্যা দেখিয়া, তাঁহারা পরমবিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। ইহাঁরা, নগরের বহির্ভাগে বনমধ্যে পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেন। বৃক্ষের ফলে, ও নির্ঝরণীর জলে তাঁদের ক্ষুৎপিপাসা দূর হইত। এই সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী দিগের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, বৈদেশিকগণ সাধারণতঃ ইহাদিগকে "জিমনোসফিষ্ট" বা নগ্ন জ্ঞানী নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা নগর মধ্যে আগমন করিলে, নাগরিকরা সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন—উত্তম ভোজ্যে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন—বাজারের দোকানিরা তাঁহা-দিগকে বিনামূল্যে দ্রব্য দিত; ইহা দেখিয়া গ্রীকরা আশ্চর্য্য বোধ করিত। ভারতের পশুপক্ষী বৃক্ষ দেখিয়া গ্রীকবাসীরা, যেরূপ অবাক্ হইয়াছিল; সেইরূপ ব্রাহ্মণদের অদ্ভুত আচার

ব্যবহার দেখিয়া, তাহারা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। গুণগ্রাহী অলিকসন্দর, ইহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহচর প্রাজ্ঞ অনিসিক্রিতস্‌কে, সেই ব্রাহ্মণ মণ্ডলীতে প্রেরণ করিয়া, তাঁহার কাছে একজনকে আসিবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়া পাঠান। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কল্যাণ নামক একজন ব্যক্তি, অনিসিক্রিতস্‌কে বলেন, আগে তোমার (অপবিত্র) বস্ত্র পরিত্যাগ কর, তবে তোমার সহিত কথা কহিব, অন্যথা তুমি সাক্ষাৎ জিউসের নিকট হইতে আগমন করিলেও, তোমার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা জানিনা, অনিসিক্রিতস্‌, কল্যাণের কথা কতদুর প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন করেন নাই, ইহা আমরা অবগত আছি। কল্যাণ যখন কোন রূপেই তাঁহার কাছে আসিলেন না ; তখন অলিকসন্দর, তক্ষশিলার অধিশ্বরকে তাহার কাছে কল্যাণকে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কল্যাণ, আম্ভি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, অলিকসন্দর সকাশে গমন করেন। কল্যাণ একখানি শুষ্কচর্ম্মে, অলিকসন্দরের সাম্রাজ্য কল্পনা করিয়া, তাহার এক পার্শ্বে পদাঘাত করেন, ইহাতে চর্ম্মের অপর পার্শ্ব উঠিয়া পড়িল ; এইরূপ অপর পার্শ্বে পদাঘাত করাতে, অপরদিক উঠিয়া পড়িল ; কিন্তু যখন মধ্যস্থলে পদার্পণ করিলেন, তখন তাহা সমভাবে পড়িয়া রহিল। এইরূপে চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া, না বেড়াইয়া, মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন করা উচিত। অলিকসন্দর, কল্যাণের শীত গ্রীষ্ম সহমের অদ্ভুত ক্ষমতা, এবং দার্শনিক আলাপে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কল্যাণকে অতি সম্মানের সহিত নিকটে রাখিয়াছিলেন। কল্যাণ, তাঁহার

এই রাজভক্তির ফলে, সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজে নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহামতি দণ্ডীকে, তাহার কাছে আনিবার জন্য অনিসিক্রিতসকে প্রেরণ করেন। তিনি দণ্ডীর কাছে গিয়া বলেন "যুপিটারের পুত্র মনুষ্য-জাতির অধিশ্বর সম্রাট অলিকসন্দর,—তোমাকে তাহার কাছে শীঘ্র যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন ;—তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি তোমাকে বহুল পুরস্কার প্রদান করিবেন।—যদি না যাও এই অবমাননার জন্য তোমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইবে।"

তৃণশয্যায় শায়িত মহামতি দণ্ডীর কর্ণে, এই কথা প্রবেশ করিলে, তিনি শরীর পরিবর্ত্তন না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহামহিমান্বিত পরমেশ্বরের দ্বারা জগতে কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে না—মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি সকলকে জীবন প্রদান করিয়া, পুনর্জীবিত করিয়া থাকেন। তিনিই আমার পরমেশ্বর, তিনি কখন হত্যার প্রশ্রয় বা যুদ্ধের প্রবর্ত্তনা করেন না। তোমার অলিকসন্দর কিছু পরমেশ্বর নহেন, তাহাকেও একদিন মরিতে হইবে। যিনি এখনও তীব্রবহা (Tyberobos) নদীর তট পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হন নাই, যিনি এখনও গাধি (Gades) রাজ্যের (কান্যকুব্জদেশ) সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রমণে সমর্থ হন নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইতে ইচ্ছা করেন? আকাশ মণ্ডলে সূর্য্যদেব কোন পথ অবলম্বন করিয়া গমন করেন, যিনি এখনও তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই, যাহার নাম, এখনও শত শত মনুষ্যজাতির শ্রুতিগোচরও হয় নাই ; সে কোন সাহসে নিজেকে সর্ব্বজন স্বামী বলিতে সাহসী হয়?

তিনি যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছেন; তাহাতেও যদি তাহার অকুলান হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও, তিনি যেন আমাদের নদী উত্তীর্ণ হইয়া গমন করেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ ভূমি প্রাপ্ত হইবেন; যাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে। অলিকসন্দর আমাকে যে পুরস্কারের কথা বলিয়াছেন, আমার কাছে সে সকল দ্রব্যের, কিছুই মূল্য নাই। আমার কুটীর ও শয্যার জন্য, প্রচুর পত্রপুঞ্জ রহিয়াছে,—বৃক্ষের ফল মূলে আমার ক্ষুধা, আর এই অঞ্জলী দ্বারা জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকি। শ্রমলব্ধ দ্রব্য সকল যাহারা সংগ্রহ করে, তাহা তাহাদের দুঃখের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে;—আমি এ সকল দ্রব্য কখন চিন্তাও করি না, বরং ঘৃণাই করিয়া থাকি। স্বর্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সহিত আমার সুনিদ্রা হইবে না। জননী যেরূপ সন্তানকে পোষণ করিয়া থাকেন, পৃথিবীও সেইরূপ আমার সমস্ত অভাব দূর করিয়া থাকেন। যথায় আমায় ইচ্ছা হয়, তথায় আমি গমন করিয়া থাকি, অভাবের তাড়নায়, আমাকে কোন স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় না। যদি তোমার অলিকসন্দর, আমার মস্তক ছেদন করেন, তাহা হইলেও, তিনি আমার আত্মাকে আয়ত্বাধীন করিতে পারিবেন না। আমার ছিন্ন মস্তক অধিকার করিতে পারেন বটে; কিন্তু মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে; সেইরূপ আমার আত্মা, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন শরীরকে, পৃথিবীর উপর পরিত্যাগ করিয়া, যিনি এই শরীর প্রদান করিয়াছিলেন সেই ঈশ্বর সকাশে গমন করিবে। পৃথিবীতে আগমন করিয়া, আমরা তাঁহার

আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকি কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য, তিনি আমাদিগকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছেন; আবার ইহ জীবনের অন্তে, তিনি আমাদিগের সমস্ত কার্য্যের বিচারক। পীড়িতের আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘনিশ্বাসই, পীড়াদায়কের শাস্তি স্বরূপ হইয়া থাকে। আমি যখন আমাদের সেইপ্রধান বিচারকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাদের এই বিচার দেখিব, তখন আমি শান্তিলাভ করিব।"

"তুমি তোমার অলিকসন্দরকে গিয়া বলিও, যাহারা সুবর্ণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, যাহারা সম্পত্তিলাভের জন্য, অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে; অথবা যাহারা মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদাই ভীত; তাহারাই তোমার এই ভীতি প্রদর্শনে বিভীষিকা-গ্রস্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মণের সুবর্ণপ্রীতি নাই, সুতরাং মৃত্যুভীতি তাহাদিগকে অবসন্ন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। তুমি অলিকসন্দরকে গিয়া বলিবে যে, দণ্ডী তোমার নিকট হইতে রতীমাত্র জিনিষের আকাঙ্ক্ষা রাখেনা; সুতরাং সে কখনই তোমার নিকট গমন করিবে না; তোমার যদি দণ্ডীর নিকট কিছু প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকট আগমন করিতে পার।"

জীবনমুক্ত দণ্ডীর, এই উত্তর শ্রবণ করিয়া অবধি, অলিক-সন্দরের দণ্ডী দর্শন বাসনা অত্যন্ত বেগবতী হইয়াছিল। দণ্ডী দর্শনের জন্য অলিকসন্দর, বনভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। অব-শেষে দণ্ডীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। গ্রীক ম্যাগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, অলিকসন্দর, অনিসিক্রেতিসের মুখে দণ্ডীর উত্তর প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত

উৎসুক হইয়াছিলেন। এই দিগম্বর বৃদ্ধের কাছে, নানাজাতি বিজয়ী মহাবাহু অলিকসন্দর, অবশেষে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অলিকসন্দরের কাছে আম্ভির ক্ষাত্র তেজ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পদদলিত হইলেও, কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের পদতলে ইয়ুরোপীয় বীরকুলের অগ্রগণ্য জগ্বিজেতা অলিকসন্দরের দর্প—অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যে দেশের ব্রাহ্মণরা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জনগণ হৃদয় হইতে মৃত্যু-ভয় দূর করিয়া দিতেন; আম্ভি সেই দেশের লোক হইয়া, যবন নৃপতির একটু ধন্যবাদ লাভের জন্য কত শত স্বদেশবাসীর মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। যে দেশবাসী অর্থকে অনর্থের কারণ বিবেচনা করিয়া দূরে তাহা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতেন, হায়! আম্ভি সেই অর্থ লালসায় বিদেশীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে তিনি স্বাজাতি ধ্বংস করিয়া স্বাধীনতারত্নে জলাঞ্জলি প্রদান করেন।

নগরে যে সকল ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। "তাঁহারা গ্রহ নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল গণনা করিতেন।" গ্রীকগণ, ইহারা স্থধু কেন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতীরা যখন সভ্যতার প্রথম সোপানেও আরোহণ করেন নাই, তাহাদের সভতার সেই অতি শৈশব-কালে আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের পূর্ব্বজেরা, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সেকালে আমাদের পূর্ব্বজগণের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। উদার প্রকৃতির ব্রাহ্মণগণ, গুণবান

শিষ্যের গুণের আদর করিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষত্ব, তাই তাঁহারা যবনগণকেও আচার্য্য পদবীতে উন্নীত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ প্রকাশ করেন নাই।

অলিকসন্দর, তক্ষশিলায় অবস্থান কালে পুরুর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে কর-প্রদান করিতে, এবং রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। ক্ষত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাবাহু পুরু,দূতের মুখে অলিকসন্দরের অভিপ্রায় শুনিয়া বলিয়া পাঠান যে "সীমান্ত প্রদেশে তরবারী হস্তে তোমার প্রভু অলিকসন্দরের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব।" অলিকসন্দর, পুরুর গর্ব্বিত উত্তরে বিস্মিত হইলেন। মনে করিয়াছিলেন, পুরু, বিনা রক্তপাতে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে, যখন তাহা হইল না, তখন তিনি পুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে, বিস্তৃতা নদী * উত্তীর্ণ হইতে হইবে—নদী পার হইতে শত্রু যাহাতে না সমর্থ হয়; পুরু সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না; এজন্য তিনি বিতস্তার নৌকা সকল ধ্বংস, অথবা হস্তগত করিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, অলিকসন্দর, সিন্ধুনদে তাঁহার যে সকল নৌকা ছিল, তাহার মধ্যে বড় নৌকা দুখানিকে তিন ভাগে, এবং ছোট

* আমাদের ভারতীয় নাম বিদেশীর জড় জিহ্বায় কিরূপে উচ্চারিত হইয়াছে তাহা বিতস্তাতে কিছুমাত্র বুঝিতে পারা যায়। ইহা কখন হাইডাস পেস, কখন বা বিডাসপেস ইত্যাদি শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে। মুসলমানদের সময় হইতে ইহা ঝিলাম নামে কথিত হয়। পুরাতন ঝিলামগ্রাম বর্ত্তমান ঝিলামের অপরপারে আগে ইহার নীচে নদী প্রবাহিত হইত।

গুলিকে দুই ভাগেবিভক্ত করিয়া বিতস্তার তটে আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। *

অলিকসন্দর, তক্ষশিলা প্রদেশের শাসনভার তাঁহার নিজের দেশীয় লোকের হস্তে অর্পণ করিলেন। পাছে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে কিছু সৈন্য তথায় সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য, অধিকন্তু আম্ভি পরিচালিত পাঁচ হাজার ভারতীয় সৈন্যসহ, পুরুর উদ্দেশ্যে বিতস্তা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তক্ষশিলা হইতে দুইটি রাস্তা বিতস্তা অভিমুখে গমন করিয়াছে। একটি রাওলপিণ্ডী, মানকেলা † রোতস হইয়া ঝিলামে গিয়াছে। অপরটি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণভাগে দুধিয়াল হইয়া বামভাগে টিলাপর্ব্বত রাখিয়া লবণ পাহাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অতিক্রমণ করিয়া ঝিলামের ২৮ মাইল দক্ষিণে জালালপুরে বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। অলিকসন্দর, কোন রাস্তা অবলম্বন করিয়া বিতস্তার তটে গমন করিয়াছিলেন ; সে বিষয় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। ক্যানিংহাম প্রভৃতি, জালালপুরে অলিকন্দর শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন ; সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে এবট প্রমাণ করেন যে, বর্ত্তমান ঝিলাম সহরের নিকট মেসিদনাধিপতি অবস্থান করিয়া পুরুর সহিত

* মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একস্থানে বলিয়াছেন "স্থলে শকটং নাবং বহতি জলে নৌ শকটং বহতি।" পররাজস্থিত নদী প্রভৃতি আক্রমণ করিবার জন্য শকটে করিয়া নৌকা লইয়া যাইবার প্রথা ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

† ইহার প্রাচীন নাম মাণিক্যালয়, রেলপথে রাওলপিণ্ডীতে গমনকালে, এই স্থানের সুন্দর বৌদ্ধ স্তূপটি দেখিতে পাওয়া যায়।

যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এই মতটি বর্ত্তমান-কালে ভিন্সেণ্টিস্মিথ গ্রহণ করিয়া,দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পিণ্ডাদন খানার দক্ষিণে, আহমদাবাদ নামকস্থানে, অলিকসন্দর শিবিরসংস্থাপন করিয়া অপর পারে পুরুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমত সংস্থাপনের জন্য কেহ কেহ বড় কম আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। প্রাচীনকালের লেখকেরা, অলিকসন্দরের গমনপথ ও বিতস্তার বিষয় যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক পূর্ব্বোক্ত কোন স্থানে বর্ত্তমানকালে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুই হাজার বৎসরের মধ্যে বিতস্তার যথেষ্ট পরিবর্ত্তণ হওয়াতে ভৌগোলিক অবস্থার ও যে অনেক পরিবর্ত্তণ হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য। ভিন্সেণ্ট স্মিথ, অন্যের প্রতি দোষারোপকালে, ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অলিকসন্দরের সময় তাহা যে বিতস্তার গর্ভে ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ আছে? এক সময় পুরাতন ঝিলাম-সরাই ও নারাঙ্গাবাদের নিম্ন দিয়া বিতস্তা প্রবাহিত হইয়াছেন, এক্ষণে উক্ত স্থনে হইতে অনেক দূরে প্রবাহিত হইতেছেন। এই জন্য অলিকসন্দর, কোন স্থানে বিতস্তা পার হইয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

অলিকসন্দর, সৈন্যগণ সহ বিতস্তার তটে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরআত্মা অবসন্ন হইয়া পড়িল, বিষাদের রেখা বদনমণ্ডলে আবির্ভূত হইল; মনে করিয়াছিলেন, সহজেই সমস্তদেশ হস্তগত হইবে, এবং সকলেই বুদ্ধিমান আম্ভির ন্যায়, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া জয়গীতি গান

করিবে। তাহা হইল না—দেখিলেন সকলে আম্ভির ধাতুতে গঠিত হয় নাই। তাঁহার প্রবল প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবাসীরা তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য নদীর অপর তটে যেন নগর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। সৈন্য শ্রেণীর মধ্য হইতে হাওদা সহ দুইশত হস্তী, যেন সমুন্নত শৌধ শিখরকে অনুকরণ করিয়াছে। ঘোটক চতুষ্টয় বাহিত, তিনশত রথ, যেন অলিকসন্দরের সৈন্যগণকে প্রতিস্পর্ধা করিয়া চতুর্দ্দিকে গমনাগমন করিতেছে, ৩০১০০ পদাতিক,যেন ভারতের সম্মান সংরক্ষণ জন্য,অটল অচল প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হইয়া রহিয়াছে। পুরুর প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, বিজয় অথবা মৃত্যুর জন্য কৃত নিশ্চয় হইয়া নদীর অপর পারে অবস্থান করিতেছিল। শীঘ্রবহা সুবিস্তৃতা বিতস্তা, যেন পুরুর সহিত মিলিতা হইয়া, অলিকসন্দরের গমনপথে বাধাপ্রদান করিবার জন্য, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন;—পদাতিক অশ্বারোহী ও হস্তী সহ মিলিত ইহার দুরারোহ তট, আগন্তুকগণের হৃদয়ে নৈরাশ্য উৎপাদন করিল—নদীমধ্যে নিমজ্জিত পাষাণ সকল যেন, গুপ্তভাবে অবস্থিত সৈন্যগণের ন্যায়, শত্রু আক্রমণের জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছিল। অলিকসন্দর, পুরুর ভয়াবহ হস্তীযুথ সহ সৈন্যগণ অপেক্ষা, সুবিস্তীর্ণা বিতস্তা দেখিয়া ইহার পরপারে কিরূপে গমন করিবেন, সেই চিন্তাতে বিশেষরূপে অবসন্ন হইয়া পড়েন। তিনি যে নৌকা আনয়ন করিয়াছেন; বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখে তাহাতে পার হওয়া আর বৈতরণীর অপর পারে গমন করা উভয়ই তুল্য। অলিকন্দর যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার অপর পারে পুরুর শোভায়মান শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

উভয়পক্ষ পরস্পরকে শব্দে সম্মোহিত করিবার জন্য, পরস্পর শব্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পুরুর সৈন্যের গর্জ্জনের সহিত হস্তীর বৃংহিত মিলিত হওয়াতে, তাহা মাসিদনদের হৃৎকম্প উপস্থিত করিল। কখন বা নদী মধ্যস্থিত চরে, উভয়পক্ষের সৈন্যগণ ভল্লাদি সহ সন্তরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। এরূপ যুদ্ধে কতকগুলি অতি সাহসী মাসিদন সৈন্য, ভারতীয় হস্তে নিহত হয়; যাহারা রক্ষা পাইল তাহারা বিতস্তার প্রবলবেগ হইতে নিস্তার পাইল না। নদীগর্ভে তাহারা নিমজ্জিত হইয়া মৎস্যাদির আহার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষুদ্র যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া উভয় তটে অবস্থিত নৃপতিদ্বয়, ভাবী জয় পরাজয়ের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করিয়া আনন্দিত ও দুঃখিত হইতেন।

অলিকসন্দর, সরল উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব বুঝিয়া মায়া অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, শীতকালে বিতস্তার জল হ্রাস হইলে; সেই সময় নদী পারে প্রবৃত্ত হইবেন, যাহাতে শত্রু তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, সে জন্য তিনি দীর্ঘকালের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক সকল প্রেরণ করেন। অপর দিকে, বহুল পরিমাণে চর্ম্মমধ্যে শুষ্কঘাস পূর্ণ করিয়া সেলাই করিয়া, একপ্রকার ভেলা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন— নৌকা সকল এদিকে ওদিকে পাঠাইয়া নদীপারের ভাণ করিয়া, শত্রুগণকে ক্লান্ত করিতে লাগিলেন। নদী পার হইবার উদ্দেশে সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালাইয়া—সৈন্যগণকে নদীতটে শ্রেণীবদ্ধ করাইয়া, অলিকসন্দর, পুরুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন—

শত্রু আগমন আশঙ্কা করিয়া, পুরু তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য নদীতটে পাঠাইতে লাগিলেন। অলিকসন্দর, এইরূপ কার্য্য প্রতিরাত্রে অনুষ্ঠান করিয়া, পুরুকে প্রতারণা করিবার রাস্তা পরিস্কার করিলেন। পুরু, পাশ্চাত্য ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া, নদীর বহুদূর পর্য্যন্ত স্থানে, চর সকল স্থাপন এবং প্রধান প্রধান স্থানে সৈন্য সকল সংস্থাপন করিয়া, মাসিদন ধূর্ত্ততার প্রতিক্রিয়া করেন।

অলিকসন্দর যখন অবগত হইলেন, অভীসারের অধিশ্বর প্রচুর সৈন্য লইয়া পুরুর সহায়তার জন্য ২২।২৩ ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন, উভয়ের সম্মিলন হইবার পূর্ব্বেই তিনি তখন শত্রুকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

অলিকসন্দর যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে ১৫০ ষ্টেডিয়া (প্রায় ৮।৷০ ক্রোশ) দূরে বিতস্তার তটে জঙ্গলে আবৃত খানিকটা উচ্চ ভূমি ছিল, এস্থানে বিতস্তা বাকিয়া গিয়াছেন, এই স্থানের সম্মুখে একটা বড় চর ছিল, তাহাতেও প্রচুর পরিমাণে বন থাকায়, ওপার হইতে নদীর এপারের কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অলিকসন্দর, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে এই স্থান সুবিধাজনক বুঝিয়া, নৌকা সকল দ্বিখণ্ড করিয়া আনয়ন করিলেন। এবং এই স্থান হইতে পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অতি শীঘ্র সংবাদ আদান প্রদানের জন্য, নদীরতটে পরস্পরের দৃষ্টির অন্তর্গত স্থানে, সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিতে আদিষ্ট হইল। প্রধান শিবিরে ক্রিতিরস, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণসহ, মাসিদন পদাতিক-অশ্বারোহী এবং তক্ষশিলা পরি-

চালিত ৫ সহস্র সৈন্য লইয়া অবস্থান করিলেন। অলিকসন্দর তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, "পুরু তাঁহার সমস্ত সৈন্যসহ আমাকে আক্রমণ না করিলে, তিনি যেন কদাচ অপর পারে গমন না করেন। অথবা আমি বিজয়ী এবং পুরু পলায়ণ পর হইলে তিনি যেন নদী উত্তীর্ণ হন। নদী পার কালে হস্তীই ভয়ের কারণ; পুরু যদি কতকগুলি হস্তীসহ সৈন্য রাখিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন; তাহা হইলে ক্রিতিরস যে স্থানে আছেন, সেই স্থানেই থাকিবেন। আর যদি কেবল মাত্র সৈন্য রাখিয়া গমন করেন; তাহা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে নদী পার হইয়া শক্রর পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করেন। চরভূমি ও প্রধান শিবিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, মিলোগার—আতালস ও গরজিস, নামক সেনানী-ত্রয়ের অধীনতায় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে সময় তাঁহার সহিত শক্র সৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় যেন তাঁহারা নদী উত্তীর্ণ হন। অলিকসন্দর স্বয়ং তাঁহার সহচর সৈন্য এবং হিপাইস্তিয়ন-পাদ্দিকা—দেমিত্রস পরিচালিত সৈন্যগণসহ শক-বহ্লিক, প্রভৃতি দেশীয় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, অতি গোপনে চরভূমির কাছে উপস্থিত হন। এই ভয়ঙ্কর রাত্রে জল ঝড় বজ্রাঘাত হইয়া, ইহার ভীষণতাকে অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া অলিকসন্দরের "রাস্তা চুরীর" কার্য্যে সহায়তা সম্পাদন করিয়াছিল। লুক্কায়িত নৌকা সকল, জঙ্গল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সৈন্য সকল পরপারে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মেঘের গভীর গর্জ্জনে এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত-জনিত শব্দে, সৈন্যগণের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দ এবং চালকগণের

হুঙ্কার শব্দ, পরপারস্থিত ভারতীয় প্রহরীবৃন্দের শ্রুতিগোচর হইল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জল ঝড় থামিয়া গেল, অলিকসন্দর তটের নিকটবর্ত্তী হইবার সময়ে, তিনি পুরুর প্রহরীগণের নয়নগোচর হইলেন। এরিয়ান বলেন, অলিকসন্দর বিতস্তার আর একটা ধারা অতিক্রমণ করিয়া তটে উঠিয়াছিলেন। রাত্রের বৃষ্টিতে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়াতে ইহা অতিক্রমণ করিতে সৈন্যগণকে বড় কম ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই।

এরিষ্টোবুলস বলেন, অলিকসন্দর যে সময় নদী পার হন; সে সময় পুরুর পুত্র, ৬০ খানা রথ লইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি রথ হইতে নামিয়া অনায়াসে বাধা প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই, তাই অলিকসন্দর দুস্তর নদী কোনরূপে পার হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহাতে রক্তপাত বড় কম হয় নাই। আবার কোন লেখক বলেন, পুরুর পুত্র বহুসৈন্যসহ আগমন করিয়া অলিকসন্দরকে নদী পার হইবার সময় প্রচণ্ড বাধা প্রদান করেন। পুরুর পুত্র, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় স্বহস্তে অলিকসন্দরকে আহত এবং তাঁহার বুকেফেলাস নামক প্রসিদ্ধ অশ্ববরকে নিহত করিয়া মেসিদনদিগের হৃদয়ে ত্রাসোৎপাদন করিয়াছিলেন। লগস পুত্র তুরময় বলেন, প্রহরী মুখে পুরু, অলিকসন্দরের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া স্বীয় পুত্রের অধীনতায় ১২০ খানি রথ এবং দুই হাজার সৈনিকসহ রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করেন। এসময়ের পূর্ব্বেই অলিকসন্দর নদী পার হইয়াছিলেন—তিনি সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মনে করেন যে পুরু স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণ করিতে

আগমন করিয়াছেন, নিকটে যত অশ্বারোহী সৈন্য পাইলেন তাহাই লইয়া তিনি শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন; উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হইল—পূর্ব্ব রাত্রের বৃষ্টিতে ভূমি পঙ্কিল হইয়াছিল, রথ সকল তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করাতে পৃথিবী যেন রথচক্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন; রথ অকর্ম্মণ্য হওয়াতে শত্রুগণ প্রবল হইয়া পড়িল—পুরুর পুত্র, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সৈন্য-গণকে পরিচালনা করিয়া, মসিদনগণকে, ভারতীয় শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুদ্ধকালে তিনি শত্রুহস্তে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া শূরলোকে গমন করেন—এই অল্পকালের যুদ্ধে ৪ শত ভারতীয় বীর স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত্রের অনুগমন করিয়াছিলেন।

পুরু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, অভীসারের অধিশ্বর তাঁহার সাহায্যের জন সৈন্যগণসহ আগমন করিতেছেন, কিন্তু যখন একে একে হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীগণ উপস্থিত হইয়া অলিক-সন্দরের আগমন,—ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রাজকুমারের শৌর্য্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বর্গলোক গমন, ইত্যাদি কথা নিবেদন করিল, তখন তাঁহার ভ্রম দূর হইল। বীরহৃদয় পুরু, পুত্রের মৃত্যু কথা শ্রবণ করিয়া বিচলিত না হইয়া, শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর পুরু, শত্রুর অকস্মাৎ আগমনে বুদ্ধিহারা না হইয়া, অপর পার হইতে শত্রু যাহাতে আগমন করিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে কতকগুলি হস্তী, পদাতিক এবং অশ্বারোহী রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্টসমস্ত সৈন্য লইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অলিকসন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। গমন-কালে যে স্থান সুপ্রস্ত কর্দ্দমহীন এবং কঠিন বলিয়া বোধ

করিলেন, তথায় ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রু আক্রমণ জন্য অপেক্ষা করিলেন। সম্মুখভাগে দুইশত হস্তী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন—ইহাদের সম্মুখে গুরুভার বর্ম্মধারী পদাতিক সকল অবস্থান করিল—হস্তীর উভয় পার্শ্বে তিন শত রথ এবং ৪ হাজার অশ্বারোহী আর সর্ব্ব পশ্চাতে ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য অবস্থান করিয়া মেসিদনদিগের হৃদয়ে বিভীষিকা উৎপাদন করিলেন। এই হস্তী সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত পদাতিক সৈন্য যেন অটল অচলের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইল। রথগুলিও যেন সচক্র ক্ষুদ্রদুর্গ, এই রথ, ছয় জন অশ্বারোহীকে বহন করিয়া, যখন ঘূর্ণি বায়ুর ন্যায় শত্রুগণ মধ্যে প্রবাহিত হয়, সে সময় ইহার বেগ সহ্য করা বড় সামান্য কথা নহে। ইহার ছয়জন আরোহীর মধ্যে দুইজন ধানুস্ক, শত্রুসৈন্য মধ্যে নিশিত শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে, দুইজন লোক ঢালের সাহায্যে ইহাঁদিগকে বিপক্ষ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, আর দুইজন সারথীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অশ্ব পরিচালনা করিয়া থাকেন। যখন রথ, শত্রুগণের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়, তখন অশ্বচালনার প্রয়োজন হয় না, সে সময় সারথীদ্বয় অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণের উপর মুষল প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করিয়া থাকে। বিদেশী গ্রন্থকারেরা বলেন, পুরুর সেনাদলের সর্ব্বাগ্রে শত্রু নিসূদন মহাবীরের (হরিকুলেশের) আকৃতিঅঙ্কিতপতাকা শোভিত হইতেছিল। মহাসংগ্রামে ও ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অত্যন্ত গর্হনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই ভারতীয় বীরগণ প্রাণপণ করিয়াও তাহা রক্ষা করিত। অত্যুন্নত শরীর মহাবীর পুরু, প্রকাণ্ডকায় হস্তীর উপর

আরোহণ করিয়া সকলের উপরিভাগে পরিশোভিত হইলেন। মাসিদনরা, পুরুপরিচালিত হস্তীসৈন্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদেখিয়া যেরূপ ভীত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রকাণ্ড শরীর পুরুকে দেখিয়া ও তাহারা কিয়ৎকালের জন্য সম্মোহিত হইয়াছিল। অলিকসন্দর, দূর হইতে পুরু ও তাঁহার সৈন্যগণকে দেখিয়া পার্শ্বের লোককে বলিয়াছিলেন, "এত দিনের পর আমি আমার সাহসের অনুরূপ বিপদের সম্মুখীন হইলাম। এখন ঐ বন্য জন্তু, আর অসাধারণ বীর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধাগণের সহিত যুগপৎ যুদ্ধ করিতে হইবে। "এই বলিয়া তিনি, কৈনসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, যখন আমি তুরময়, পার্দ্দিকা, এবং হিপাইস্তিয়ন সহ, শত্রুর বাম-ভাগে আক্রমণ করিব, যখন আমাদিগকে আপনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিবেন, তখন আপনি শত্রুর দক্ষিণভাগ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর চঞ্চল করিয়া তুলিবেন। এই বলিয়া অলিকসন্দর, এন্টিজিনস্,—লিওনেটনস্ ও তুরময়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর আপনারা শত্রুর মধ্যভাগ প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যগণকে বিভীষিকাগ্রস্ত করিয়া তুলিবেন। আমাদের সুদীর্ঘ বর্ষা, ঐ সকল প্রকাণ্ডকায় হস্তী ও ইহার চালকগণকে বিদ্ধ করিবার পক্ষে যেরূপ উপযোগী হইবে, এরূপ আর কিছুই হইবে না। আপনারা ইহার সাহায্যে হস্তী, সকল বিদ্ধ এবং ইহার আরোহীগণকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিহত করুন। এই সকল হস্তী, আহত হইয়া আমাদের অপেক্ষা আমাদের শত্রুগণের যথেষ্ট ভীতি ও অনিষ্ট সম্পাদন করিবে।"

এই উপদেশ দিয়া অলিকসন্দর, প্রবলবেগে ঘোড়াকে দৌড় করাইয়া সর্ব্বাগ্রে শত্রুরদিকে গমন করিলেন। অলিকসন্দর

কে শত্রুসহ ঘোরতর যুদ্ধেপ্রবৃত্ত দেখিয়া, কৈনস আর বিলম্ব না করিয়া প্রচণ্ডপরাক্রমে বামভাগ, আর পদাতিকগণ বিপুলবিক্রমে পুরুরসৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে, পুরুর সৈন্যসকল বিভিন্ন হইয়া পড়িল,—সেই অবকাশে অলিকসন্দরের সৈন্য, যে,যে স্থানে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন, সে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুরুর সৈন্য মধ্যে যে ঈষৎ চঞ্চলতা লক্ষিত হইয়াছিল ; তাহা তাহাদিগের মৃত্যুভয় জনিত, অথবা তাহাদিগের বীরত্বের হীনতা-বশতঃ উৎপন্ন হয় নাই। গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন, পুরুর হস্তী সকলকে, অলিকসন্দরের দ্রুতগামী অশ্ব সকল আক্রমণ করাতে, আর ধনুর্ধারীগণ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাহাদিগের ধনুকে জ্যা আরোপন করিতে সমর্থ না হওয়াতে, ভারতীয় সৈন্যগণ মধ্যে চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের ধানুষ্কগণ ভূমিতে ধনুক স্থাপন করিয়া জ্যা যোজনা করিত, দুর্ভাগ্য বশতঃ বৃষ্টির জন্য ভূমি অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়াতে, তাহারা ধনুকে গুণযোগ করিতে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মাসিদনেরা, ভারতীয় শর শত্রুর হৃদয়বিদারণে কিরূপ সমর্থ,তাহা তাহারা অনুভূত করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন শত্রুর সুদৃঢ় হৃদয়াবরণ এই শরের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, ইহার আঘাত এরূপ দারুণ, ও এরূপ সাংঘাতিক, যে ইহাতে আহত হইলে, মানুষকে যমপুরীর দ্বারদেশ অতিক্রণ করিতে হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য বসতঃ যুদ্ধের প্রাক্‌কালে, শত্রু বিনিপাতন শর সকল, বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই। মহাবীর পুরু, তাঁহার সর্ব্বোন্নত হস্তীপৃষ্ঠ হইতে যখন দেখিলেন, সৈন্যগণ মধ্যে

কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা আবির্ভূত হইয়াছে ; তখন তিনি ঘোরতর বিক্রমে শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ; এখন যুদ্ধস্থল ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। হস্তী সকল যখন, শত্রুগণকে কখন পদ-দলিত, কখন শুণ্ড সহযোগে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল, তখন শত্রুগণ হৃদয়ে ঘোরতর নৈরাশ্য আসিয়া তাহাদিগকে অভিভুত করিয়া ফেলিল,—তখন বিজয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা পলায়ণে প্রবৃত্ত হইল। যখন তাহারা বুঝিল, এই শত্রুর মহাদেশ হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ণকরা সম্পূর্ণ অবম্ভব, তখন তাহারা কোনরূপে হৃদয় স্থীর করিয়া, পুরুসৈন্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। ইতিপূর্ব্বে শত্রুরআক্রমণে, পুরুর সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ মনে করিল একত্র হইয়া যুদ্ধ করিব, কেহ বা পৃথকভাবে, কেহবা শত্রু আক্রমণ করিলে যুদ্ধ করিব, কেহ বা শত্রুর পশ্চাদভাগে গমন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিভীষিকাগ্রস্ত করিতে সঙ্কল্প করিল। এইরূপ নায়কগণ, বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন—পুরুর আদেশ তাঁহারা সম্যক প্রকারে অবগত হইতে পারিলেন না—সুতরাং সকলে যুগপৎ শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে অঙ্কগত করিতে সমর্থ হইলেন না।

সমস্ত সৈন্যের সাহায্য না পাইলেও; মহাবাহু পুরু, তাঁহার দেহের অনুরূপ সাহস লইয়া, শত্রুসৈন্য মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাসিদনীয় যোদ্ধাগণ পশ্চাদপদ হইলেও পূর্ব্ব বীর্য্য স্মরণ করিয়া, মৃত্যুর কথা ভুলিয়া গিয়া, আবার ভীমপরাক্রমে পুরুসৈন্যকে আক্রমণ করিল। ভীমকায় ভারতীয় হস্তীর ভীষণ গর্জ্জনে, ও তাহাদিগের নিদারুণ শুণ্ডাঘাতে, অলিকসন্দরের অশ্বারোহীগণ

অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না ; অশ্ব সকল বিভীষিকাগ্রস্ত হইল, সহযোদ্ধাগণ সর্ব্বজন সমক্ষে শূন্যে উত্তোলিত হইয়া, যখন হস্তী কর্ত্তৃক নিষ্পোষিত হইতে লাগিল, শত্রুগণমধ্যে তখন এরূপ কোন পুরুষ ছিল না, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া, যাহার হৃদয় অবসন্ন হয় নাই। অলিকসন্দর, সৈন্যগণকে এইরূপ বারংবার পশ্চাদ-পদ হইতে দেখিয়া, তিনি সৈন্যগণকে, সর্ব্বজন লক্ষ্য পুরুকে, লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন, আর কতক-গুলি সৈন্যকে,দীর্ঘদণ্ডে আবদ্ধ কাস্তিয়ার ন্যায় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়া হস্তীসকল আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, অলিকসন্দরের সৈন্যগণ, যুগপৎ শরাদি অস্ত্র শস্ত্র, নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহা-রাও হস্তীর উপরিস্থিত যোদ্ধাত্রয়ের আঘাতে, আহত হইতে লাগিল,যাহার উদ্দেশে পুরুর অস্ত্রনিক্ষিপ্ত হইল, সে তাহার বাহন-সহ, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী জনগণসহ, অবিলম্বে যমপুরীর সংখ্যাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। পুরুর এই লোকাতীত বল দেখিয়া, গ্রীকেরা বিমূঢ় হইয়া পড়িল। যে জয়শ্রী মাসিদনগণকে বারংবার পরি ত্যাগ করিয়া, পুরুকে ভজনা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে-ছিলেন, তিনি এক্ষণে তটস্থ ভাব অবলম্বন করিলেন, মাসিদনগণ, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিবার জন্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হস্তীর পা, শুঁড়, প্রভৃতি স্থান, কাস্তের দ্বারা কর্ত্তনকরিতে আরম্ভ করিল। মাসিদনগণ, মৃত্যুভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া, কর্ত্তব্য ভুলিয়া না গিয়া, প্রবল শত্রুকে প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বলিয়া আবার জয়যুক্ত হইলেন।" হস্তী সকল শত্রুর দারুণ আঘাতে আহত হইয়া, সেই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, কতকগুলি ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া স্বপক্ষীয়গণ মধ্যে

প্রবেশ করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিতে লাগিল, সৈন্যগণ মধ্যে এইরূপ ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে, মাসিদনেরা অধিকতর পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিল। সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য, পুরু যথেষ্টরূপে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি শত্রুর প্রহারে জর্জ্জরিত হইলেও, যেরূপ অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার শত্রুরা যদি লিপিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতিত স্বদেশবাসী তাহাতে বিশ্বাস সংস্থাপন করিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রীক যোদ্ধারা, মুক্তকণ্ঠে ভারতীয় যোদ্ধার গুণকীর্ত্তণ করিয়াছেন। অলিকসন্দর যথার্থই বলিয়াছিলেন যে,"ভারতে তিনি তাঁহার সাহসের অনুরূপ প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

যে হস্তী, শত্রুগণকে মর্দ্দন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল, অদৃষ্টক্রমে সেই হস্তীই স্বপক্ষের ধ্বংশের কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিল,—যে ভূমি রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় বীরগণ, অকাতরে রুধিরধারা প্রবাহিত করিয়া পূজা করিয়াছিল - সেই ভূমিই রথচক্র গ্রাস করায়, এবং ধনুকে জ্যা যোজনার সাহায্য না করাতে, আজ ভারতবাসীরা বিদেশী শত্রুর সমুখ হইতে পলায়ণপর হইল। আহত হস্তী সকল, যাতনায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেও, মহাপ্রাণ পুরু,তথনও, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যেন পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। কতিপয় সহচরসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও তিনি শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষনীয় ছিলেন,—অদ্ভুত বীর্য্য পুরু, সকলের লক্ষ্যের বিষয়, এবং সকলের প্রহরণে জর্জ্জরিত হইলেও, তথাপি ও শত্রুগণ

তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় নাই। যখন নবধারায় শরীর হইতে অতিমাত্র শোণিত নিসৃত হওয়াতে তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, যখন চেতনা তাহার শারীরিক দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন হস্তী চালক, সংগ্রাম স্থলে আর অবস্থান করা অবিবেচনার কার্য্য বিবেচনা করিয়া, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। অলিকসন্দর, পুরুকে হস্তগত করিবার জন্য দ্রুতবেগে অনুসরণ করিলেন. কিন্তু তাঁহার ঘোটক, অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে গমনকালে ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করে। অলিকসন্দর, তক্ষশিলার ভ্রাতাকে, পুরুর উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আর যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। তক্ষশিলার ভ্রাতা, মহাবাহু পুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে—পুরু, তাঁহার এই সুপরিচিত স্বর, কোন কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ইহার ভ্রাতা, তক্ষশিলা-রাজ্য ও সিংহাসন বৈদেশিকদিগের চরণতলে অর্পণ করিয়াছে", এই বলিয়া সেই শিথিল বাহু পুরু, তাঁহার পার্শ্বস্থিত অস্ত্র, তাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন, তক্ষশিলার ভ্রাতা যদি সরিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া সেই ভীষণ অস্ত্র বহির্গত হইত। পুরু যখন দেখিলেন, তাঁহার ন্যায় তাঁহার হস্তীও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছান দুরূহ ব্যাপার, তখন তিনি গমনে প্রবৃত্ত না হইয়া, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বীরলোকে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ দীপ্তিপ্রকাশ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করে; সেইরূপ মহাভাগ

পুরু, ঘোরতর পরাক্রমে, যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল. তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আবার যেন প্রলঙ্কর যুদ্ধের অভিনয় আরম্ভ হইল। মৃত্যুভয় বিরহিত ভারতীয় যোদ্ধারা, কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ না করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—প্রতিক্ষণেই শত্রুগণ নিহত হইলেও, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, ইত্যবসরে অলিকসন্দর আগমন করিয়া, তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার যত সমীপবর্ত্তী হইল, ততই যেন তাহা ঘোরতররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সকলেই পুরুকে চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ্য করিয়া ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় একটি অনুকূল ঘটনায় যুদ্ধ অভিনয় যেন শেষ হইবার উপক্রম হইল। ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ মহাপ্রাণ পুরু, হস্তীপৃষ্ঠে উপবেশন করিতে সমর্থ হইলেন না, মাহুত মনে করিল, তিনি বুঝি নামিবার জন্য ঈঙ্গিত করিতেছেন। মাহুত. হস্তীকে বসিতে আদেশ করিলেন—রাজহস্তীকে উপবেশন করিতে দেখিয়া, অন্যান্য সমস্ত হস্তী তাহাদের শিক্ষা অনুসারে সকলেই উপবেশন করিল—এই সুযোগে মাসিদনগণ ঘোরতররূপে আক্রমণ করিল। পুরু ভূপতিত হইলে, তাঁহার হস্তী বিশ্বস্ত চিকিৎসকের ন্যায় নিপুণতা সহকারে তাঁহার শরীর হইতে বিদ্ধ অস্ত্র সকল উত্তোলন করিতে লাগিল, এই সময় শত্রুরা পুরুকে নিহত বিবেচনা করিয়া তাঁহার শরীর হইতে বর্ম্ম ও বহুমূল্য রত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য অগ্রসর হইল। শত্রুগণকে আগমন করিতে দেখিয়া হস্তী শুণ্ড দ্বারা প্রভুকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া, বিপক্ষগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে সাংঘাতিকরূপে

আহত হইয়া, পুরুর হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর, অলিকসন্দর, পুরুর মুর্চ্ছিত শরীর হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন। অলিকসন্দর, পুরুকে হস্তগত করিয়া, তাঁহার শরীর ও মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, মূর্চ্ছা অবসানের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমায় কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন।" তেজস্বি পুরু, দর্পের সহিত বলিলেন, "অলিকসন্দর! রাজার যোগ্য ব্যবহার করুন।" উত্তরে অলিকসন্দর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিব, কিন্তু আপনি আমার কাছে আর কি আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা বলুন?" পুরু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আমার উত্তরে সমস্তই ব্যক্ত হইয়াছে। অলিকসন্দর, পুরুর বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাঁহার বীরত্ব, হৃদয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এবং তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিলেন।

৩২৬ খৃঃ পুঃ আষাঢ় মাষের শেষ ভাগে, পুরুর সহিত অলিকসন্দরের এই ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ডিওডোরস বলেন, এই ঘোরতর সংগ্রামে ১২হাজার ভারতবাসী নিহত এবং ৯হাজার বন্দী হইয়াছিল। অপর পক্ষে ২৮০ অশ্বারোহী এবং ৭শত পদাতিক নিহত হইয়াছিল। প্লুটার্ক বলেন, আট ঘণ্টা ধরিয়া এই ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

অলিকসন্দর, তাঁহার এই অসাধারণ বিজয়কে স্মরণীয় করিবার জন্য দুইটি নগর নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধস্থলে যে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম নিকাইয়া, (Nikaia) অপরটি তাঁহার ঘোটকের নামানুসারে বুকাফেলিয়া নামে অভিহিত করেন।

যাঁহারা ঝিলামকে বুকাফেলিয়া, এবং সুকচানপুরকে, নিকাইয়া নামে অভিহিত করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, অলিকসন্দর, তাঁহার সেনানীকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, শত্রুগণকে পলায়ন পর দেখিলে নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে অনুসরণ করিবে। ফল কথা ঝিলাম হইতে, সুকচানপুর কোনরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ জালালপুরের পাহাড় হইতে মঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্র বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর মতে, প্রথমোক্ত স্থানটি বুকাফেলিয়া এবং শেষোক্ত স্থানটি নিকাইয়া, নামে অভিহিত হয়। মঙ্গের প্রাচীণত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় যে, ঝিলাম খাল খননকালে এই স্থান হইতে অতি প্রাচীন তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ইহা ব্যতীত এই স্থানের নিকটে বর্ত্তমানকালেও গ্রীক নিহত যোদ্ধাগণের সমাধিভূমি দর্শিত হইয়া থাকে।

মহাবাহু পুরু, কোন বর্ণ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় সামান্য কথা নহে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন, একথা অতি পুরাতন গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অত্যাচার হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবারজন্য, বাৎস গোত্রের ব্রাহ্মণেরা যে প্রকার বাহু বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও সেরূপ উদাহরণ নিতান্ত সুলভ নহে। এক সময় কাবুল প্রভৃতি প্রদেশ, ব্রাহ্মণ নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল— বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব নাই। অনেকে মহাবাহু পুরু, মুজহাল ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বলেন, তিনি কাশ্যপী,

কেহ বলেন তিনি ভরদ্বাজ গোত্রজ ছিলেন। তিনি যে কোন বর্ণ বা গোত্রকে উজ্জ্বল করুন না কেন, তিনি ভারতবাসীর সাধারণ সম্পত্তি, তাঁহার উপর সকলেরই সমান অধিকার একথা বলাই বাহুল্য।

এই মহাযুদ্ধে যে সকল গ্রীক নিহত হইয়াছিল; মহাবীর অলিকসন্দর, মহা সমারোহের সহিত তাহাদের সমাহিত করেন। গ্রীক দেবদেবীর উদ্দেশে, এ স্থানে নানাপ্রকার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া কএক দিন উৎসবে অতিবাহিত করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অধ্যবসায়ের অবতার মহাভাগ অলিকসন্দর জন্মভূমি হইতে শত শত ক্রোশ দূরে, নানাপ্রকার প্রতিকূল ঘটনার মধ্যবর্ত্তী হইয়াও, প্রচণ্ডবীর্য্য শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া জয়যুক্ত হইলেন। যে পুরুষে, নীতি, উৎসাহ, অধ্যবসায়, প্রাণপাত করিয়াও কার্য্য সাধনের জন্য উদ্যোগ, প্রভৃতি পুরুষজনোচিৎ গুণ সকল বর্ত্তমান থাকে, তিনি যে অবস্থাতে থাকুন না কেন, সেই অবস্থাতেই আপনার অদৃষ্টের সহিত দেশের ভাগ্যচক্রও পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। অলিকসন্দর, এই সকল সদ্‌গুণের আধার হওয়াতে মরণে কৃত নিশ্চয় ভারতীয়গণকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভারতে আগমনের পূর্ব্বে, অলিকসন্দর, স্ত্রীধর্ম্মা পুরুষগণের নিকট, ভারতের ধনরত্ন প্রচুর পরিমাণে, অরক্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ক্লেশ করিয়া তথায় গমন করিলেই তাহা হস্তগত হয়,

এইরূপ ভাবের কথা বলিয়া, তিনি সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এখন প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সে মোহ অপগত হইল। এতদিন তাঁহারা যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভারতীয় যুদ্ধের তুলনায়, তাহা বালকদিগের ক্রীড়া যুদ্ধ মাত্র। সে সকল যুদ্ধে, অলিকসন্দরের গর্ব্বের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়াছিল—এইরূপ যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া তিনি জগ্বিজেতা নামে অভিহিত হইবেন, এই আশায় স্ফীত হইয়াছিলেন। ভারতে তাঁহার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে পূর্ব্বের উপার্জ্জিত সুনামকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—কোন রূপে প্রাণরক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

সুদক্ষ সেনাপতিরা, সকল সময় সৈন্যগণকে প্রকৃত কথা অবগত করান না, প্রকৃত কথা অবগত হইলে পাছে তাহাদের মধ্যে বিভীষিকা উপস্থিত হয়, পাছে তাহাদের দ্রোহ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা যথার্থ বিষয় গোপন করিয়া, সহজ সাধ্য বিষয় অবগত করাইয়া, সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। সুবিচক্ষণ অলিকসন্দর, তাঁহার সেনানী ও সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমাদের যুদ্ধক্লেশের অবসান হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর একটু দক্ষতার সহিত কার্য্য করিলেই আমরা ভাবীযুদ্ধ সমূহে জয়যুক্ত হইব। আমাদিগকে বাধা দিবার ভারতবাসীর সমস্ত শক্তি, গত যুদ্ধে নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে। এখন ভারতের মহমূল্য দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করাই আমাদিগের প্রধান কার্য্যে পরিগণিত হইয়াছে; আমরা এখন যে দেশের

দিকে গমন করিতেছি, সেই দেশ চিরপ্রসিদ্ধ ধনরত্নের আধার ভূমি। পারস্যদেশে, যে সকল দ্রব্য দুর্লভ বলিয়া আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, সে সকল দ্রব্য এপ্রদেশে সুলভ ও সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এক্ষণে আমরা মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, হস্তীদন্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার বহুমূল্য পদার্থের দ্বারা কেবল মাত্র আপন আপন বাসগৃহ সুশোভিত করিব এরূপ নহে, পরন্তু সমস্ত মাসিদন ও গ্রীসভূমি এই সকল ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।"

অলিকসন্দরের এই প্রলোভন পূর্ণ কথা শুনিয়া তাঁহার লুণ্ঠন-প্রিয় সৈন্যগণের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি প্রবর্দ্ধিত হইল! তাহারা তাঁহার সহিত লুটপাট করিবার জন্য সর্ব্বত্র গমন করিতে প্রস্তুত হইল।

যুদ্ধে পরাজিত হইলে প্রত্যাগমন পথে পাছে বাধা প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায় দূরদর্শী অলিকসন্দর, তক্ষশিলার দুর্গে যেরূপ কতকগুলি তাঁহার স্বদেশী সৈন্য রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি এস্থলেও ক্রিতিরসকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান করেন। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অলিকসন্দর, হিমালয় হইতে প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন—গ্রীকগণ প্রকাণ্ডকায় সর্প, অদ্ভুত দর্শন গণ্ডার, প্রভৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। এই সকল কাষ্ঠে বহুসংখ্যক সমুদ্র গমনোপযোগী নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল।

যে সকল সেনা ও সেনানী গতযুদ্ধে বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিল, অলিকসন্দর, তাহাদিগের গুণানুসারে কাহাকে

সুবর্ণমুকুট ও অর্থ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। মহাবাহুপুরু আরোগ্য লাভ করিলে, অলিকসন্দরের নিকট হইতে, তাঁহার পূর্ব্বরাজ্য ব্যতীত আরো অনেক প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভীসারের অধিশ্বর স্বয়ং আগমন না করিয়া কিছু উপহার প্রেরণ করিঁয়া অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। অলিক-সন্দর, অভীসার পতিকে তাঁহার কাছে স-শরীরে আগমন করিতে আদেশ করিয়া পাঠান, আদেশপালিত না হইলে, তিনি স্বয়ং গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, বলিয়া ভয় দেখান, আমরা জানিনা পার্ব্বতীয় প্রদেশের অধীশ্বর অভীসার, যবন পতি অলিকসন্দরের আজ্ঞা কতদূর প্রতিপালন করিয়া ছিলেন।

অলিকসন্দর, পুরুর রাজ্যে একমাস কাল অবস্থান করিয়া-ছিলেন। পুরুর রাজ্যশাসন প্রণালী, প্রজা সকল সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এবং সুখে সময় অতিবাহিত করিতেছে, দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের শাসনপ্রণালী, যবনদের শাসনপ্রণালী অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইলে ও আমরা কিন্তু তাহাদের কাছে "বর্ব্বর" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছি।

পুরুপরাজিত হইলেও, অথবা শত শত ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও, পুরুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ, অলিকসন্দরের আক্রমণ ভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত হইলেন না। তাঁহারা সকলে আপনার সামর্থ অনুসারে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অলিকসন্দর, চন্দ্রভাগা বা চিনাব, গ্রীক কথিত অকিসিনি বা সংস্কৃত অসিক্নী, পার হইবার পূর্ব্বে এরিষ্টোবোলস

কথিত গ্লৌক—অনিকোই, বা তুরময় কথিত গ্লটসাই * আক্রমণ করিবার জন্য প্রত্যেক সৈন্যদল হইতে কর্ম্মঠ, সাহসী এবং অসাধারণ কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত, এরূপ কতকগুলি সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া অগ্রসর হন। এইরূপ নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া, অলিকসন্দরের স্বয়ং গমন করাতে বোধ হয়, কোন দুর্দ্ধর্ষজাতিকে জয় করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, অধিবাসীরা সর্ব্বত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কেহ বলেন, এইরূপে ৩৭টি নগর, অলিকসন্দর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল নগরের অধিকাংশের জনসংখ্যা দশ হাজারেরও অধিক ছিল। কোন নগরে ৫ হাজারের ন্যূন সংখ্যক অধিবাসী ছিল না। এই সকল নগর ব্যতীত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল।

অলিকসন্দর যে সময় ঘোরতর অশান্তির কারণস্বরূপ হইয়া ভারতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন; সেই সময় অশ্বকগণ তাঁহার অধীনতা পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, আপনাদিগের স্বাতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের এই স্বাধীনতা সংস্থাপন যজ্ঞে অলিকসন্দরের গ্রীক শাসনকর্ত্তাকে, জীবন আহুতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। অলিকসন্দর, শশীগুপ্তের নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত

* বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী এই জনপদটির আমাদের স্বদেশী নাম যে কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন। গ্রীক বা ল্যাটিন্ গ্রন্থে এ প্রদেশের কোনরূপ প্রাকৃতিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্ভবত ইহা বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ভীমবর রাজোরী হইতে পারে। ঝিলামের নিকটবর্ত্তী দন্তী-বাসা হইতে এই রাস্তায় বহুসংখ্যক প্রাচীন জনপদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

হইয়া কিছু সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা সে প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বিষয় আমরা অবগত নহি, সম্ভবতঃ বিদেশীগণের বহিষ্কারের সহিত অশান্তি ও বিদূরিত হইয়া থাকিবে। অলিকসন্দর, এই সময় তক্ষশিলার অধীশ্বরকে স্বীয় রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কি জন্য তিনি এ সময় স্বদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ প্রকাশিত নাই, স্বদেশদ্রোহী আম্ভি, স্বদেশবাসী অশ্বকগণের বিরুদ্ধে কোনরূপ আচরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহাও অবগত হইবার উপায় নাই। "বিভাগ করিয়া জয় কর", ইয়ুরোপীয়েরা এই নীতির উপাসক, আম্ভির সাহায্যে কি মাসিদনপতি, অশ্বকগণকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ?

অলিকসন্দর, চন্দ্রাভাগা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ইহার পারে গমন করিতে তাঁহাকে বড় কম ক্লেশ পাইতে হয় নাই। এই বেগবতী নদীর অপর পারে গমনকালে জলমধ্যে নিমজ্জিত প্রস্তরের আঘাতে, অলিকসন্দরের অনেকগুলি নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, অনেকে জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। চন্দ্রভাগা, প্রস্তরে আহত হইয়া গভীর গর্জ্জন করিয়া ক্রোধে ফেন উদ্গীরণ করিতে করিতে যেন অলিকসন্দরকে গ্রাস করিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে গমন করিতেছিলেন। এই প্রচণ্ডগতি চন্দ্রভাগা, অলিকসন্দরের যেরূপ প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, ভারতে সেরূপ আর কোন নদনদী করিতে সমর্থ হয় নাই ; এই জন্য গ্রীকগণ ইহাকে আলেক্সান্দ্রোফেগস্ অর্থাৎ অলিকসন্দর-নাশিনী নামে অভিহিত করিয়াছেন। সৈন্যগণ কতকগুলি নৌকা করিয়া, কতকগুলি দৃতি সাহায্যে অপর পারে গমন করিয়াছিল। ল্যাগস

পুত্র তুরময় বলেন, অলিকসন্দর যে স্থানে নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন সে স্থানে ইহার বিস্তার ১৫ ষ্টেডিয়া হইবে।

অলিকসন্দর, চন্দ্রভাগা পার হইয়া মনে করিয়াছিলেন এ প্রদেশের অধিশ্বর পুরু, তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এ পুরু পূর্ব্বোক্ত পুরুর আত্মীয় বলিয়া, গ্রীকেরা বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুবলে আপনার রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া, মহাভাগ পুরু, বৈতসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অলিকসন্দরের শরণাপন্ন হন নাই। তিনি বিদেশীর অধীনতায় সুখস্বচ্ছন্দে থাকা অপেক্ষা, বনে, পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সহ দূরতর দুর্গম প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এ উদাহরণ, তাঁহার প্রজাগণ মধ্যে ও অনুকৃত হইয়াছিল। বাধা প্রদান করিতে না পারিলে ও, তাহারা অলিকসন্দরকে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করেন নাই। আক্রান্ত দেশবাসীরা, এরূপ নীতি অবলম্বন করিলে, অনেক সময় আক্রমককে বিপন্ন করা যায়। অভিনব পুরু, এই অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীকদের লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয়, অলিকসন্দর এ প্রদেশে আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তিনি পুরুর রাজ্যে সৈন্যগণের আহার্য্য সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করেন।

অলিকসন্দর, ভারতবাসীর বাহুবলের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে বেশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসীর সাহায্যে এক্ষণে ভারতবাসীকে পরাজয় করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি পুরুকে

তাঁহার সমস্ত হস্তী,এবং যতদূর সম্ভব তত অধিকপরিমাণে যোদ্ধা সংগ্রহ করিতে তাঁহার রাজধানীতে প্রেরণ করেন। বনমধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল হস্তীকে পরাধীন করিবার জন্য, যেরূপ মনুষ্য পদতলে বিলুণ্ঠিত হস্তীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ অলিকসন্দরের পদপ্রান্তে অবনতমস্তক ভারতবাসীর সহায়তায়, স্বাধীন ভারতবাসী পরাধীন হইয়া ছিল। বৈদেশিকগণ যখনই ভারত আক্রমণ করেন, তখন এই সুগম নীতির অনুসরণ করিয়া হস্তীমূর্খ ভারতবাসীকে করতলগত করিয়াছেন।

অলিকসন্দর, পুরুকে হস্তগত করিবার জন্য দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে ঐরাবতীতটে উপস্থিত হন। গ্রীকদের জিহ্বায় ইহা হাইদ্রোতিস নামে উচ্চারিত হইয়াছিল। অলিকসন্দরকে চন্দ্র-ভাগা উত্তীর্ণ হইবার সময় যেরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, ইহার পারে গমনকালে সেরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। দেশের অভ্য-ন্তরভাগে গমন করিলে, পাছে পশ্চাদভাগে বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় স্থানে স্থানে কিছু সৈন্য রাখিয়া, অলিকসন্দর এ প্রদেশ,অধীন পুরুকে প্রদান করেন। অলিকসন্দরের এ উদারতা নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত হয় নাই। এই সকল বিস্তৃত প্রদেশ একজন বিদেশীর পক্ষে, স্ববশে রাখা বড় সাধারণকথা নহে ; তাই তিনি তাঁহার শত্রুকে, পুরুর শত্রুরূপে পরিণত করিয়া, সেই শত্রুকে দমন করিবার জন্য পুরুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, ঐরাবতীর পূর্ব্ব পারে গমন করিয়াও বাধা বিহীন হন নাই; নিঃসহায় কোন কোন গ্রামের লোক বশ্যতা স্বীকার করিলেও, অনেকে অলিকসন্দরের আগমন পথে বাধা প্রদান করিয়াছিল। যাহারা বাধা প্রদানে অসমর্থ, অথচ বশ্যতা

স্বীকারে অনিচ্ছুক এরূপ লোকসমষ্ঠী, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করে।

অলিকসন্দর, ঐরাবতীর (রাবী) পর পারে গমন করিয়া শ্রবণ করিলেন যে, এ প্রদেশের সমরপ্রিয় জাতিসকল তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ সংবাদ অবগত হইয়া অলিকসন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহারা অপর জাতির সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। রাবীর তট পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দিবসে তিনি অদরইস তাই, বা অরতরিত্তই নামক জাতির রাজধানী পিমপ্রমা নামক স্থানে উপস্থিত হন। এ স্থানের লোকেরা, অলিকসন্দরের অধীনতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এস্থানে একদিন সৈন্যগণ সহ বিশ্রাম করিয়া অলিকসন্দর, সাংগালা অভিমুখে গমন করেন। সাংগলা রক্ষা করিবার জন্য খতিয়ান বীর গণ, অন্যান্য বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া, নগরের নিকটবর্ত্তী নাতিউচ্চ ক্ষুদ্র পর্ব্বতে যুদ্ধ করিবার জন্য শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। শিবিরের সম্মুখে শকটের তিনটাশ্রেণী স্থাপন করিয়া শত্রুর অশ্বারোহীর আগমন পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অলিকসন্দর, ভারত-বাসীর অবস্থান দেখিয়া সৈন্যগণকে বিভক্ত করিয়া ভারতবাসীকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। অলিকসন্দর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিলে ভারতীয় যোদ্ধাগণ শকটের বহির্ভাগে আগমন করিয়া আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহা না করিয়া খতিয়ান বা ক্ষত্রিয় বীরগণ শকটের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া মাসিদনদের আগমন পথে বাধা দিতে আরম্ভ করিল—

ক্ষত্রিয়েরা শকট হইতে শকটান্তরে লম্ফ দিয়া গমন করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল।* অলিকসন্দর দেখিলেন, অশ্বারোহীদের দ্বারা বিশেষ কিছু কার্য্য হইতেছেনা, এজন্য ঢালীপদাতিকগণকে, ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন, ক্ষত্রিরবীরেরা শকটের প্রথম শ্রেণীর সম্মুখ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মুখ ভাগে অবস্থান করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করেন। ইহাতে মাসিদনগণের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল। ভারতীয়-বীরেরা ঘোরতর পরাক্রমে শত্রুগণেরপ্রতি অজস্র অস্ত্রপাত করিতে লাগিল। মাসিদনগণ কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া সম্মুখের শকট সকল টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রিয়-গণকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করেন। অলিকসন্দরের স্বদেশ-বাসী গ্রন্থকারেরা বলেন, ভারতীয় যোদ্ধারা এ স্থানে অবস্থান না করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছিল। অলিকসন্দর সেই দিনেই নগর প্রাচীরের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিয়া যতদুর পারিলেন, ততদূর নগর প্রাচীর অবরোধ করি-লেন। এই নগরের অনতিদূরে একটি হ্রদ ছিল, পাছে শত্রুগণ তাহা অতিক্রমণ করিয়া পলায়ন করে, এজন্য তাহার চতুঃপার্শ্বে রাত্রিকালে অশ্বারোহী প্রহরী সকল রক্ষিত হইল। নগর বা দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকা, আর শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া থাকা, উভয়ই প্রায় সমতুল্য। এরূপ অবস্থায় অনেক সময় শত্রু ও দুর্ভিক্ষ উভয়েরই সম্মুখীন হইতে হয়। আর এক কথা যে সকল যোদ্ধা অবরুদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্যের ন্যায় সময় অতিবাহিত করে, তাহারা দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে পাইলে শত্রুর যথেষ্ট প্রতিকূলাচরণ

করিতে সমর্থ হন। এই ভাবিয়া ভারতীয় যোদ্ধাগণ, দুর্গ মধ্যে বন্দীরন্যায় অবস্থান না করিয়া রাত্রিকালে স্থান পরিত্যাগ করিতে মনন করেন। নিশীথ রাত্রে যখন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল, সেই সময় ভারতীয়েরা হ্রদ অতিক্রমণ করিয়া গমন করে। ভারতীয়েরা পাছে পলায়ণ করে, এই আশঙ্কায় অলিকসন্দর, সৈন্য ও সেনানীগণকে সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় যোদ্ধা-গণকে আগমন করিতে দেখিয়া বংশীধ্বনি করিয়া মাসিদনগণ তাহাদিগকে ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করিল। এই ঘোরা রজনীতে দারুণ যুদ্ধের অভিনয় হইল, নগর ত্যাগ করিয়া যাওয়া সুবিধা জনক নহে বলিয়া আবার সকলে প্রত্যাগমন করিল।

রাত্রির অবসানের সহিত, অলিকসন্দর ঘোরতর পরাক্রমে নগর আক্রমণ করিলেন। অলিকসন্দরের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সাহায্যের জন্য পুরু এই সময় স্বীয় হস্তী বাহিনী ও ৫ হাজার ভারতীয় যোদ্ধা সহ আগমন করেন। হায়! যে হস্ত ইতি পূর্ব্বে স্বদেশবাসীকে বিদেশীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আপনার শরীর হইতে উত্তপ্ত শোণিতধারা প্রদান করিয়া, জন্মভূমির যবন পদ স্পর্শ জনিত কলঙ্ক ধৌত করিয়াছিলেন, আজ তিনি যবন সম্রাট অলিকসন্দরের তুষ্টির জন্য স্বদেশবাসীর কোমল হৃদয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করিতে হস্তোত্তলন করিলেন;—হায়! আজ সেই ব্যক্তি নশ্বর জাগতিক উন্নতি লাভের জন্য, পবিত্র জন্মভূমিকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। বৈদেশিক শত্রুর হস্তে আপতিত বন্দীর, কোন রূপেই স্বদেশের বিরুদ্ধা-

চরণ করা ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারেনা। আর স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণ না করিলে, কখনই কোন রূপে সে, বিজেতার কাছে দণ্ডনীয় হইতে পারেনা। পুরু যদি তটস্থ ভাব অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশবাসী অথবা বিদেশবাসী উভয়েরই কাছে প্রশংসনীয় হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অলিকসন্দর, ইষ্টক প্রাচীরের নিম্নদেশ খনন করিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন, কোন স্থানে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগর মধ্যে গমন করিবার চেষ্টা করিতে লগিলেন। এইরূপে নগর মধ্যে গমন করিলে, উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের প্রারম্ভ হইল। এই দারুণ সংগ্রামে, ভারতবাসীরা প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, যেরূপ কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—অকাতরে তাঁহারা যেরূপ এই পবিত্র যুদ্ধযজ্ঞে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল বিস্ময়ের সহিত পঠিত হইবে। বিদেশী লেখকেরা, হিন্দুবীরগণের অলৌকিক অবদান পরম্পরার কথা, বড় লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা, অলিকসন্দরের সৈন্যগণ মধ্যে যেরূপ শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, অলিকসন্দরের ক্রোধ বহ্নিকে যেরূপ ভাবে সন্ধুক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণপাতে অকাতরতা, প্রভৃতি অনুমান করা যাইতে পারে। এই অল্পকালস্থায়ী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, অলিকসন্দরের পক্ষে, এরিয়ন বলেন, একহাজার দুইশত ব্যক্তি আহত হইয়াছিল! এই আহত সংখ্যার মধ্যে প্রধান প্রধান সেনানীরা ও অন্তর্গত ছিলেন আর একশত মাসিদন যোদ্ধা নিহত হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় ঐতি-

হাসিক মহাশয়েরা এই সংখ্যা প্রদান কালে কতদূর সত্যপথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়, স্বদেশবাসীর বাহুবলের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য, সত্য কথা সংগোপন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই এ কথা আমরা অবগত আছি। পাঠক! এই এরিয়ান, আমাদের ভারতবাসীর কথা কিরূপ মুক্ত হস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও জানিবার বিষয়, তিনি বলেন, ১৭হাজার হিন্দু নির্দ্দয়তাসহকারে নিহত হইয়াছিল, আর ৭০ হাজার বন্দী হইয়াছিল। ইহার সহিত ৫ শত অশ্বারোহী, ৩ শত শকট অলিকসন্দরের হস্তে পতিত হইয়াছিল। কুর্ত্তিয়স্ তাঁহার গ্রন্থে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষে ৮ সহস্র ব্যক্তি নষ্ট হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কাহার কথা ঠিক তাহা আমাদের জানিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু একথা খুব ঠিক যে, এ পর্য্যন্ত অলিকসন্দরের এত অধিক সংখক্য সৈন্য এরূপ ভাবে কোথাও নিগৃহীত হয় নাই; এই হতাহতের ফল দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি, যথার্থ ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে, অলিকসন্দর উত্তম শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকরা যেরূপ ভাবে এই যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন রাজা কর্ত্তৃক এই সকল ক্ষত্রিয়গণ পরিচালিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ধনবানেরা অনেক সময় আপনাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, সাধারণের স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিবার জন্য, ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; এই জন্য প্রায়ই তাঁহারা ঘৃণিতভাবে বৈদেশিকদিগের চরণতলে আপতিত হইয়া স্বদেশবাসীর শত্রুতা সাধন করিয়া থাকেন।

অলিকসন্দর সাংগালা অধিকার করিয়া, তাঁহার অন্যতম কর্ম্মচারী ইউমিনিস্ সহ তিনশত অশ্বারোহী প্রদান করিয়া, যে সকল ভারতবাসী সাংগলার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; তাহাদিগকে সাংগলার অদৃষ্ট কথা জানাইবার জন্য প্রেরণ করেন; দুঃখের বিষয়, তাঁহারা স্বদেশবাসীর শোচনীয় পরিণাম অবগত হইয়া, দেশত্যাগ বা প্রাণত্যাগ এই উভয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াও, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না। অলিকসন্দর, ভারতবাসীর সঙ্কল্প অবগত হইয়া আর ক্ষণ বিলম্ব করিলেন না। তাহাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি দ্রুতবেগে গমন করিলেন। অলিকসন্দেরের আগমনের পূর্ব্বেই ভারতবাসীরা, দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করেন। যে সকল হতভাগা ভারতবাসী, মানবজাতির এই দারুণ শত্রুর হস্তে পতিত হইল,তাহারা নির্দ্দয়তাসহকারে নিহত হইয়াছিল, ইহাদের সংখ্যা পঞ্চশতের কম হইবেনা। অলিকসন্দর যখন যুঝিলেন,এরূপ ভাবে অনুসরণ করিলে কোন শুভফল প্রসব করিবে না, তখন তিনি অগত্যা সাংগলাতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

অলিকসন্দর যখন ভারতবাসীর বড় কিছু করিতে পারিলেন না; তখন তাঁহার ক্রোধ, জনশূন্য সাংগলার উপর পতিত হইল। সাংগালার অধিবাসীর হস্তে লাঞ্ছিত মাসিদনগণ, সাংগলার ঘর বাড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল—তথায় মনুষ্যের বাসভূমি ছিল বলিয়া কোনচিহ্ন রহিল না। অলিকসন্দর তাঁহার রোষানলে দগ্ধ এই ভূমিকে, যে ভারতবাসী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ এপ্রদেশের কোন লোককে, ইহা প্রদান করিয়া তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

যে কয়েকটি নগর আত্মপ্রদান করিয়া অলিকসন্দরের কৃপা-লাভ করিয়াছিল, সে সকল নগর অধিকার এবং তাহাতে সৈন্য রক্ষা করিবার জন্য, বুদ্ধিমান মেসিদনপতি সসৈন্য পুরুকে প্রেরণ করেন। অলিকসন্দর বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মাসিদন সৈন্য, সে সকল স্থানে প্রেরণ করিলে তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, আর বহুসংখ্যক ভারতবাসী কর্ত্তৃক তাহারা আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সামান্য বিষয় হইবেনা। এই জন্য দুরদর্শী অলিকসন্দর, পুরুকে সেই সকল স্থানে প্রেরণ করিয়া "যা শত্রু পরে পরে" নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, সাংগালা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার রণতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, আবার পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ কয়েকদিন গমন করিয়া, তাঁহারা হাই-পাসিস নদীর তটভূমে উপস্থিত হন। একমাত্র এই বিদেশী নামে নদী নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন, ইহা অন্য কোন নদী নহে ইহা আমাদের বিপাশা, পুত্রশোকাভিভূত মহর্ষি বশিষ্ঠ, হস্ত পদ পাশবদ্ধ করিয়া উরুঞ্জিরা নদীতে নিমগ্ন হইলে, তিনি নদীর স্রোতে পাশছিন্ন হইয়া তটে নিক্ষিপ্ত হন, তদবিধি উরুঞ্জিরা পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ বিপাশা নামে অভিহিত হন। *

বিপাশা বা বর্ত্তমান ব্যাসানদীর তটে মহাবাহু অলিকসন্দর শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিলেন।

* পাশা অস্যাং বিপাশ্যন্ত বশিষ্ঠস্য মুমূর্ষতঃ তস্মাৎ বিপাড্ উচ্যতে পূর্ব্বমাসীদুরুঞ্জিরা। যাস্ক।

এস্থানে অবস্থান করিয়া মসিদনগণ অপর পারের কথা যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দিগ্বিজয় বাসনা অন্তর্হিত হইল,—ভারতের অমূল্যধন রত্ন সংগ্রহকামনার পরিবর্ত্তে, স্বদেশে প্রত্যাগমনের উৎকট ইচ্ছা, তাহাদিগকে আকুলিত করিতে লাগিল। তাহারা শুনিল বিপাশার অপর পার অত্যন্ত উর্ব্বর, তথাকার জনগণ কৃষিকার্য্যে যেরূপ সুনিপুণ, যুদ্ধস্থলেও সেইরূপ রণপাণ্ডিত্য ও সাহসিকতা দেখাইয়া থাকে। তাহাদের রাজ্যশাসন প্রণালী অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ন্যায় ও মৃদুতার সহিত সম্ভ্রান্ত জনগণ, জনসাধারণকে শাসন করিয়া থাকেন। অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা এ রাজ্যের হস্তীবল অনেক বেশী, এসকল হস্তী অত্যন্ত দীর্ঘকায় এবং সাহসী, তার পর গাঙ্গেয় প্রদেশ, সে দেশের অধীশ্বর, যুদ্ধক্ষেত্রে ২লক্ষ পদাতিক, ২০হাজার অশ্বারোহী এবং ৩হাজার হস্তী, লইয়া যাইতে সমর্থ। পুরুর হস্তীর কাছে ইতিপূর্ব্বে তাহাদের যে শোচনীয় দশা হইয়াছিল সেই সকল কথা মাসিদনদের স্মরণ পথে উদিত হইল। অপর পারে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বীর্য্যবান্ হস্তী তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, পুরুর মুখে এ কথা শুনিয়া, মাসিদনবাসীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। গ্রীক গ্রন্থকার ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, "অপর পারের অধিবাসীরা, সুচারুরূপে সুশাসিত হইতেছে"। সুতরাং অলিকসন্দর, অগ্রসর না হইলেও দোষভাগী হইতে পারেন না, যেহেতু ইয়ুরোপীয় মহাশয়েরা, কোন রাজ্যঅধিকারভুক্ত করিবার জন্য, কোন অছিল না পাইলে, তাঁহাদের রাজ্য অপেক্ষা সুশাসিত হইলেও,রাজ্যশাসন ভাল হইতেছে না, এইরূপ দোষারোপ করিয়া পররাজ্য আক্রমণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য

এরিয়ান লিখিয়াছেন, "অপর পার সুশাসিত হইতেছে," সুতরাং অলিকসন্দরের অপর পারে গমন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। যাই হউক, অলিকসন্দর যখন শুনিলেন, তাঁহার সেনানীগণ তাঁহার সহিত অপর পারে গমন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সমবেত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "হে মাসিদন ও বন্ধুগণ! আপনাদের স্বভাব সুলভ উৎসাহের সহিত, আর কি আপনারা আমাকে বিপদ মধ্যে অনুসরণ করিবেন না। অগ্রে গমন করিবার জন্য, আপনারা আমা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইবেন, অথবা প্রত্যাগমনের জন্য আমি আপনাদের দ্বার অনুরুদ্ধ হইব, ইহার জন্যই এই সভা আহুত হইয়াছে। আপনারা যে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে, অথবা আমার নায়কত্বের বিরুদ্ধে, যদি কোন অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে আমার সে বিষয় কিছুই বলিবার নাই। আপনাদের সেই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে, যোনদেশ—হেলিসপণ্ট—ফ্রাইগিয়াদ্বয়, ক্যাপাডোসিয়া, প্যাফলাগোনিয়া, লিডিয়া, কেরিয়া, লাইকিয়া, প্যামফিলিয়া, ফিনিসিয়া, ইজিপ্ট, লাইবিয়া, আরবের কিয়দংশ, সিরিয়া, মোসোপাটামিয়া; ব্যাবিলন, সুসা, পারস্য ও মিডিয়া, ইহাদের অধীন এবং ইহারা যাহা অধিকার করিতে পারে নাই, এরূপ প্রদেশ সকল ও আমরা পদাক্রান্ত কারিয়াছি, ইহা ব্যতীত কাস্পীয়নঘাটি, কাস্পীয়নের তটবর্ত্তী ভূভাগ, বহ্লীক, ককেসস প্রদেশ, এবং ভারতের সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, প্রভৃতি নদনদীর মধ্যবর্ত্তী রাজ্য সকল এখন আমাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই বিপাশা অতিক্রমণ এবং ঐ সম্মুখবর্ত্তী রাজ্য সকল মেসিডুনিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিতে কেন তোমরা

ইতস্ততঃ করিতেছ? বর্ব্বররা তোমাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে, এই ভয়ে কি তোমরা বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছ? ইহাদিগকে আপনারা পরাজিত, দেশচ্যুত, এবং অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, কেহ বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শরণাপন্ন হইয়াছে। এই সকল দেশ, আমাদের ইচ্ছাঅনুসারে আমাদের বন্ধুগণমধ্যে, অথবা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা আমাদেরসহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রদত্ত হইবে। আমার ধারণা, উৎসাহশীল পুরুষের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম; যশস্কর কার্য্য সম্পাদনের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, এই যুদ্ধ, কোথায় শেষপ্রাপ্ত হইবে, তাঁহার জানা উচিৎ যে, গঙ্গা এবং পূর্ব্ব সমুদ্র, এস্থান হইতে বড় বেশী দূর নহে, আর আমার দৃঢ় ধারণা যে, সমুদ্রের সহিত হাইরকানিয়ান সমুদ্র মিলিত হইয়াছে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত মাসিদন ও তাহাদের বন্ধুগণের কাছে আমি সপ্রমাণ করিব যে, ভারত উপসাগর হাইরকানিয়ম সমুদ্র ও পারস্য ও উপসাগরের সহিত মিলিত রহিয়াছে। পারস্যউপসাগর হইতে আমাদের অর্ণবযান সকল আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, হারকুলিসের স্তম্ভের কাছে উপস্থিত হইবে। এরূপ করিলে আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ এবং সমস্ত এশিয়া আমাদের অধিকারভুক্ত হইবে। দেবতারা পৃথিবীর যে সীমানির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সীমাই আমাদের সম্রাজ্যের সীমা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ সময় যদি আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে বিপাশা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভা-গের অধিবাসীবৃন্দ, আর উত্তরে হিরকানিয়া প্রদেশের জনগণ, অপরাজিত অবস্থায় রহিয়া যাইবে। আর এক কথা, এ সময়

যদি আমরা প্রত্যাগমন করি, তাহা হইলে যাহাদিগকে আমরা জয় করিয়াছি, যাহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়া থাকে ; তাহাদিগকে স্বাধীন জাতিরা বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিতে পারে। তাহা হইলে আমাদের সমস্ত শ্রম বিফল হইয়া যাইবে—আমাদিগকে আবার নূতন বিপদ ও অভিনব পরিশ্রমের সম্মুখীন হইতে হইবে। হে বন্ধুগণ ! এবং মেসিদনবাসী ! আপনারা ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, --যাঁহারা বিপদ ও শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্রবর্ত্তী হন, তাঁহারা ঋদ্ধি ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যে জীবনে অদ্ভূত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেই জীবনই আনন্দময়, তাহার মৃত্যুতে ও সুখ অনুভূত হইয়া থাকে ; আর পশ্চাতে চিরস্মরণীয় নাম থাকিয়া যায়। আপনারা তো জানেন আমাদের পূর্ব্বজগণ যে অলোক সামান্য খ্যাতি এবং দেবত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কিছু আরগস,—ফিলপনিস, অথবা থেবে, গৃহে অবস্থান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই। হিরাক্লিসের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী, দিত্তনিসিস্‌কেও বড় কম পরিশ্রম করিতে হয়নাই। তপস্যা না করিয়া কেকোথায় দেবত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছে ? আমরা নিসা অতিক্রম করিয়া বহুদুর অগ্রসর হইয়াছি—মহাবীর হিরাক্লিস যে দুর্গম দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, আমরা সেই অরনসের গিরিদুর্গ অধিকারভুক্ত করিয়াছি। এখন অবশিষ্ট এসিয়া আমাদের পদানত হইবে,—অধিকাংশের সহিত অবশিষ্ট অল্পটুকু মিলিত হইবে।”

“একবার ভাবিয়া দেখুন যদি আমরা মাসিদনে বসিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে কি এই সকল স্মরণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতাম ? বেশী কিছু করিলে, আমরা কি মনে

করিতাম না যে, পার্শ্ববর্ত্তী থ্রেসস্‌, ইলিরিয়াবাসী, অথবা শত্রু ভাবাপন্ন গ্রীক আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিলেই, আমাদের কার্য্য সকল সম্পূর্ণ হইয়াছে?

"আপনাদিগকে বিপদসঙ্কুল স্থানে পরিচালনা করিবার সময় আমি কি সেই বিপদ, বা শ্রমজনক কার্য্য হইতে, বিমুখ হইয়া আপনাদিগকে কি তাহার সম্মুখীন করিয়াছি? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বটে নূতন কার্য্যে আপনাদিগের উৎসাহ না থাকিবারই কথা। আপনারা পরিশ্রম করিবেন, আর অপরে বিনাপরিশ্রমে তাহার ফলভোগ করিবে? আমরা কিন্তু সকলে সমানভাবে পরিশ্রম করিয়া থাকি, আমি সমানভাবে আপনাদের বিপদের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকি—ইহার ফল, সকলের সাধারণ সম্পত্তি, যে ভূমি আমরা জয় করিয়াছি, আপনারা তাহার অধিশ্বর; যে ধন আমরা লুণ্ঠন করিয়াছি, তাহার অধিক অংশই আপনাদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। যখন সমগ্র এশিয়া আমাদিগের অধিকারভুক্ত হইবে, তখন ভগবানের কৃপায় আমি আপনাদিগকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করিব না, কিন্তু আপনাদিগের প্রত্যেকের, আশার অতিরিক্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া পুলকিত করিব। আপনাদিগের মধ্যে যিনি, দেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমি দেশে পাঠাইয়া দিব, অথবা আমিই তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব। কিন্তু যাঁহারা এস্থানে অবস্থান করিবেন, তাঁহাদিগকে আমি, যাঁহারা গমন করিবেন, তাঁহাদের স্পৃহনীয় বিষয়ে পরিণত করিব।"

অলিকসন্দরের এই উদ্দীপনা পূর্ণ অনুরোধ বাক্যে, অবসন্ন

হৃদয় সেনানীদের মধ্যে কোন প্রকার উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইল না। এক সময় অলিকসন্দরের সামান্য ইঙ্গিতে, যে সৈন্যগণ দলে দলে প্রাণ প্রদানের জন্য অগ্রসর হইত; এক্ষণে তাহারা নির্ব্বাক হইয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিল। বহু সময় অতীত হইলেও, যখন কেহ অলিকসন্দর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কোন কথা কহিল না, তখন বৃদ্ধ সেনানী কৈনস, সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে রাজন্! আপনি যখন মাসিদনগণকে তাহাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে, অগ্রে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক, আপনি যখন তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায়ায় আমি দুই একটি কথা বলিব,—এ কথা আমি আমার পক্ষ হইতে, অথবা যে সকল সেনানী এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের হইয়াও কথিত হইবেন না—আমরা, আপনার কাছে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছি, আমাদের মধ্যে অনেকেই আপনার কাছে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হইয়াছেন অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা, আপনার কাছে আমরা যথেষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা যে, আপনার কার্য্য সাধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিব, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু অধিকাংশ সৈনিকগণের পক্ষ হইয়া কয়েকটি কথা কহিব, এ সকল কথা যে, একমাত্র তাহাদের পক্ষেই হিতজনক, এরূপ আমি মনে করিনা, বর্ত্তমান কালে আমি মনে করি, ইহা আপনার পক্ষেও সুবিধাজনক এবং ভবিষ্যতে ও মঙ্গলপ্রদ হইবে।

"আমার প্রাচীন বয়সের জন্য, আপনি আমাকে যে প্রচুরক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন সেইজন্য, আর সকলপ্রকার বিপদজনককার্য্যে

সকলের অগ্রবর্ত্তী হই বলিয়া, যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহা বলিতে আমি সাহসী হইয়াছি। আপনার আজ্ঞায়, আমরা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহা আমি যতই স্মরণ করি, আর আমরা সর্ব্ব সর্ব্বপ্রথমে মাসিদন ও গ্রীস হইতে যতগুলি লোক আগমন করিয়াছিলাম, এবং বর্ত্তমানেই বা আমাদের সংখ্যা কিরূপ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল বিষয় যখন আমি তুলনা করি, তখন মনে হয় যে, আমাদের বিপদের এবং ক্লেশের একটা সীমা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। থেসেলিবাসীরা যখন আর সাহসীকতার সহিত যুদ্ধ করিত না, তখন আপনি ব্যাক্‌ট্রা হইতে তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। আপনি যে সকল নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতেও অনেক গ্রীকবাসীকে, তাহাদের অনিচ্ছায় রাখিয়া আসিয়াছেন। আর অবশিষ্ট কতকগুলি, বর্ত্তমান কালে ও আমাদের ক্লেশের অংশ গ্রহণ করিতেছে; আমাদের কতকগুলি স্বদেশবাসী যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; কতকগুলি আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; কতকগুলি আমাদের বিজিত দেশের স্থানে স্থানে রক্ষিত হইয়াছে; আর কতকগুলি রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে; সেই বহু লোক সমষ্টির মধ্যে, আমরা অতি অল্পসংখ্যক মাত্র জীবিত রহিয়াছি। ইহাদের শরীরে আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিসামর্থ নাই;—ইহাদের উৎসাহ যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; যাহাদের পিতামাতা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহারা উৎসুক হইয়াছে,—সকলেই তাহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, বাড়ি ও জন্মভূমি, দেখিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। যাহারা আপনার কৃপায়, দরিদ্র হইতে প্রচুর ধনের অধীশ্বর

হইয়াছে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে প্রখ্যাত নামা হইয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান অভিলাষ ক্ষমার যোগ্য সন্দেহ নাই। আপনি তাহাদিগকে, ইচ্ছার প্রতিকূলে লইয়া যাইবেন না। শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে, বিপদের সম্মুখীন হইবার সময়, ইহারা যদি পূর্ণহৃদয়ে কার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইবেনা। আমাদের সহিত যদি আপনারমতের মিলন হয়, তাহা হইলে আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন; মাকে দর্শন করুন; গ্রীসের রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা করুন, এবং পিতার গৃহ, জয়লব্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ করুন। এ সকল কার্য্য সমাধার পর, যদি ইচ্ছা হয়, পুনরায় আপনি নূতন বলে ভারতের ঐ পূর্ব্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করুন, অথবা ইউক্সাইন সাগর, কিম্বা কার্থেজের বিরুদ্ধে, অথবা আফ্রিকা, কিম্বা কার্থেজের পরে যে দেশ, সে দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করুন। আপনি কর্ত্তব্য স্থির করিলে, আমাদের ন্যায় শীর্ণ বৃদ্ধের পরিবর্ত্তে, তেজস্বীও যুবক মাসিদন এবং গ্রীক-বাসী আপনার সহিত অনুগমন করিবে। যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ সেই সকল যুবকবৃন্দ, প্রাণের মমতা না করিয়া, পুরষ্কার লোভে প্রলুব্ধ হইয়া বিপদের সম্মুখীন হইবে, তাহারা যখন দেখিবে,আপনার সহচরবৃন্দ নির্ধনতার পরিবর্ত্তে প্রচুর ধনশালী, উচ্চপদস্থ,, ও প্রখ্যাত নামা হইয়া নানাপ্রকার বিপদ ও ক্লেশ জাল অতিক্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে, তখন তাহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইবে। হে রাজন! এসকল কথা ব্যতীত, অভ্যুদয়ের সময় সমতা অবলম্বনের ন্যায় উৎকৃষ্ট নীতি আর কিছুই নাই, আপনি এরূপ সাহসী সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী থাকিলে, মানবীয় শত্রু আপনার কোন অপকার করিতে

সমর্থ হইবেনা। কিন্তু দৈবঘটনা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য, সুতরাং তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত বিষয় সন্দেহ নাই।"

কৈনসের, মনের মতন কথা শুনিয়া, অনেকে আনন্দের উচ্ছাস প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অনুমোদন করিল, অপরে গৃহে প্রত্যাগমনের কথায় দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত করিয়া, বিপদ সমুদ্রে আর অবগাহন না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। অলিকসন্দর, কৈনসের বাক্যের স্বাধীনতায়, এবং সমাগত জনগণের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। সভার অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না, আবার পর দিবস সেই সকল প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তিনি নদীর অপর পারে গমন করিবেন, বলপূর্ব্বক তিনি কোন মাসিদনকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের রাজাকে অনুগমন করিবায় বহুসংখ্যক লোক তিনি প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা, দেশে প্রত্যাগমন করিবে, তাহারা যেন তাহাদের বন্ধু-বান্ধবগণকে বলেন, তাহারা তাহাদের রাজাকে, তাঁহার শত্রুগণের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।" এই বলিয়া অলিকসন্দর, স্বীয় শিবিরমধ্যে প্রবেশ করেন; তাঁহার বিশেষ প্রণয়ভাজন ও, তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল, সমস্ত শিবির নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল; অলিকসন্দর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোধে সৈন্যগণের মত পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। সকলেই গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। অলিকসন্দর এই বিষম সমস্যায় স্বীয়

মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, নিম্নের উপায় অবলম্বন করিলেন। দেবোদ্দেশে পূজা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, বিপাশা তাঁহার পক্ষে পাশ স্বরূপ হইয়াছে, ইহার পরপারে গমন তাঁহার পক্ষে মঙ্গল-জনক হইবেনা। এই কথা তিনি তাঁহার হৃদয়জ্ঞ-বন্ধুর সভায় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন বাসনা সৈন্যগণমধ্যে প্রচার করিতে আদেশ করেন। এই কথা অবগত হইয়া, সৈন্যগণ মধ্যে আনন্দের অবধি রহিল না; অনেকে অলিকসন্দরের শিবি-রের চতুঃপার্শ্বে আনন্দধ্বনি করিয়া, কেহ বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ডিওডোরস বলেন, ভগতা বা ফিগস, নামক একজন রাজা, অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই লোকটা প্রচুর উপহার ও ভারতীয় নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য প্রদান করিয়া, মেসিদনপতির কৃপা কণালাভ করেন। অলিকসন্দর ইহার আনু-গত্যে এবং ইহার নিকট দেশের ভিতরকার তথ্য অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন। ইহার নিকট তিনি নদীর অপর পার, ও পূর্ব্বদেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অবগত হইলেন যে, নদীর অপর পারে একটা সুবিস্তৃত মরুভূমী আছে, তাহা অতিক্রমণ করিতে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইয়া থাকে। তাহার পর গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, ইহা ভারতের অন্যান্য নদ নদী অপেক্ষা অধিক গভীর ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৩২ ষ্টেডিয়া হইবে। ইহার পরে প্রাচ্যদেশ, ও গঙ্গারাড় (গান্দাম্রী দাই) প্রদেশ, এদেশের রাজার নাম চন্দ্রমা—চন্দ্রগুপ্ত, ইহার অধীনতার ২০ হাজার অশ্ব, ২ লক্ষ পাতিক, ২ হাজার রথ, এবং ৪হাজার হস্তী, অবস্থান করিতেছে। অলিকসন্দর, ফিগসের, কাছে, একথা শুনিয়া অসম্ভব বলিয়া

বিবেচনা করিলেন। তিনি সন্দেহ দূর করিবার জন্য, পুরুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, পুরু উক্ত কথা সমর্থন করিয়া, অধিকন্তু বলিলেন, গঙ্গারাড়ের অধীশ্বর অকর্ম্মণ্য, সে নাপিত পুত্র বলিয়া, জন সাধারণ তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করে না। এই লোকটার পিতা, একজন সাধারাণ লোক ছিল—ইহার প্রতি রাণী আসক্ত হইয়া, স্বীয় বৃদ্ধপতিকে হত্যা করিয়াছিল, তার পর এর পুত্র রাজদণ্ড অধিকার করে।

প্রায় সত্তর দিন ধরিয়া মুষলধারে ও প্রচণ্ড বেগে জল ঝড় ও বজ্রপাত হওয়াতে, অলিকসন্দরের সৈন্যগণের ক্লেশের অবধি ছিলনা। তাহারা ক্ষিন্ন ও রুগ্ন হইয়াছিল, ইহার উপর আরো বিপদের মধ্যবর্ত্তী হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং আর কেহই অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইলনা। অলিকসন্দর যখন অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন তখন সৈন্যগণের আহ্লাদের সীমা রহিলনা।

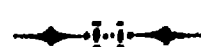
অলিকসন্দর, বিজিত দেশের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, বিপাশার তটে দ্বাদশটি বেদী প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালের লোকগণকে প্রতারিত ও মুগ্ধ করিবার জন্য, প্রকৃত প্রস্তাবে যত টুকু স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভূমি অধিকার করিয়া, শিবিরের গড় খাই খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা বৃহদাকার পর্য্যঙ্কপ্রস্তুত করাইয়া, তাঁহারা যে অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন, তাহা জানাইবার জন্য এইরূপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, ভবিষ্যৎ পুরুষ-দিগকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারত-বাসীকে যেরূপ নির্ব্বোধ মনে করিয়াছিল, বাস্তবিকপক্ষে তাহারা

তত নির্ব্বোধ নহে। অলিকসন্দরের এই বিজয়চিহ্ন কতদিন বিতস্তার তটে মস্তক উন্নত করিয়া অবস্থান করিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতেপারি না। একজন ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজক, খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি এই বিজয়স্তম্ভ তখনও দেখিয়াছিলেন এবং তখনও তাহাতে লিখিত অক্ষরগুলি তিনি স্পষ্টরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। আবার প্লটার্ক লিখিয়াছেন, গঙ্গার তটে অলিকসন্দর যে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন, প্রাচ্যদেশের রাজা, প্রতিবৎসর গঙ্গা পার হইয়া গ্রীক প্রথায় এস্থানে পূজা করিতেন। প্লটার্কের এ কথার কোন মূল্য নাই, গঙ্গা তো দূরের কথা, যখন অলিকসন্দর বিপাশা উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন নাই, তখন গঙ্গার তটে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মিগাস্থিনিমস্, ভারতবর্ষে অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার ভারত বর্ণনা আমরা যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তিনি অলিকসন্দরের বিজয়বেদীর কথা কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তিনি পাঞ্জাব অতিক্রমণ করিয়া পাটলিপুত্রে গমনাগমন করিয়াছেন, তিনি ইহা প্রত্যক্ষ অথবা এ দেশের রাজাকে তথায় পূজা করিতে দেখিলে, অবশ্যই বর্ণনা করিতেন। অলিকসন্দরের প্রত্যাগমনের পর,তাঁহার পক্ষীয়েরা যেরূপভাবে নিগৃহীত ও বিড়ম্বিত হইয়াছিল ; সম্ভবতঃ পূণ্যনদীর তটস্থিত তাঁহার কীর্ত্তিও সেইরূপ, কোনরূপে রক্ষণীয় নহে, তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত ভারতবসীরা,এইরূপ বিবেচনা করিয়া উৎখাত করিয়া থাকিবে। এই স্মরণীয় স্তম্ভগুলি কোথায় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য ইয়ুরোপীয় মহাশয়েরা বড়ই ভাবিত হইয়াছেন। কেহ বিবেচনা করেন, গুরুদাসপুরে বিপাশারতটে ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। বিপাশার কোনপারে

ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লেখক ইহা পশ্চিম তটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

এ সকল বেদী প্রতিষ্ঠার সময় যথেষ্ট পরিমাণে নৃত্যগীত ঘোড়দৌড় কুস্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এস্থানে তিনি বড় বেশীদিন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্পকালের ভিতর, তাঁহার যে সকল বিজয়কীর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা কতদূর দৃঢ় হইয়াছিল, সে বিষয় ও সন্দেহ হইয়া থাকে। অলিকসন্দরের মৃত্যুর পর, প্রবল প্রতাপ চন্দ্রগুপ্ত যখন অলিকসন্দরের অধিকৃত পাঞ্জাব, স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত করেন—যখন তিনি স্বদেশদ্রোহী-গণকে উগ্রদণ্ড প্রদান করিয়া তাহাদিগের গুরুতর পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্যবিধান করেন, সে সময় যে তিনি যবন, নরপতির বিজয় চিহ্ন অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকিতে দিয়াছিলেন, সে বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহা আমূল উৎপাটিত হইয়া থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।



অলিকসন্দর, বিপাশার তটে বিজয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইয়ুরোপীয়দের কাছে নূতন মহাদেশের আবিষ্কারের পর, স্প্যানিয়ার্ডরা যেরূপ সমস্ত ভূভাগ পরস্পর বিভাগ করিয়া লয়, সেইরূপ অলিকসন্দরও

পঞ্জাবপ্রদেশ, আপনার অনুগত লোকদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়াদেন। পুরু, অদৃষ্টক্রমে বিপাশার পশ্চিম কূলের সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর খৃঃপূঃ ৩২৬ অব্দে আশ্বিনমাসে চিরকালের জন্য বিপাশার তট পরিত্যাগ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবার ঐরাবতী অতিক্রমণ করিয়া, অসিক্নীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি হিপাস্তিয়নকে যে নগর সুদৃঢ় করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন—আসিয়া দেখিলেন যে, তাহা বেশ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এ প্রদেশের যে সকল লোক এস্থানে অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তাহারা তাহাতে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। যে সকল ভাড়াটে সৈন্য বিকলাঙ্গ হইয়া যুদ্ধকার্য্যে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, তাহারাও নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে এস্থানে বাস করিয়া ইহার জন সংখ্যাবৃদ্ধি করে। অনেকে মনে করেন, বর্ত্তমান উজিরাবাদ যে স্থানে রহিয়াছে, সেই স্থানে এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল।

অলিকসন্দর যে সময় অসিক্নীর তটে অবস্থান করিয়া, সমুদ্রাভিমুখে গমন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, সে সময় অভীসারের নিকটবর্ত্তী, উরসের (অরসকি) অধিশ্বর নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য সহ আগমন করেন। ইহাঁর সহিত অভীসারের ভ্রাতা ও, অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত ৩০টা হস্তী লইয়া অলিকসন্দরের নিকট আগমন করেন। অভীসারপতি অসুস্থতা নিববন্ধন স্বয়ং আসিয়া অলিকসন্দরের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন নাই, যে দূত অভীসার সকাশে প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার ব্যাধির কথা নিবেদন করিলে, তবে অলিকসন্দর তাহাতে প্রত্যয় স্থাপন করেন। অভীসার নিজের দেশের রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন,

অধিকন্ত অরসকি বর্ত্তমান হাজারার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ও তাঁহার শাসনের অন্তর্গত হইল। কে কিরূপ কর প্রদান করিবেন, অলিকসন্দর তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের অধীনতা সূত্রের বন্ধনটা দৃঢ় করিয়াদেন।

অসিক্নীবা চন্দ্রভাগার তট পরিত্যাগ করিবার পুর্ব্বে অলিকসন্দর এস্থানে সমারোহের সহিত, তাঁহার দেবতার উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হন। এই স্থানে অবস্থানকালে, মাসিদন হইতে সমাগত ৫হাজার অশ্বারোহী, আর ৭হাজার পদাতিক, অলিকসন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহাদের সহিত সুবর্ণ ও রজত মণ্ডিত ২১ হাজার বর্ম্ম আনিত হইয়াছিল, সৈন্যসম্বন্ধে ডিওডোরস বলেন, ৩০ হাজার পদাতিক এবং ছয়হাজার অশ্বারোহী আগমন করিয়াছিল, অনেকে এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না। এই সকল দ্রব্যের সহিত এক শত টালান্টের ঔষধী ও মাসিদন হইতে আনীত হইয়াছিল। অলিকসন্দর, এই সকল দ্রব্য সৈন্যগণ মধ্যে বিতরণ করিয়া, প্রাচীনপরিচ্ছদ সকল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন।

চন্দ্রভাগা অতিক্রমণ করিয়া আবার বিতস্তার তটে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে নগর দ্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন, দেখিলেন, অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে তাহার অনেক স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অলিকসন্দর, নগরের এইপ্রনষ্টভাগ পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া, যাহাতে না ভবিষ্যতে নদীর জলে ধুইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, বিতস্তার তটে অবস্থান করিয়া, সমুদ্র গমনের

যখন উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় পার্মিনিওর জামাতা, বীরবর কৈনস, রুগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি সৈন্যগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অলিকসন্দরকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অলিকসন্দর ইহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই কএক দিনের জীবনের জন্য এত বড় বর্ত্তৃতা"। সামরিক সমারোহের সহিত কৈনসকে সমাহিত করিয়া, অলিকসন্দর মৃত সেনাপতির সম্মাননা করিয়াছিলেন।

মাসিদনপতি ও তাঁহার সৈন্যগণকে বহন করিবার জন্য, প্রায় দুই হাজার নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৮০ খানা ৩০ দাঁড়ের বড় নৌকা, ঘোটকাদি বহনোপযোগী নানাআকারের অবশিষ্ট নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের নৌচলনায় সুদক্ষ যেসকল ব্যক্তি, সৈনিককার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে নাবিকরূপে পরিণত হইল। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া এই সকল নৌবাহিনী প্রস্তুত হইয়াছিল। নিয়ার্কস, এই নৌবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষপদে বরিত হন। অনিসিক্রিতো নামক একব্যক্তি, এই অভিযানে অলিকসন্দরের সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই অভিযানের একখানি ইতিবৃত্ত ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থ কেবলমাত্র মিথ্যা কথা নহে, নানাপ্রকার গাঁজাখুরী গল্পে পরিপূর্ণ, নিজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই বহরের তিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি অলিকসন্দরের নৌকায় জল পরিমাণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

গমনের জন্য সমস্ত প্রস্তুত হইলে, অলিকসন্দর তাঁহার সহচর-বৃন্দ ও সমাগত দূতগণ সমক্ষে, পুরুকে, দুইসহস্র নগরী ও সপ্তজাতি সমন্বিত জনপদের অধীশ্বরপদে নিযুক্ত করেন। একজন সুরুচী-সম্পন্ন পাশ্চাত্য লেখক দুইহাজার নগর, অলিকসন্দরের বিজিত ভারতে কথনই ছিল না স্থির করিয়া, ভারতবাসীর মিথ্যাপ্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার মর্ম্ম এই যে, সত্য-ব্রত ইয়ুরোপীয়গণ যেরূপ শুনিয়াছে, তাহারা সেইরূপ লিখিয়াছে। পুরুর সহিত তক্ষশিলাপতির যে বহুদিনের বিবাদ ছিল, অলিক-সন্দরের অনুরোধে তাহার ভঞ্জন হইয়া গেল, উভয়ে বিবাহসূত্রে মিলিত হইলেন।

অলিকসন্দর, তাঁহার গমন পথে, পাছে লবণপর্ব্বত প্রদেশের অধীশ্বর সোপিতিস্ (সৌভূতি) তাঁহাকে আক্রমণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি হিপাইস্তিয়ন ও ক্রিতিরস নামক সেনানীদ্বয়কে দ্রুতগতিতে তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। গ্রীকেরা বলেন, তিনি নাকি বিনা বাধায় বশ্যতা স্বীকার করেন।

৩২৬ খৃঃপূঃ কার্ত্তিকমাসের একদিন প্রাতঃকালে, অলিকসন্দর তাঁহার দলবল সহ, নৌকাযোগে যাত্রা করেন। একলক্ষ ২০ হাজার নানাদেশীয় সৈন্য, তাঁহার সহিত অনুগমন করিল। ইহার সহিত দুইশত হস্তী গমন করিয়া, ইহাঁর গৌরবকে বৃদ্ধি করিয়া-ছিল। ক্রিতিরস, কতকগুলি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিতস্তার দক্ষিণ এবং হিপাইস্তিয়ন অধিকাংশ সৈন্য লইয়া পদব্রজে বামভাগ দিয়া গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন।

গমন করিবার পূর্ব্বে, অলিকসন্দর নৌকার সম্মুখভাগ হইতে

স্বর্ণপাত্রে বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ও সিন্ধুর, উদ্দেশে পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুর্ব্ব-পিতামহ হরিকুলেশ,ও পিতা আমন,এবং অন্যান্য দেবতারাও, এ সময়ের পূজা হইতে বঞ্চিত হইলেন না। বংশীর ধ্বনির সহিত সমস্ত নৌবাহিনী চলিতে আরম্ভ করিল। পাছে নৌকা সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বিপন্ন হয়; এজন্য পরস্পর পরস্পরের দূরে অবস্থান করিয়া চালিত হইতে অনুজ্ঞাত হইল। এ নিয়মের যাহাতে না ব্যতিক্রম হয়, সে বিষয় চালকগণ বিশেষরূপে অদিষ্ট হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ক্ষেপণির ক্ষেপন শব্দে, সৈন্যগণের যুদ্ধধ্বনি, ও চালকগণের আজ্ঞাবাক্যে, সে প্রদেশ মুখরিত হইয়াছিল। অলিকসন্দরের অনুগত ভারতবাসীরা তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া, আহ্লাদে নৃত্যগীত ও বাদ্যধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। এইরূপ দুই দিবস গমন করিয়া এই নৌবাহিনী তৃতীয় দিবসে যে স্থলে হিপাই—স্তিয়ন ও ক্রিতিরস, শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে অনুজ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই স্থলে উপস্থিত হয়। এস্থানে সমস্ত সৈন্য দুই দিবস অবস্থান করে। ইতিমধ্যে ফিলিপো, আগমন করিয়া এই বাহিনীর সহিতমিলিত হন। এপ্রদেশের কতকগুলি লোক অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, জন সাধারণ ইহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করিয়াছিল, পাছে তাহারা অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া, সৈন্যগণ মধ্যে বিভীষিকা উৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় মাসিদনপতি অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে দিকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না—যে দিকে তাঁহার অনুগত জনগণের বসতি ছিল, নদীর সেই দিকে তিনি অবস্থান করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন।

সেনানী ফিলিপো, পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া এতদিন আসিতে-ছিলেন, এস্থান হইতে তিনি নদীর তট দিয়া অগ্রে গমন করিতে অনুজ্ঞাত হইলেন। যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেস্থান হইতে পঞ্চম দিবসে, বিতস্তা ও অলিকসন্দর নাশিনীর (চন্দ্রভাগা) সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হন। গ্রীক গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন, যে স্থলে এই নদীদ্বয়ের মিলন হইয়াছে, সে স্থানটি সংকীর্ণ হওয়াতে জলধারা অত্যন্ত প্রবলবেগে প্রস্তরে আহত হইয়া ঘোরতর আবর্ত্ত উৎপাদন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বহুদূর হইতে ইহার গর্জ্জন-শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। নদীর এই ভয়াবহ সঙ্গমের কথা, অলিকসন্দর তাঁহার বন্ধু ভারতবাসীর মুখে অবগত হইয়া, অত্যন্ত সাবধানের সহিত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী হইলে, ক্ষেপকেরা যুগপৎ শত শত বজ্রনিনাদের অনুকারী শব্দ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহারা প্রাণপণে সমস্ত শক্তির সহিত দাঁড় টানিলেও, নিরাপদে ইহা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কতকগুলি পরস্পর সংঘর্ষণে ভগ্ন হইয়া যায়, কতকগুলি অতি বেগে তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কএকখানি ভীষণ আবর্ত্তে পতিত হইয়া দাঁড়ি মাঝির সহিত ডুবিয়া যায়। কুর্ত্তিয়স্ বলেন, অলিকসন্দর যে নৌকায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই নৌকাখানি আর একটু হইলে ডুবিয়া যাইত, অলিকসন্দর নদীতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য কাপড় শরীর হইতে খুলিয়া ফেলেন, তাঁহাকে তুলিবার জন্য লোক সকল সাঁতার কাটিতে লাগিল, সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রভাগার অলিকসন্দর নাশিনী নাম সার্থক হয় নাই। এইরূপে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া

অলিকসন্দর কোন নিরাপদ স্থানে নৌকা সকল তীরে লাগাইয়া; যে সকল নৌকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, বা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার পুনঃ সংস্কার করান।

এসময় হইতে ভারতবাসীরা, নূতন নীতি অবলম্বন করিয়া, অলিকসন্দরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে একজনের পরাজয়ের সহিত সমস্ত দেশ পরাজিত হইয়াছে, একজনের কাপুরুষতায় সমস্ত জনবৃন্দ ক্লীবের ন্যায় বৈদেশিক নরপতির চরণতলে শরণাপন্ন হইয়াছে। একজনের দুর্ব্বলতায়, সমস্ত দেশ যে বৈদেশিক শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অনুচিৎ এবং নীতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ সুখের কোমলক্রোড়ে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত; কর্ত্তব্য অনুরোধে একবার যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলে, তাঁহারা পুনরায় শস্ত্রগ্রহণ না করিয়া পৈত্রিক প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য সন্ধিবন্ধন পাশে আবদ্ধ হইয়া, পরাধীনতা স্বীকার করিতে পারেন।—কিন্তু জন সাধারণ তাঁহাদের ভীরুতার জন্য, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের জন্য, তাঁহাদের স্বার্থপরতার জন্য, নিজেদের সহজাত স্বাধীনতা রত্ন, কখনই বিসর্জ্জন প্রদান করিতে পারে না। তাই এসকল প্রদেশের কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস, প্রভৃতি গোত্রের কৌপিনধারী নিঃস্ব ব্রাহ্মণগণ, রাজারা, অলিকসন্দরের, শরণাপন্ন হইলেও, দেশের জন সাধারণকে সঙ্গে লইয়া, দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, কৃপাণপানি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। শত সহস্র ব্যক্তির নিধনেও, তাঁহাদিগের সাহসের মাত্রা হ্রাস না হইয়া, বরং যেন বর্দ্ধিত হইয়াছিল—অজস্রশোণিতপাতে সারপ্রাপ্ত উর্ব্বরভূমিতে শালবৃক্ষেরন্যায়, দেশ

হইতে বীরগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেপর্য্যন্ত না তাঁহারা জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা মৃত্যুকে অবিকৃত বদনে আলিঙ্গন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। জন-সাধারণের অধিকার, ধর্ম্মের ন্যায় সনাতন হইলেও, ইহাকে রক্ষা ও জয়যুক্ত করিবার জন্য আত্মত্যাগের আবশ্যক। সেকালের ভারতবাসীর আত্মত্যাগের কথা ভাবিলে শরীর সিহরিয়া উঠে, মাথা ঘুরিয়া যায়। শত শত ব্যক্তি যুদ্ধযজ্ঞে শরীর আহুতি প্রদান করিতেছেন, অথচ কাহারও মুখে কোনরূপ আতঙ্কের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না—যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য, জয়লাভ করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, শত শত, সহস্র সহস্র, ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইয়া প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য উত্থিত হইয়াছিলেন। অলিকসন্দরকে বাধা দিবার জন্য, তাঁহারা যেরূপ প্রচণ্ড উদ্যমে কার্য্য করিয়া-ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল;—সময় সময় তাহাকে বিমূঢ় হইতে হইয়াছিল। অলিকসন্দরের প্রবল পীড়নে ভারতবাসীরা প্রপীড়িত হইলেও, তাহারা আশাশূন্য হয় নাই; তাহারা সাধ্যানুসারে সর্ব্বতোভাবে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, যে সময় বিপন্ন হইয়া বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মিলন স্থলে অবস্থান করিতেছিলেন; সে সময় তিনি অবগত হন যে, শিবি (Sebi) জনপদের অধিবাসীগণ, মাল (মহাভারতোক্ত জনপদ) (Malloi) দেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এই মালদেশের অধিবাসীরা, ক্ষত্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া অলিকসন্দরের

গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মিলন হইবার পূর্ব্বেই, অলিকসন্দর,ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করেন। শিবিবাসীর সহিত মালবাসীর মিলন হইবার পূর্ব্বেই, অলিকসন্দর শিবিগণকে আক্রমণ করিয়া, শত্রুগণকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করেন। শিবিদেরনগর নদীরতট হইতে প্রায় ২৫০ ষ্টেড়িয়া দূরে অবস্থিত। অলিকসন্দর, এই পথ অতিক্রমণ করিয়া, শিবিদের নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার গমন পথে যে সকল গ্রাম পতিত হইল, তাহা অলিকসন্দরের ক্রোধে মরুভূমিতে পরিণত হইল, তাহাদের এই অপরাধ যে, তাহারা প্রবল প্রতাপ অলিকসন্দরের নামে সম্মোহিত না হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য দাড়াইতে সাহসী হইয়াছিল।

শিবি রাজধানী হস্তগত করিতে, অলিকসন্দরকে বড় কম ক্লেশ পাইতে হয় নাই। তাঁহার স্বয়ং গমন করাতেই ইহার গুরুত্ব অনুমিত হয়। নগর প্রাচীরের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া, তিনি ইহা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবি রাজ্যের পার্শ্বে আগালাসই (Agalassoi) নামে আর এক জাতি ছিল, তাহাদের সৈনিক বল নিতান্ত কম ছিল না। তাহারা যুদ্ধস্থলে ৪০ হাজার পদাতিক এবং ৩ হাজার অশ্বারোহী লইয়া যাইতে সমর্থ ছিল। অলিকসন্দরের আগমন কথা শুনিয়া ইহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না;—সকলেই এক প্রাণে মিলিত হইয়া, নিদ্রোত্থিত সিংহের ন্যায় ঘোরতর পরাক্রমে বৈদেশিক শত্রুর আগমন পথ রোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহারা নদীর তটে অবস্থান করিয়া, অলিকসন্দরের

সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। হনন ব্যাপারে কসাই যেরূপ সিদ্ধ হস্ত, সে যেরূপ নিপুনতা সহকারে হনন কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে ;—সে যেরূপ অল্প সময়ে সমস্ত কার্য্য সাফ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বলশালী, সাহসী ব্যক্তি, সেরূপ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। অলিক-সন্দর, আট দশ বৎসর নরহত্যার স্রোত প্রবাহিত করিয়া এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবাসী, বিশেষ বলবান ও সাহসী হইলেও, নরহত্যা কার্য্যে অনভিজ্ঞ হওয়াতে, অলিকসন্দরকে এবিষয় পরাস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। নদীর তটে, ভারতবাসীরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও, ইহার ফল তাঁহাদিগের পক্ষে শুভজনক হয় নাই, ফল অনুকুল হইয়াছিল কিনা, তাহা আমারা বৈদেশিক লেখকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা কতদূর যথার্থ কথা বলিয়াছেন, সে বিষয় অনেক সময় ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক, তাঁহারা বলেন, অলিকসন্দর এ যুদ্ধে জয়লাভ করেন, শক্রদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহারা নগরে গমন করিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদিগকে নগরে অবরোধ করিয়া আক্রমণ করেন। কুর্ত্তিয়স্ বলেন, এই ঘোরতর যুদ্ধে মাসিদনদের শাণিত অস্ত্রের নিকট হইতে, কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি শাণিত অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা দাসরূপে বিক্রিত হইয়াছিল। "বর্ব্বর" ভারতবাসীরা যুদ্ধে বিরত ব্যক্তির উপর কখন অস্ত্রোত্তলন, অথবা পরাজিতের স্ত্রী, বালক, বালিকাদিগকে,

বিক্রয় করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন না ;—সুসভ্য অলিক-সন্দরের এই সদয় ব্যবহার, সেকালের ভারতবাসীর কাছে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অসংখ্য সংখ্যায় মৃত্যুতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কুর্ত্তিয়স আর একটি জাতির যুদ্ধের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের জিহ্বায় সে নাম উচ্চারণ করিতে কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কি তাঁহারা তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাঁহারা মাসিদনপতির সহিত, কুপিত কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল, যুদ্ধকালে তাঁহারা প্রাণের প্রতি মমতা কিছুমাত্র দেখান নাই, তাহা আমরা অবগত আছি। সেই সকল সুগৃহীতনামা যোদ্ধাগণ জন্মভূমি রক্ষা করিবার জন্য, ভৈরব বিক্রমে অলিক-সন্দরের গতিরোধ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মাসিদনকে, তাঁহাদের ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হইতে হইয়াছিল। অলিক-সন্দর ঘোরতর পরাক্রমে নগর আক্রমণ করিলেও, সহজে ইহা হস্তগত করিতে সমর্থ নাই। নগরবাসীরা যখন দেখিলেন, নগর রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখনতাঁহারা নিজের নিজের গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের সহিত সেই পবিত্র হব্যবাহনে শরীর আহুতি প্রদান করিয়া প্রায় বিংশতি সহস্র ভারতবাসী সুরলোকে গমন করেন *।

* গ্রীক গ্রন্থকারেরা, শিবিবাসীরা, তাঁহাদের হরিকুলেশের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহারা আমাদের হরিকুলেশের বংশধর যাদবগণ হইবেন। পুরাকালে এ সকল ভূমি যাদবগণে অধ্যুষিত ছিল। বর্ত্তমানকালেও ইহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বহুসংখ্যক যাদব অবস্থান করিয়া

যে সময় ভারতবাসী আপনাদিগের গৃহের পবিত্রতা, অগ্নি প্রদান করিয়া যবন স্পর্শ কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতেছিল, সে সময় অলিকসন্দর সেই সকল পবিত্র মন্দির অধিকার করিবার জন্য, অগ্নি নির্ব্বাপন করিতেছিলেন। নগর ভস্মীভূত হইলেও দুর্গের কোন ক্ষতি হয় নাই। অলিকসন্দর দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় কিছু সৈন্য রাখিয়া দিয়া আবার যে স্থানে তাঁহার নৌবাহিনী অবস্থান করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন এই সকল ঘটনা বর্ত্তমান জঙ্গের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতিতে যখন মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান থাকে, তখন সেই সকল জাতি পরস্পর মানুষের ন্যায় মিত্রতা, বা শত্রুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে একবার বিবাদ হইয়াছে বলিয়া চিরকাল যে শত্রুতা করিতে হইবে, এরূপ তাহারা মনে করে না। যে স্থানে ইহার অন্যথা পরিলক্ষিত হয়, সেস্থানে মনুষত্বের পরিবর্ত্তে কাপুরুষত্ব ব্যঞ্জক কার্য্যসকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তথায় কাপুরুষগণ সামান্য অর্থের লোভে, গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া, স্বজাতির হৃদয়ে শানিতশূল নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না ; তথায় স্বদেশ-দ্রোহীরা কিঞ্চিৎমাত্র অর্থলাভ করিয়া স্বদেশের অনিষ্ট করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যে সময় অলিকসন্দর এপ্রদেশে আগমন করেন, সে সময়ের পূর্ব্বে ক্ষুদ্রক (Onydrakai) গণের সহিত মাল

থাকেন। গ্রীকমহাশয়েরা আমাদের সহিত তাঁহাদের কোন সাদৃশ্য দেখিলেই, তাহাকে তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; তাঁহারা বলেন, হরিকুলেশ যে সময় ভারত আক্রমণ করেন, সে সময় তাঁহার যে সকল সৈন্য রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হয় তাহারা এ দেশে বসতি করিয়াছিল।

দেশবাসীর অত্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে উভয়ের শোণিত ধারায় পৃথিবীও কর্দ্দমাক্ত হইত। এরূপ ঘোরতর শক্রতা থাকিলেও, তাঁহারা কৌরবনীতি অনুসরণ করিয়া, স্বদেশের শক্রর বিরুদ্ধে একত্র হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। সসৈন্য অলিকসন্দরকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহারা আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অলিকসন্দর, চরমুখে শক্রগণের অবস্থা অবগত হইয়া, যাহাতে তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়, সে জন্য তিনি তাহাদিকে পৃথক্ পৃথক ভাবে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

কোন অতিশয় দুস্কর কার্য্য করিতে হইলে, সমস্ত সৈন্যের মধ্য হইতে যাহারা অত্যন্ত সাহসী, সহিষ্ণু, কর্ম্মঠ, প্রাণের কথা না ভাবিয়া কার্য্য সাধনে যত্নশীল, অথচ বুদ্ধিমান, এরূপ বলবান ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া বিপদসঙ্কুল কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। কেন না এরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তি, কার্য্য সম্পাদন না করিয়া কখন পশ্চাদ্‌পদ হন না। দুস্করকার্য্য সম্পাদিত হইলে, শক্রগণ হৃদয়ে বিজাতীয় বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। অলিকসন্দর, মাল-বাসীকে আক্রমণ করিবার জন্য, তাঁহার সেনা সমষ্টি হইতে নির্ভিক, যুদ্ধদুর্ম্মদ, অসাধারণ কার্য্য করিবার জন্য সদাই উৎসুক, এরূপ ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া শক্র উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে পথে তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, সে পথের কথা মাসিদনদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ভারতবাসীর ভিতরকার কোন কথাই তাঁহারা অবগত ছিলেন না। হায়! আমাদের ভারতবাসীরাই

তাঁহার পথ পরিদর্শক, এবং উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছিল। একদিকে পুণ্যচরিত্রের ভারতবাসী পরস্পর বিষম শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া স্বদেশের জন্য, প্রাণ বিসর্জ্জনের আয়োজন করিতেছিলেন। অপর পক্ষের কতকগুলি নারকীয় চরিত্রের, এদেশের আবর্জ্জনা, নিজেদের দুই দিনের সুখের জন্য, বালুকারউপর তাহাদের পাপ-ময় গৃহের ভিত্তি স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

অলিকসন্দর, তাঁহার বাহিনী পরিচালনা করিয়া, অসিক্লী হইতে ২০ ষ্টেডিয়া দুরে, একটি ক্ষুদ্র নদীর তটে ভোজনাদি করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। এখন তাঁহাদিগকে জলহীন মরুভূমি অতিক্রমণ করিয়া গমন করিতে হইবে। এজন্য তিনি প্রত্যেক সৈন্যকে যাহার যেরূপ জলপাত্র আছে, তাহা জল পরি-পূর্ণ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। দিবার অবশিষ্টভাগ এবং সমস্ত রাত্রে ৪শত ষ্টেডিয়া অতিক্রণ করিলে, সূর্য্যোদয়ের সহিত একটি নগরের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এইনগরে বহুসংখ্যক মালবাসী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সকল লোককে হস্তগত করিবার জন্য অলিকসন্দর তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, মাসিদন পতি জলহীন দুস্তর মরু-ভূমি অতিক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন, সুতরাং তাহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। যে সকল ব্যক্তি নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছিল, বীর প্রকৃতির মাসিদনগণ সেই সকল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে অকস্মাৎ নিহত করিয়া বীরত্বপ্রকাশ করেন, এমন কি যাহারা শত্রুর আগমন কোনরূপে অবগত হয় নাই, ও অন্যমনস্ক ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহারাও নরহন্তাদের হস্ত

হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। অপর কতকগুলি লোক, শত্রুর আগমন অবগত হইয়া, দ্রুতবেগে নগর মধ্যে গমন করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া, নগর দ্বার রোধ করিয়া দিয়া আগমন পথ বন্ধ করিয়া দিল।

অলিকসন্দর, অবরুদ্ধ নগরের চতুর্দ্দিকে, তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য সকল সন্নিবেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে পদাতিকগণ উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় অশ্বারোহীসৈন্য, পার্দিকার কর্ত্তৃত্বে নিকটবর্ত্তী অন্য নগর আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য মাসিদন সৈন্য উপস্থিত হইল। অলিকসন্দর এখন প্রচণ্ড পরাক্রমে নগর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাছে কোন লোক গোপনে গমন করিয়া, তাহাদের বিপদের কথা বলিয়া অন্য জনপদবাসীকে সতর্ক করাইয়া দেয়, এবং তাহাদের সাহায্যের অন্য পাছে কেহ আগমন করে, এই আশঙ্কা করিয়া অলিকসন্দর, বিশেষ সতর্কতার সহিত নগর অবরোধ করেন। নগরবাসীরা আপনাদের পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া, শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহাদের মধ্যে অনেকে বীর লোক প্রাপ্ত হন। দুর্ব্বল নগর প্রাচীর, শত্রুর হস্তগত হইবার আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া, নগরবাসীরা উন্নত ভূমিতে অবস্থিত তাহাদের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অলিকসন্দর, নগর অধিকার করিয়াও নগরবাসীকে হস্তগত করিতে না পারাতে ক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি আরো অধিক পরাক্রমের সহিত দুর্গ অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অলিকসন্দর যেন বহুরূপ ধারণ করিয়া, সৈন্যগণকে

উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর সমস্ত উদ্যম বিতথ হইয়া গেল, তাহাদের রক্তপাত সে সময় বিফল হইলেও, ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যেন, যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আবির্ভূত হইল। যে দুই সহস্র ব্যক্তি দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাহারা শত্রু হস্তে নিহত হইয়া বীর-লোক প্রাপ্ত হইলেন। অলিকসন্দরও শূন্য দুর্গ অধিকার করিয়া গৌরব পতাকা রোপণ করিলেন।

একটি গ্রাম, বা একটি নগর, শত্রু হস্তে পতিত হওয়াতে এ যুদ্ধের বিরাম হইল না; বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত বর্দ্ধিত হইল। ভারতবাসীরা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ভাগ্যক্রমে স্বর্গদ্বার অনর্গল হইয়াছে, তাই তাঁহারা যিনি যথায় সুবিধাপ্রাপ্ত হইলেন, তিনি তথায় শত্রুগণকে ঘোরতর বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নরমেধ যজ্ঞে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যে ব্রতী হইলেন। সকলেই যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া অভিষ্ট সাধনে যত্নবান হইলেন। কুর্ত্তিয়াস বলেন, শূদ্রক্রাও (Sudracae) এই যজ্ঞে যোগদান দিতে বিলম্ব করেন নাই। শূদ্রেরা সামরিক বিষয়ে অনভ্যস্ত হইলেও, দেশের বিপদে, ধর্ম্মের বিপদে, জাতির বিপদে নিশ্চেষ্ট ভাবে গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না তাঁহারাও কৃতান্তের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত অসিধারণ করিয়া, স্বদেশের শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

মাসিদনরা, যাহার ভয়ে গাঙ্গেয় ভূমি পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন, গৃহে প্রত্যাগমনকালে তাঁহাদের সেই ভয়ই উপস্থিত হইল। যখন তাঁহারা শুনিলেন, এ প্রদেশে তাঁহাদিগকে বাধা

দিবার জন্য ৮০।৯০ হাজার পদাতিক, ১০ সহস্র অশ্বারোহী, এবং ৭ হইতে ৯ শত যুদ্ধ রথ অবস্থান করিতেছে, তখন তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। গাঙ্গেয় প্রদেশের পরিবর্ত্তে যেন যুদ্ধদেবী এ প্রদেশে আগমন করিয়াছেন। এদেশের অগণিত দুর্দ্দমনীয় জনগণ, যেন শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়া, তাহাদিগকে সমুদ্রাভিমুখে লইয়া যাইবার প্রণালী প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই অশ্রুত-পূর্ব্ব অজ্ঞাত দেশে, শত্রুগণ নূতন বলে, নূতন তেজের সহিত, আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে বাধাদিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। ইহারা পরাজিত হইলেও, মাসিদনগণ যে কি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, সে বিষয় ভাবিয়া তাঁহারা আকুলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য, সমুদ্র মধ্যে কোন্ গভীর অন্ধকার, কুজ্ঝটিকা, এবং দীর্ঘ রাত্রি অবস্থান করিতেছে,—সেই সমুদ্রের ভীষণকায় ভীতিপ্রদ জীবজন্তু সকল, সে সময় তাহাদের চিন্তার বিষয়ী ভূত হইয়া তাহাদিগকে নৈরাশ্য সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিল।

ডিওডোরস বলেন, একজন দৈবজ্ঞ, অলিকসন্দরকে কোন যুদ্ধ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য যে, সে পরামর্শে অলিকসন্দর বিচলিত হন নাই। পাছে সৈন্যগণ এই কথা শুনিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে, এইভয়ে তিনি তাহাকে যথেষ্টরূপে তিরস্কার করেন। এই ঘটনায় মাসিদনরা কিরূপ ভাবে বিভীষিকা গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি।

পার্দ্দিকা যে গ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার অধিবাসীরা, শত্রুর আগমণ কথা অবগত হইয়া, গ্রাম পরিত্যাগ

করিয়া গমন করে। পার্দ্দিকা, হঠাৎ সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি নিরস্ত্র, বিপদ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এরূপ কতকগুলি লোক নিহত করিতে সমর্থ হন, অবশিষ্ট লোক একটা জলা ভূমি অতিক্রমণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন।

অলিকসন্দর, নগর অধিকার করিয়া, সৈন্যগণকে ভোজন করিবার অবসর এবং রাত্রির প্রথম ভাগ বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া আবার তিনি গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি মধ্যে বহু পথ অতিক্রমণ করিয়া প্রাতঃকালে তাঁহারা হাইড্রায়োতের (ঐরাবতী বা রাবী) তটে উপস্থিত হন। এ স্থানে অবগত হইলেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, বহুসংখ্যক মালনিবাসী, নদী পার হইয়া অপর পারে গমন করিয়াছে, তখনও যাহারা গমন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা শত্রু হস্তে পতিত হইল, তাহারা নির্দ্দয় ভাবে নিহত হইয়াছিল। ভারতবাসীরা যে স্থানে নদী পার হইয়াছিল, অলিকসন্দর সম্ভবতঃ তাহাদেরই নৌকায় নদী পার হইয়া দ্রুতবেগে অনুসরণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ মালবাসী, একটি সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই স্থানের নিকটে ব্রাহ্মণ বহুল নগরে, বহু সংখ্যক মালবাসী গমন করিয়াছিল। অলিকসন্দর, এই সংবাদ অবগত হইয়া, সেনানী পিথনকে, প্রথমোক্ত স্থানের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং ব্রাহ্মণ গ্রামের অভিমুখে গমন করেন। অন্যান্য বর্ণ, বৈদেশিক শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেও, তাহারা ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় যুদ্ধ করিতেছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে, মাসিদনদের গমন পথ নিরাপদ হইবে, এই স্থির করিয়া অলিক-

সন্দর, প্রবল পরাক্রমের সহিত ব্রাহ্মণ জনপদ অবরোধ করেন। ব্রাহ্মণরাও নির্ভয়চিত্তে, অলিকসন্দরের আক্রমণ রোধ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, প্রাণ প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। মাসিদনেরা, প্রাচীরের নিম্নভাগ খনন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অধিবাসীরা প্রাচীর পতনোন্মুখ বুঝিয়া দুর্গ মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় কতকগুলি মাসিদন, তাহাদিগকে অনুসরণ করে। ব্রাহ্মণেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। মাসিদন বীরেরা, ব্রাহ্মণদিগের গতিরোধ করিতে পারিলেন না ; বরং পলায়নপর হইলেন। এইক্ষণকালের যুদ্ধে, গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, ২৫ জন মাসিদনবীর যমলোকের অতিথি হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয় সেনার শোণিতপাতে, অলিকসন্দরের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, এবং মই লাগাইয়া উপরে উঠিবার জন্য সকলকে আদেশ করিলেন। দুর্গ প্রাচীরের নিম্নভাগ খনন করায় ইহা পড়িয়া গেল, অপর দিকে অলিকসন্দর সর্ব্ব প্রথমে প্রাচীরের উপর উঠিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। অলিকসন্দরকে সর্ব্বাগ্রে উঠিতে দেখিয়া সৈন্যগণ আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না, সকলেই প্রাচীর অতিক্রমণ করিয়া, শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। কেহ বা প্রাচীরে উঠিয়া, কেহ বা ভগ্ন স্থান দিয়া, দুর্গ মধ্যে গমন করিল। দুর্গ মধ্যস্থ ব্রাহ্মণগণ, শত্রুগণকে দুর্গ অধিকার করিতে দেখিয়া, অবসন্ন না হইয়া ঘোরতর বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কেহ বা আপন আপন গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এই দৃশ্যকে অধিকতর ভীষণ করিয়া তুলিলেন। এরিয়ান বলেন, "ইহাঁদের অধিকাংশই

যুদ্ধ করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। প্রায় ৫ হাজার নিহত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা তেজস্বী বলিয়া ইহাঁদের মধ্যে বন্দীর সংখ্যা খুব কম হইয়াছিল।" যথার্থ ব্রাহ্মণ, কখন অর্থ লোভে মুগ্ধ, অথবা মৃত্যু ভয়ে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন না, তাই ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্দীর সংখ্যা খুব কম হইয়াছিল।

পিথন, যাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন, তিনি ও কার্য্য সিদ্ধ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, ব্রাহ্মণ গ্রামে একদিবস অবস্থান করিয়া, সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিবার অবকাশ প্রদান করেন। এই প্রদেশে অন্যান্য যে সকল গ্রাম ও নগর ছিল, সেই সকল স্থান অধিকার করিবার জন্য, তিনি আবার বহির্গত হইলেন। মহামারিভয় উপস্থিত হইলে, মনুষ্য সকল যেরূপ গৃহ দ্বার পরিত্যাগ করিয়া দূরতর নিরাপদ প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ অলিকসন্দর রূপ মারিভয়ে ইহাঁরাও গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম মরু স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অলিকসন্দর যখন অবগত হইলেন, এদেশের অধিবাসীরা গ্রামও নগর শূন্য করিয়া চলিয়াগিয়াছে; তখন তিনি. ডেমিট্রাস ও পিথনকে, নদীর তটবর্ত্তী ভূভাগে, যে সকল জঙ্গল ছিল, সেই সকল স্থানে যদি কোন শত্রু গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইহাঁরা নাকি জঙ্গলের ভিতর কতকগুলি লোককে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, আর একটা বড় নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এস্থানে অনেক ভারতবাসী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

নগরবাসীরা যখন অবগত হইল যে, বিদেশী শত্রু তাঁহাদের বিরুদ্ধে আগমন করিতেছে, তখন তাহারা নগরমধ্যে বন্দীর ন্যায় অবস্থান না করিয়া, অলিকসন্দরকে নদী পার হইবার সময় বাধা দিবার জন্য গমন করেন। ভারতবাসীরা, নদীর উচ্চতটের উপর যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিল। অলিকসন্দর, ভারতবাসী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে, এ সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, অগ্রে গমন, এবং পদাতিকগণকে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। অলিকসন্দর, নদীর পারে শত্রুগণকে অবস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্বারোহীগণ সহ নদী পার হইতে লাগিলেন। ইনি নদীর মধ্যস্থলে আগমন করিলে, এরিয়ান বলেন, ভারতবাসীরা শীঘ্রতার সহিত পশ্চাৎ গমন করিলেও, তাহাদের মধ্যে বেশ সুশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভারতবাসীরা যখন বুঝিল, ইহার সহিত বড় বেশী সৈন্য নাই, তখন তাহারা যুদ্ধের জন্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তণ করেন। অলিকসন্দর, গতিক ভাল নয়, বুঝিয়া ভারতবাসীর নিকটবর্ত্তী হইলেন না ; দূরে অবস্থান করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার দল পরিপুষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই, গ্রীক লেখক বলেন, ভারতবাসীরা স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষ সুদৃঢ় ও দুর্গম দুর্গমধ্যে গমন করেন। ইহাদের গমন কালে কতকগুলি ভারতবাসী শত্রুহস্তে আপতিত হইয়া নিহত হইয়াছিল। গ্রীকরা, এই সকল ভারতবাসীর সংখ্যা কথনকালে কহিয়াছেন যে, ইহাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার হইবে। ইহা কতদূর সত্য সে বিষয় আমরা সন্দেহ করিলেও কোন প্রমাণ

দিয়া ইহা মিথ্যা প্রমাণ করিতে একেবারে অসমর্থ। অলিকসন্দর সত্বর গমন করিয়া, এই নগরের সকল দিকে সৈন্য সংস্থাপন করিয়া অবরোধ করিলেন। সমস্ত সৈন্য উপস্থিত না হওয়াতে এবং দিবা অবসানের আর বিলম্ব না থাকাতে, অলিকসন্দর দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাঁহার ক্লান্ত সৈন্যগণের আর ক্লান্তিবর্দ্ধণ করিলেন না।

পরদিবস প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন, এক ভাগ পার্দ্দিকাকে পরিচালনা করিতে দিয়া, তিনি স্বয়ং অপরভাগ লইয়া প্রাচীর আক্রমণ করিলেন। অলিকসন্দর কোনরূপে নগরের একটা ক্ষুদ্র দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন। পার্দ্দিকা অনেক ক্লেশে প্রাচীর অতিক্রমণ করিয়া নগরে প্রবেশ করেন, ভারতবাসীরা নগর পরিত্যাগ করিয়া, দুর্গমধ্যে গমন করেন এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মাসিদনরা দুর্গ অধিকার করিবার জন্য, কেহ দুর্গের পাদদেশে উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিল—কেহ বা প্রাচীরে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, কেহ বা মই লাগাইবার যোগাড় করিতেছিল। এইরূপ চেষ্টা করিলেও, কেহই প্রাচীরে উঠিতে সমর্থ হয় নাই। সৈন্যগণের চিরকারিতা, অলিকসন্দরের ভাল লাগিল না। নিকটবর্ত্তী একজন সৈনিকের নিকট হইতে একটি রজ্জু আরোহণী লইয়া প্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলেন। অলিকসন্দর, যে মই চড়িয়া প্রাচীরে উঠিয়াছিলেন, সেই মই, বহুসংখ্যকসৈন্য উঠাতে ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। সুতরাং আর কেহ সে সময় প্রাচীরে উঠিতে পারিল না।

শত্রুকে প্রাচীরের উপর উঠিতে দেখিয়া, ভারতবাসীরা, উপরের মঞ্চ এবং পার্শ্বের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মুষলধারায় অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অলিকসন্দরের প্রাণসংশয় জনক— বিপদে, সৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল—কেহই তাঁহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হইল না, তিনি লাফাইয়া পড়িলে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য, প্রস্তুত হইয়া, লোকসকল তাঁহাকে লাফাইয়া পড়িতে অনুরোধ করিল, আরবেলার সেই প্রশান্তচিত্ত মহাবীর, এখন অতি সাহস অবলম্বন করিয়া দুর্গমধ্যে লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হন নাই। অলিকসন্দর যে স্থানে পতিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানের অতি নিকটে ঘন পত্রাচ্ছাদিত একটা বৃক্ষ ছিল, পশ্চাদভাগে প্রাচীর, সম্মুখে ও পার্শ্বে বৃক্ষ ও শাখা, তাঁহাকে বন্ধুভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। বৃক্ষ ও প্রাচীর শত্রুর অতি সাহসে মুগ্ধ হইয়া রক্ষা করিলেও, চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গ-বাসীরা প্রস্তর, অস্ত্র,শস্ত্র, যে যাহা পাইল সে তাহা লইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অলিকসন্দর, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রস্তর প্রহারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার শিরস্ত্রাণ ছিন্নভিন্ন হইয়াপড়িল, ঢাল দিয়া আত্মরক্ষার সামর্থ রহিল না। এই সময় একটি দারুণ শরাঘাতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন। শত্রু হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া; নিকটের একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, অলিকসন্দর তাঁহার শেষ দশা নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া, কোনরূপে তাঁহার মুর্চ্ছিত সমস্তশক্তি একত্র করিয়া, তাহাকে দারুণ প্রহার করিলেন। এক আঘাতে সেই লোক ভূপতিত হইয়া মৃত্যুলোকে গমন করে। এই ঘটনা

দেখিয়া নিকটের লোক সকল স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, কেহ আর নিকটে যাইতে সাহসী হইল না, সকলের চলৎশক্তি যেন রহিত হইল। দূর হইতে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে, অলিকসন্দরের চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এখন তিনি বীরের ন্যায় কৃপাণ হস্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন,—তাঁহার সহজাত বন্ধু চরণযুগল, আর তাঁহাকে বহন করিতে সমর্থ হইল না—তিনি মৃত্তিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন

এই সময় পিউকিস্‌তাস্‌, অন্যদিক দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অলিকসন্দরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, অলিকসন্দর এসিয়া ভূমে পদার্পণ করিয়া ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে এথিনা দেবীর মন্দিরে, নিজের একপ্রস্থ যুদ্ধ সজ্জা রাখিয়া, প্রাচীন বীরের যে একপ্রস্থ যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই পিউকিস্‌তাস্‌ সেই সকল পবিত্র দ্রব্য বহন করিয়া যুদ্ধের সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেন। অলিকসন্দর, বিদেশে শত্রুগণমধ্যে মৃত্যুকালে স্বদেশবাসীকে দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। পিউকিসতাস, ঢালের আবরণে রাজাকে রক্ষা করিলেন; ইত্যবসরে আরও দুইজন মাসিদন যোদ্ধা, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। দুর্গবাসীরা, যখন অবগত হইল যে, স্বয়ং অলিকসন্দর আহত হইয়া দুর্গমধ্যে পতিত রহিয়াছেন, তখন তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য, ভারতীয় যোদ্ধারা সেই দিকে অগ্রসর হইল। যে তিনজন মাসিদন, অলিকসন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা প্রভুর জন্য, অটল অচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একে একে তাঁহারা কেহবা সাংঘাতিক আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া, কেহবা নিহত হইয়া অলিকসন্দরের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন।

দুর্গমধ্যে অলিকসন্দরের পতন সংবাদ, ইত্যবসরে মাসিদন সৈন্য মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহারা কর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া, নিজেদের অধীশ্বরকে উদ্ধার করিবার জন্য, দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করিবার জন্য, দলে দলে পৃথক পৃথক উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে এরূপ কোন বাধা নাই, যাহা দৃঢ়ব্রত ব্যক্তির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। একবার মানুষের হৃদয়ে সেই পবিত্রবৃত্তি জাগরূক হইলে, জগতে তাহার আর কোন কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। মাসিদনরা সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ নগরদ্বায় ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল, কেহ পরস্পরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে পতিত হইল, কেহবা দুর্গের মৃন্ময় প্রাচীরে কীলকবিদ্ধ করিয়া তাহার সহায়তায় দুর্গ-মধ্যে গমন করিল, কেহ বা কুঠার সহযোগে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অলিকসন্দর, দুর্গবাসীর হস্তগত হইবার উপক্রমকালে, মাসিদনরা দানব বিক্রমে ঘোরতর হুঙ্কার করিতে করিতে আপনাদের বিপন্ন প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। এইবার দুর্গবাসীও দুর্গশত্রু, উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধের আরম্ভ হইল। অলিকসন্দরের পার্শ্বে মাসিদন যোদ্ধার মৃতদেহ পুঞ্জীকৃত হইল। যিনি অন্য সময়ে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করেন না, কিন্তু উৎসব সময়ে সেই গৃহী গৃহের সর্ব্বত্র যেরূপ গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভারতীয় যোদ্ধাগণ, প্রসন্নবদনে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছিলেন। এই অতিথি সৎকারযজ্ঞে, হৃদয়ের উষ্ণশোণিত পাদ্যরূপে নিবেদিত হইয়াছিল। এই ঘোরতর যুদ্ধে কোন ভারতবাসী পলায়ণ বা কাহারও মুখে দীনতা ব্যঞ্জক লক্ষণ সূচিত হয় নাই। সকলেই অম্লানবদনে, শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে

অশক্ত শরীর পরিত্যাগ করিয়া, নবীনশরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাসিদনদের শাণিত অসি, এই শরীর বিসর্জ্জন ব্যাপারে বৃদ্ধ, বালক, বালিকা ও অবলা, সকলেরও সহায়তা সম্পাদন করিয়াছিল। যুদ্ধের পর এই স্থানে কোন স্বদেশভক্ত ভারতবাসীকে আর জীবিত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, নদীর তটে প্রায় ৫০ হাজার ভারতবাসী, অলিকসন্দরের গতিরোধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সকল লোক নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং অনেক অধিক সংখ্যক ভারতবাসী যে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নির্দ্দয় মাসিদনদের তরবারীর প্রহারে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই।

মাসিদন পক্ষে যে কতলোক হতাহত হইয়াছিল সে পক্ষে বিদেশী গ্রন্থকারেরা একেবারে নীরব। অলিকসন্দর সাংঘাতিক রূপে আহত হওয়াতে তাঁহারা বোধ হয় এ কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য এই সকল দারুণ যুদ্ধ কোন স্থানে হইয়াছিল তাহা স্থির নিশ্চয় করা বড়ই কঠিন। বর্ত্তমান মণ্টগমরী জেলাতে কএকটি অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন কোটকমলীয়া ও হরপ্প নামক স্থানে, এই সকল অতীত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মুলতানকে মাল দেশের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার কেহ গ্রীক মালোকে মালওয়া দেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, আমরা ইহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না।

অলিকসন্দর, শিবিরে আনীত হইলেন। তাঁহার শোচনীয়

দশা দেখিয়া সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। যে শরে তিনি বিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা বুকের ভিতর অনেকটা প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আরো খানিকটা না কাটিলে তাহা বাহির করা দুষ্কর কিন্তু এ সময় অস্ত্রবৈদ্য কাটিতে সাহসী হইল না। পাছে তাহা হইতে আরো অধিক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইয়া মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন না। অলিকসন্দর এই অবস্থা অবগত হইয়া চিকিৎসককে স্বীয় কার্য্য করিতে ইঙ্গিত করেন। শল্য নির্গত হইলে তাহা হইতে আবার প্রচুর পরিমাণে রুধির ধারা বহির্গত হইতে লাগিল, অলিকসন্দর মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই মুর্চ্ছা বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল, অনেকে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে মনে করিতে লাগিল, কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, একজন সেনানী তরবারীর সাহায্যে ক্ষত করিয়া শর বাহির করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দরের এই ঘটনা, মৃত্যু সংবাদ রূপে চান্দ্রভাগার তটে প্রধান শিবিরে নীত হইল। তথায় সকলের দুঃখের সীমা রহিল না—দুঃখের প্রথম বেগ একটু কমিয়া আসিলে,নূতন নূতন ভাবনা আসিয়া তাহাদিগকে আকুলিত করিয়া তুলিল। কোন্ উপযুক্ত ব্যক্তি তাহাদের নায়কের পদে আসীন হইবে, কেই বা তাহাদিগের এই বিপদসাগরে কর্ণধার হইয়া দেশে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। এখনও যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় বহুসংখ্যক ভারতবাসী তাঁহাদিগের গমন পথ রোধ করিবার জন্য শস্ত্রপাণি হইয়া অবস্থান করিতেছে, যাহারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা অলিকসন্দরের মৃত্যু কথা শুনিয়া শীঘ্র শত্রুতা করিবেন, এই ভাবনা আসিয়া তাহাদিগকে অধিকতর

বিপন্ন করিয়া তুলিল। অলিকসন্দরের হস্তাক্ষর সম্বলিত পত্র শিবিরে আনীত হইলেও, কেহ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল না, তাহারা মনে করিল, সেনানীরা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিয়াছে।

অলিকসন্দরের ক্ষত হইতে রক্ত রোধ করিবার জন্য, চিকিৎসকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। দীর্ঘকালের পর আপনা আপনি স্রাব বন্ধ হইয়া ধীরে ধীরে ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হয়। তিনি একটু বল প্রাপ্ত হইয়াই, রাভী নদীতে নৌকা করিয়া চন্দ্রভাগা তটস্থিত প্রধান শিবির অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলিকসন্দরের নৌকা, প্রধান শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলেও, সৈন্যগণের সন্দেহ দূর হইল না। তাহারা মনে করিল, এ বুঝি অলিকসন্দরের মৃতদেহ আনীত হইতেছে, যখন নৌকা নিকটবর্ত্তী হইল, অলিকসন্দর যখন হস্তত্তোলন করিয়া সকলের নমস্কার গ্রহণ করিলেন, তখন জনসাধারণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। আবার যখন তিনি তীরে অবতরণ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে শিবিরে অশ্বপরিচালনা করিলেন, তখন সকলের আনন্দ সীমাঅতিক্রমণ করিয়া বর্দ্ধিত হইল—কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিল, কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিল, কেহ বা তাঁহার বসন প্রান্ত স্পর্শ করিল, কেহ বা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিতে লাগিল। অলিকসন্দরের এই অতি সাহসের জন্য, তাঁহার কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, সামান্য সৈনিকের ন্যায় তিনি যদি নিহত হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সেনাদলের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত, তাহা কল্পনা করিলেও শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া

উঠে, ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি এরূপ অতি সাহসে প্রবৃত্ত না হন, সে জন্য তাঁহারা যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করেন। কোন লেখক বলেন, অলিকসন্দর সেনানীদের এই সমালোচনায় বিরক্ত হইয়াছিলেন, অপরে বলেন, তিনি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। অলিকসন্দরের জীবনী লেখকদিগের মধ্যে, এইরূপ পরস্পর মতভেদ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেনানীরা যে সময় অলিকসন্দরকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছিলেন,সে সময় একজন বিওসিয়া দেশীয় সৈনিক, তাহার গ্রাম্য ভাষায় "হে অলিকসন্দর! অসাধারণ পুরুষই অসাধারণ কার্য্য করিয়া থাকেন," ইহা কহিয়া তিনি "যে মারে সেই মার খাইয়া থাকে" এই মর্ম্মের একটি শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারণ করেন। অলিকসন্দর, লোকটির উপর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে সে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও যদি কাম্যবস্তু লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সেই উদ্যোগী পুরুষ কখনই নিন্দনীয় হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি মেষের মত পরাজিত না হইয়া, পুরুষের মতন পরাজিত হয়। সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পরাজিত হইয়াও প্রশংসিত হইয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে যে আত্ম উৎসর্গ করিয়াছিলেন,তাহা চিরকার বিস্ময়ের সহিত পঠিত হইবে। জয় বা পরাজয় যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল,পরাজিত হইলেই কিছু নিন্দনীয় হইতে পারে না। পরাজিত ব্যক্তির যদি কার্য্য সাধনের জন্য ঐকন্তিক দৃঢ়তা, শরীর, ত্যাগে অপরাঙ্মুখতা, এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনে উৎসাহ না থাকে তাহা হইলে সে নিন্দনীয় হইতে পারে।

তাই ভারতবাসীরা পরাজিত হইয়াও নিন্দিত হন নাই। আর এক কথা, ইয়ুরোপীয়দের সকল কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না, তাঁহারা আমাদের বিষয় অনেক কপোল-কল্পিত কথা বলিয়াছেন। তাই সন্দেহ হয় যে, সকল ক্ষেত্রেই কি ভারতবাসী পরাজিত হইয়াছে ?

বিদেশী গ্রন্থকারেরা বলেন, মালো এবং অকসিদ্রাকাইরা যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, অলিকসন্দরের সহিত সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অলিকসন্দর, প্রতিভু স্বরূপ তাঁহা-দিগের মধ্য হইতে এক সহস্র প্রধান পুরুষকে, তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলেন। এরিয়ন বলেন যে. ইহাঁদের সহিত ৫ শত যুদ্ধ রথ ও, অলিকসন্দরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। যাহাদের সহিত যুদ্ধ কালে তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদের উদারতায় মুগ্ধ হইলেন। মালো বাসীরা যে সকল দ্রব্য উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, কুর্ত্তিয়স তাহার একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। সেই তালিকা কতদূর সত্য সে বিষয় সন্দেহ হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে ৩ শত অশ্বারোহী ১০৩০টা চার ঘোড়ার রথ, ১ হাজার ভারতীয় ঢাল, শত টালাণ্ট মূল্যের ইস্পাত-লৌহ, প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র, কএকটা পালিত অতিকায় সিংহ ও ব্যাঘ্র, বহু সংখ্যক গোধা চর্ম্ম, এবং কচ্ছপের আবরণ। বলা বাহুল্য, অলিকসন্দর এ সকল দ্রব্য অপেক্ষা মালো বাসীর মিত্রতালাভ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের শিবিরে যথেষ্ট উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অলিক-সন্দর পারসীক বিলাস অনুকরণ করিয়া, সুবর্ণ জড়িত আসন সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, সমাগত দূতগণকে বিদায় প্রদান এবং যে সকল নৌকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার সংস্কার করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ঐরাবতী সঙ্গম অতিক্রমণ করিয়া আবার অসিক্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান কালে এ সকল স্থানের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং নদীর বর্ত্তমান কালের গতি দেখিয়া সে কালের জনপদ বা নগরের স্থান নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নদীর গতি ব্যতীত, বৈদেশিক জিহ্বায় আমাদের দেশের নাম এরূপ বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে যে তাহা বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।

সিন্ধুর সহিত যে স্থানে চন্দ্রভাগা মিলিত হইয়াছে, সে স্থানে অলিকসন্দর কিছু দিন অবস্থান করিয়া একটি নগর পত্তন করেন। ইহাতে নৌকা থাকিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিলিপের শাসিত স্থানের ইহা দক্ষিণ সীমা পরিকল্পিত হইয়াছিল। যাহাতে এ প্রদেশ তিনি অধীনে রাখিতে সমর্থ হন, সে জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে থ্রেসীয় এবং অন্য সৈন্য প্রদান করা হইয়াছিল। এ স্থানে অবস্থান কালে অজয় রথী, অলিকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, কাবুল প্রদেশে যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার কার্য্য সন্তোষজনক না হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে অলিকসন্দর, অজয় রথীকে সেই প্রদেশের শাসন ভার প্রদান করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঞ্জাব অতিক্রমণ করিয়া, অলিকসন্দর সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইলেন। এপ্রদেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে বাধা দিতে বড় কম ত্রুটি করে নাই। প্রাচীন লেখকদিগের, যে সকল ত্রুটিত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে এপ্রদেশের যুদ্ধকাহিনী বড় বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই। যাহা বা বলা হইয়াছে কাহাও তাড়াতাড়ি সঙ্ক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষেপে কথিত হইলেও, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, এপ্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সকলে মিলিত হইয়া অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া, অলিকসন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। এবং তিনি প্রাণ ও মান লইয়া কোনরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এজন্য ব্রাহ্মণগণকে, অলিকসন্দরের ক্রোধাগ্নিতে, বড় কম শরীর আহুতি প্রদান করিতে হয় নাই। পতঙ্গপালের ন্যায় জীবনবিসর্জ্জন করিলেও, দেশবাসীর হৃদয়ে মৃত্যুজনিত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিলে, শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মৃত্যু যেন অতি তুচ্ছ, খেলিবার সামগ্রী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

অলিকসন্দর, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু সঙ্গমে অবস্থান করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধীশ্বরবৃন্দকে পরাজয় করিবার জন্য, সেনানী

সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। অগ্রসর হইলে পাছে তাহারা, পশ্চাদ্‌ভাগে বিঘ্ন সম্পাদন করে, সেইজন্য তিনি অগ্রসর হইবার অগ্রে তাহাদিগকে অধীনে আনয়ন করিতেন। গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, পার্দ্দিকা, অবস্তানোই (Abastanoi) নামক স্বাধীন জাতিকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন করেন। ডিওডোরস এই জাতিকে সম্বসতাই (Sambastai) নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতে অম্বষ্ঠ রাজ্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সহিত তাহার কোন সংস্রব আছে কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

ক্ষত্রই (Xathroi) নামক আর একটি স্বাধীনজাতি অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাহাদের প্রস্তুত কতকগুলি ৩০ দাঁড়ের ও কতকগুলি মালবোঝাই নৌকা প্রদান করে। ওসাদিওই (Ossadioe) নামক আর একটি স্বাধীন জাতি দূত প্রেরণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল; এই সঙ্ক্ষেপ কথায়, এই সকল লোকেরা কিরূপ ভাবে অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহা ভালরূপে অবগত হওয়া যায় না। নৌকা প্রদানে বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালে আমাদের দেশে নৌকা প্রস্তুত বেশ ভালরূপই হইত। আর সেই নৌকা, অলিকসন্দরকে এদেশের বাহিরে লইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা সম্পাদন করিয়াছিল।

চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুর মিলন স্থল পরিত্যাগ করিয়া, অলিকসন্দর আবার অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত হস্তী ও অধিকাংশ সৈন্যসহ সেনানী ক্রিতিরস, সিন্ধুর বাম তট অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এপ্রদেশের অধিবাসীরা

অলিকসন্দরের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার গমন পথে বাধা প্রদান করিয়াছিল। তাহাদিগকে বিভীষিকাগ্রস্ত করিবার জন্য এই বিপুল সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল। অলিকসন্দর নৌকাপথে সোগদই (Sogdoi) রাজধানী অধিকার করেন। এস্থানে তিনি নগর সুরক্ষিত, এবং আর একটি নৌকা নির্ম্মাণ স্থান প্রস্তুত করেন। এস্থানে তিনি, তাঁহার যে সকল নৌকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,তাহা মেরামত করাইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, চন্দ্রভাগার সঙ্গম স্থল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রদেশের রাষ্ট্রপতিপদে অজয়রথী, এবং পিথিয়নকে নিযুক্ত করেন।

যে সকল সৈন্য যুদ্ধে আহত, এবং রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, অলিকসন্দর সেই সকল সৈন্যকে ক্রিতিরসের অধীনতায় স্বদেশে প্রেরণ করিতে মনন করেন। ইহাদের সহিত হস্তী সকলও অনুগমন করিয়াছিল। ইহারা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বোলন পথ অতিক্রমণ করিয়া কান্দাহার ও সিস্তান প্রদেশ দিয়া গমন করিয়াছিল।

কুর্ত্তিয়স্ বলেন, সিন্ধুতটের অধিবাসীরা, অলিকসন্দরের নানারঙ্গের পতাকা শোভিত অগণিত নৌকা, তাহার আরোহী-বর্গের অস্ত্র শস্ত্রের চাকচিক্যে সম্মোহিত হইয়াছিল। ইহারা আবার অপর লোককে এই সকল কথা বলিয়া দেশবাসীকে মোহিত করিয়াছিল। তাই উপরোক্ত প্রদেশের লোকেরা অনায়াসে অলিকসন্দরের আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। একথা কতদূর সত্য সে বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, কেননা রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেও, দেশবাসী, বিদেশীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাদ্পদ হয় নাই।

অলিকসন্দর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার গমন পথে যে সকল রাজন্যবর্গ অবস্থান করেন, তাঁহারা, তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিবে। কিন্তু সকল সময় তাহা হয় নাই। অনেক সময়ে ভারতবাসীরা পুরুষের মতন অসি হস্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সীকারপুর প্রদেশে, বৈদেশিকদের মুষিকান (Mousikanos) নামক এক জাতি অবস্থান করিত। ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অন্যশাস্ত্র অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের বিশেষরূপে অনুশীলন করিতেন। আহার বিহার সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতেন, মিতাচারী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। একশত তিরিশ বৎসর তাঁহাদিগকে জীবিত থাকিতে দেখিয়া, মাসিদনরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। ইয়ুরোপ সে সময় অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল, বন্য পশুসহ তথাকার অধিবাসীরা যখন অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিত, এমন কি গ্রীকদিগেরও চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সময়, কতিপয় মুষ্টিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সে সময় আমাদের ভারতের ব্রাহ্মণেরা, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন,—ইহার উন্নতির জন্য তাঁহারা আমাদের দেশের অসংখ্য বনৌষধির অদ্ভূত গুণ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করতিেন, কোন অভিনব রোগ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা তাহার প্রশমন উপায়ের জন্য ধ্যানস্থিত হইতেন। তাঁহারা সকল বিষয়েই অন্যান্য সাধারণ একাগ্রতা, নিঃস্বার্থ পরতার উদাহরণ প্রদান, করিয়াছেন। এই পঞ্চনদ প্রদেশে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ চরক সংহিতার প্রথম প্রচার

হইয়াছিল। মুষিকান্‌দের দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের খনি বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহারা ইহার ব্যবহার করিত না, সুতরাং অর্থজনিত, দুশ্চিন্তা, নিরানন্দ, হিংসা, দ্বেষ, তাহাদিগকে অধিকার করিতে সমর্থ হইত না। সে কালে স্পার্টা প্রভৃতি স্থানে, যেরূপ দাস প্রথার প্রচলন ছিল, আমাদের ভারতে তাহা দেখিতে না পাইয়া, গ্রীকগণ বিস্মিত হইয়াছিল। মুষিকান দেশের যুবকেরা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিত। স্পার্টানরা যেরূপ সকলে মিলিত হইয়া সাধারণ ভোজনাগারে ভোজন করিত, সেইরূপ বোধ হয় মুষিকান্‌দিগকে ভোজ উপলক্ষে সকলকে একত্র ভোজন করিতে দেখিয়া, বৈদেশিকগণ ইহাদিগকে স্পাটানদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকিবেন। যে সমাজের লোক সকল সংযতচিত্ত, সে সমাজে আইন আদালতের দরকার হয় না। তাই গ্রীকগণ, ইহাদিগের মধ্যে আইনের বাহুল্য দেখিতে পান নাই। নরহত্যা আদি উগ্র অপরাধের জন্যই দোষী রাজদ্বারে আনীত হইত। বলা বাহুল্য যে এরূপ ঘৃণিত কার্য্য কচিৎ অনুষ্ঠিত হইত। আমাদের ভারতবর্ষ ব্যতীত, এরূপ রাজ্যপ্রণালী পৃথিবীর অন্যত্র সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মুষিকান্‌দিগের অধীশ্বর, পরের পদানত হইবার শিক্ষা কখন প্রাপ্ত হন নাই। তাই তিনি অলিকসন্দরের পদতলে উপহার লইয়া লুণ্ঠিত হন নাই। অলিকসন্দর, প্রবল পরাক্রান্ত মুষিকান্ অধিপকে আগমন করিতে না দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। পাছে তিনি প্রস্তুত হইয়া তাঁহার গমন পথে বাধা প্রদান করেন, এই ভাবিয়া যুদ্ধশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ মহাবীর অলিকসন্দর, অতি দ্রুত-গতিতে তাঁহার সীমান্ত প্রদেশে আগমন সংবাদ পৌছিবার

পূর্ব্বেই, মুষিকানদিগের রাজধানী আক্রমণ করেন। অপ্রস্তুত সৈন্ধবগণ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাহারা বিদেশীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া, ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন। অলিকসন্দর ইহাঁদিগের রাজধানী এবং নানাপ্রকার শষ্যে ও ফলমূলে পরিপূর্ণ রাজ্য দেখিয়া, অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এ স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে; অলিকসন্দর, নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীগণকে বিভীষিকাগ্রস্ত করিবার জন্য, স্থানীয় দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া কতকগুলি সৈন্য এস্থানে রক্ষা করেন।

মুষিকানগণকে অধীনে আনয়ন করিয়া এরিয়ান বলেন, অলিকসন্দর, অক্ষিকানস্ (Oxykanos) এর বিরুদ্ধে গমন করেন। অক্ষিকান, বিদেশীর বশ্যতা স্বীকার, অথবা দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন নাই, তাই অলিকসন্দর, ইহাঁর শাসিত প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য আগমন করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, বীরবর অলিকসন্দর, ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে দুইটি নগর হস্তগত করেন দ্বিতীয় নগর রক্ষাকালে অক্ষিকানরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অলিকসন্দরের হস্তে বন্দী হন। এই সকল নগর লুণ্ঠন করিয়া অলিকসন্দর যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন, হস্তী ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য সৈন্যগণ মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।

কুর্ত্তিয়স্ বলেন, অলিকসন্দর মুষিকানিগণকে পরাজয় করিয়া প্রয়স্তি (Praesti) নামক জাতির বিরুদ্ধে গমন করেন। প্রয়স্তি-পতি পোর্ত্তিকানস্ (Porticanus) একটি সুদৃঢ় নগরে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করেন। অলিকসন্দর তিন দিন এই নগর অব-

রোধ করিয়াও হস্তগত করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর কোন রূপে ইহা হস্তগত করিতে পারিলেও, নগরবাসীরা দুর্গমধ্যে গমন করিয়া আবার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। দুর্গবাসীরা সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা করিলেও, তাহারা সফলকাম হয় নাই। দুর্গ রক্ষা, এবং গ্রহণ করিবার জন্য ভারতবাসী ও মাসিদনগণ, যখন অসীম বীরত্বের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিল, সে সময় দুর্গের বুরুজ ভীষণ শব্দ করিয়া, ভূপতিত হয়। মাসিদনগণ উন্মত্তের ন্যায় সেই স্থান দিয়া প্রবেশ করিয়া ভারতবাসীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই দারুণসংগ্রামে মহাবীর পোর্ত্তিকানস্, স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য অসি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন।

অলিকসন্দর, এ প্রদেশে কিরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার ক্রোধের পরিমাণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার ক্রোধ এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মনুষ্যত্ব তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল, তিনি মনুষ্যময়ে পরিণত হইয়াছিলেন। নগর আক্রমণ কালে, যে সকল বালক, বালিকা, স্ত্রী ও বৃদ্ধ, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা এরিষ্টটলের সুশিক্ষিত শিষ্যের হস্তে পতিত হইয়া, ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়াছিল। ইহা করিয়াও অলিকসন্দরের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি আমাদেয় ভারতীয় নগর সকল অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ, এবং ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, বর্ব্বরের ন্যায় এইরূপ দারুণ কার্য্য করিয়াও, তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও ভীতিরসঞ্চার করিতে সমর্থ হন নাই। যখন তিনি এইরূপ পৈশাচিক কার্য্যের অনু-

ষ্ঠান করিয়া দিগ্বিজয়ী নাম অর্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুষিকান্দের অধিপতি, নাম মাত্রও অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া, বিদেশী বর্ব্বর শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন, মুষিকপতি, কৌপীনধারী ব্রাহ্মণদের উত্তেজনায় পার্থিব সুখের কথা ভুলিয়া গিয়া, স্বর্গীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য, প্রাণপণে ঘোরতর বিক্রমে বিদেশীগণকে বিদূরিত করিবার জন্য, অব্যবস্থিত সমরের অবতারণা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরূপ অদ্ভুত সমর, আর কোন দেশে হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। রাজশক্তি সংরক্ষণ এবং নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতার যাহাতে হানী না হয়, সে জন্য ক্লেশ সহনে অনভ্যস্ত রাজন্যবর্গ, অলিকসন্দরের শরণাপন্ন হইলেও, ব্রাহ্মণগণ দেশের জন সাধারণকে মিলিত করিয়া, যেরূপ উদ্যম, ক্লেশসহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থপরতা, এবং মৃত্যুভয়শূন্যতা, দেখাইয়া ছিলেন,তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। ব্রাহ্মণগণ, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গমনকরিয়া সকলকে সমুত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলে মিলিত হইয়া নানাপ্রকারে, ব্যষ্টি ও সমষ্ঠি ভাবে যে যাহাতে সুবিধা পাইল, সে সেইরূপ ভাবে বৈদেশিক শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। ভারতবাসীরা, স্বদেশ রক্ষার জন্য শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে মৃত্যুভয় জনিত অবসাদ আসিয়া, তাহাদিগকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

অলিকসন্দর, এইরূপ প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও, তিনি

বিমূঢ় চিত্ত হন নাই। তিনি সাম্ব (Sambo) রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সাম্বপতি পৈত্রিক প্রাণ রক্ষার জন্য, অলিকসন্দরের শরণাপন্ন হইলেও, তাঁহার রাজ্যের অধিবাসীরা, তাঁহার আচরণ অনুকরণ করে নাই। তিনি বিদেশী শত্রুর আগমন জন্য নগর দ্বার অনর্গল করিলেও, তাঁহার প্রজাবৃন্দ নগর দ্বার রোধ করিয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে মাসিদনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিল।

অলিকসন্দর, এই প্রদেশের একটি সুদৃঢ় নগর অবরোধ করিয়া কোনরূপে হস্তগত করিতে সমর্থ না হইলে, অবশেষে তিনি সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সসৈন্যে নগর মধ্যে আবির্ভূত হন। গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন, ইহাতে ভারতবাসীরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। সম্মুখ সমরে বিফল কাম হইয়া, এইরূপে প্রতারণা করিয়া অলিকসন্দর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দরের ক্রোধ, ব্রাহ্মণদের উপর বেশী করিয়া পতিত হইয়াছিল। এই অল্প পরিমিত ভূভাগে, অল্প সময়ের মধ্যে, কত যে ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইয়ত্বা করা যায় না। কেহ বলেন তিনি ৮০ হাজার মনুষ্য হত্যা করিয়াছিলেন। আর কত যে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব কিছু পাওয়া যায় না।

প্লুতার্ক বলেন, সাম্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ, মাসিদনদিগের বিরুদ্ধে জন সাধারণকে উত্তেজিত করেন তাঁহাদিগের মধ্যে দশ জন প্রধান ব্রাহ্মণ ধৃত হইয়া, অলিকসন্দর সমীপে আনীত হন। যে সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাহারা শত্রুমিত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া

সমস্ত ভূত গ্রামের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, এরূপ প্রকৃতির ব্রাহ্মণগণও স্বদেশ রক্ষার জন্য শস্ত্রপাণি হইয়াছিলেন। অদ্ভুত প্রকৃতির অলিকসন্দর, অজেয় ব্রাহ্মণগণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া, কূট প্রশ্নে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে মনস্থ করেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, যিনি তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান না করিবেন, তাঁহাকে তিনি প্রথমে হত্যা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে অবশিষ্টকে নিহত করিবেন।

অলিকসন্দর প্রথমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বহুসংখ্যক কে মৃত না জীবিত ?" "মৃত্যুভয় বিরহিত উদ্বেগহীন ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "জীবিত, যেহেতু মৃত বিনষ্ট হইছে।"

দ্বিতীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জলে না স্থলে, কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জন্তু বাস করিয়া থাকে ?" উত্তরে বলিলেন, "স্থলে যেহেতু জল পৃথিবীরই অন্তর্গত।"

তৃতীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন প্রাণী সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ?" উত্তরে কহিলেন, "যাহার সহিত এখনও মানুষের পরিচয় হয় নাই।"

চতুর্থ জিজ্ঞাসিত হইলেন, "কি জন্য তিনি সাম্বগণকে অভ্যুত্থানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন ?" প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ অবিকৃত বদনে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা তাহারা মর্য্যাদার সহিত জীবিত থাকুক, অথবা মর্য্যাদার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করুক্।"

পঞ্চমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রথমে কি হইয়াছে, দিবা না রাত্রি ?" প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন "দিবাই প্রথমে অহোরাত্রের মধ্যে।" অলিকসন্দরকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, অসম্ভব প্রশ্নের অবস্তব উত্তর হইয়া থাকে।"

অলিকসন্দর ষষ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মানুষ কেমন করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইতে পারে?" প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "যদি তিনি শক্তিশালী হন, তাহা হইলে যাহাতে তিনি লোকের ভয়ের কারণ না হন এরূপ আচরণ করিলে।" অবশিষ্ট তিন জনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কেমন করিয়া দেবতা হইতে পারে?" উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যাহা মানুষের অসাধ্য এরূপ কার্য্য করিতে পারিলে।"

তারপরের কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবন ও মরণ এই দুইটির মধ্যে কোনটি কঠিন?" প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "জীবন" যেহেতু ইহা নানাপ্রকার বিপদে পরিপূর্ণ।

অলিকসন্দর, নবম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদিন জীবিত থাকা মানুষের পক্ষে সম্মানের বিষয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যতদিন মানুষ বাঁচিবার পরিবর্ত্তে মৃত্যু কামনা না করে।"

অলিকসন্দর, দশম ব্যক্তি, যিনি মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার দিকে তাকাইয়া এই সকল উত্তর সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, "প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অপেক্ষা অপকৃষ্ট উত্তর প্রদান করিয়াছেন।" একথা শুনিয়া অলিকসন্দর বলিলেন, "যদি আপনার এইরূপই মন্তব্য হয়, তাহাহইলে আপনাকেই সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ প্রদান করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! এরূপ কখনই হইতে পারে না। আপনার কথা যদি অসত্য না হয়, তাহা হইলে আপনি যে বলিয়াছেন, যে খারাপ উত্তর দিবে সেই ব্যক্তিকেই সর্ব্বপ্রথমে মরিতে হইবে।" সেই সকল মৃত্যুভয়-বিরহিত ব্রাহ্মণগণকে, প্লতার্ক বলেন, অলিকসন্দর, উপহার প্রদান করিয়া গৃহে পাঠাইয়া

দেন। চিরকাল প্রধূমিত হওয়া অপেক্ষা, একবার প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হওয়া সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, মুষিকগণের অধিপতি বিদেশী বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অস্ত্রধারণ করেন। গ্রীক গ্রন্থকার বলেন, তিনি ব্রাহ্মণদের পরামর্শে অলিকসন্দরকে এদেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য, স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য, ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর, মুষিক-পতির অভ্যুত্থানের কথা অবগত হইয়া, সেই প্রদেশের নবীন ছত্রপ (Satrap) পিথনকে উপযুক্ত সৈন্যসহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের অভিনয় হইল। যবন ও হিন্দু উভয়েই পরস্পরকে পরাভব করিবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুনৃপতির রাজ্য যেরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং দস্যু কর্তৃক প্রপীড়িত হয় * সেইরূপ অলিকসন্দর বাহিনী, নগর সকলকে ধূলিসাৎ—দুর্ব্বলগণকে ক্রীতদাস, এবং যোদ্ধাগণকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল। ভারতবাসীর হস্তে তাঁহারা কোন্ গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয় বিদেশী গ্রন্থকার একেবারে নীরব, সুতরাং সে বিষয় আমরা কিছু বলিতে পারি-লাম না। সেনানী পিথন, মুষিকপতি এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া অলিকসন্দরের সমীপে আনয়ন করিলে, তিনি হিন্দু বীরগণকে তাহাদের নগরে কীলকবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে প্রেরণ করেন। এইরূপ কত শত ব্যক্তি যে, এইরূপে এই নশ্বর শরীর

* কু নৃপস্য যথারাজ্যং দুর্ভিক্ষব্যাধি তস্করৈঃ।
দ্রাব্যতে তদ্বদাপন্না পাণ্ডবৈস্তব বাহিনী॥
মহাভরত, দ্রোণপর্ব্ব ৯৫ অঃ।

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপে শত শত, সহস্র সহস্র, ব্যক্তি নিহত হইলেও তাহারা বিদেশী শত্রুকে বাধা দিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই।

পটল অভিমুখে গমন কালে, ব্রাহ্মণদের দেশের শেষ সীমায়, ডিওডোরস বলেন, দুর্গমপ্রদেশে হর্ম্মতলা (Harmatelia) নামে একটি নগর ছিল। বলা বাহুল্য যে, তাহারা মেষের দলের উদাহরণ অনুকরণ করিয়া, অলিকসন্দরের শরণাপন্ন হন নাই। তাঁহারা নিজেদের বাহু বলের উপর নির্ভর করিয়া স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর, কতকগুলি সৈন্য ইহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হিন্দু বীরগণ, শত্রুকে আগমন করিতে দেখিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া ঘোরতর বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, মাসিদনগণ বিপক্ষ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিদেশী গ্রন্থকারেরা বলেন, মাসিদনেরা পলায়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে ভয়ে নহে, যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিয়া। সে যাহাই হউক, অলিকসন্দর উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সমর প্রজ্বলিত হইল। কতক গুলি ভারতবাসী যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হইল। ভারতবাসীর শাণিত অস্ত্রপ্রহারে মাসিদনরা ও যমলোকের অতিথি হইল যাহার শরীরে তুলবারের একটু সামান্য আঁচড়ও লাগিয়াছিল সেও দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা ইহার কোনরূপ প্রতিকার করিতে পারিলেন না। ভারতবাসীরা, সর্পের দারুণ বিষ অস্ত্রে লাগাইয়া, এই

নিদারুণ শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। অলিকসন্দর সকলের অগ্রে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন, সুতরাং কোন রূপে তাঁহাকে এই বিষদিগ্ধ অস্ত্রে আহত করিতে পারিলে, সমস্ত ক্লেশের অবসান হইবে বিবেচনা করিয়াছিলেন, ভারতবাসীর আশাপূর্ণ হয় নাই। অলিকসন্দরের বাল্য সহচর ও বিশ্বস্ত সেনানী তুরময়, ইহাতে আহত হইয়া, মৃতবৎ পতিত হইলেন অলিকসন্দর ব্যহিত হইলেন, পনাহার পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন, বিষাদের চিহ্ন, সকলের মুখে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনেকে বলেন, এ সময় ক্ষিন্ন অলিকসন্দর, নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে ঔষধ পাইয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন একজন স্বদেশদ্রোহী ভারতবাসী অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া ইহার ঔষধ বলিয়া দেন, অলিকসন্দর নিজের মহিমা প্রচার করিবার জন্য, স্বপ্ন বৃত্তান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। এই ঔষধে তুরময় আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং অন্যান্য আহত ব্যক্তি তখনও যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই তাহারাও নিরাময় হইল।

দৈব যখন প্রতিকূল হন, তখন মানুষের সমস্ত পুরুষার্থ বিফল হইয়া যায়। অব্যর্থ কূটনীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিলেও সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। ব্যর্থ হইলেও কিন্তু তাঁহাদের পুরুষকারের ফল ফলিয়াছিল। অলিকসন্দর, এরূপ দারুণ দুর্দ্দমনীয় শত্রুর উপর কোন রূপ দণ্ড প্রয়োগ না করিয়া সম্ভবতঃ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া থাকিবেন।

অলিকসন্দর যে সময় মুষিকদের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া

দক্ষিণাভিমুখে গমন কারবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পটল দেশের মহারাজের (Moeres) নিকট হইতে দূত আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। অলিকসন্দর, দূতকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া, তাঁহার যাত্রার সাহায্য করিবার জন্য আদেশ করিয়া তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেন।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, অলিকসন্দর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কৃতি সেনাপতি ক্রিতিরসকে, আমাদের দেশে ডাকাতি করিয়া যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল দ্রব্যের সহিত সমস্ত হস্তীও, অকর্ম্মণ্য এবং কতকগুলি কর্ম্মঠ সৈন্য, স্বদেশাভিমুখে প্রেরণ করেন। মুষিকগণের উৎপাতে ব্যাপার গুরুতর হওয়াতে অলিকসন্দরের ইচ্ছা এত দিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মুষিক বিভ্রাট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, ক্রিতিরস কিছু দূর গমন করিলে, তিনি তাঁহাকে আবার ডাকিয়া পাঠান। সমস্ত শক্তি মিলিত হইলে, তবে অলিকসন্দর প্রবল পরাক্রান্ত মুষিকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, এখন কোন রূপে একটু নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, এত কষ্টের লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল পাছে আবার ভারতবাসীর হস্তে পতিত হয়, সম্ভবতঃ এই ভাবিয়া তাহা স্বদেশে শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণ করেন।

অলিকসন্দর আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পাছে হিন্দুরা অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলে, এজন্য সিন্ধু নদের উভয় কূলে পূর্ব্বের ন্যায় সৈন্য সকল গমন করিতে লাগিল, যে সকল স্থান অধীনে থাকিলে, আত্মরক্ষার পক্ষে সুবিধা সম্পাদন করে, এরূপ স্থলে কিছু কিছু সৈন্য

রক্ষিত হইয়াছিল। অলিকসন্দর নির্ব্বিঘ্নে পটলে (Patala) পৌছিলে পর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈন্য সকল আগমন করিয়াছিল। গ্রীক গ্রন্থে এ সকল প্রদেশের কথা এত সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে যে, তাহাতে বোধ হয় অলিকসন্দর এপ্রদেশে উত্তম মধ্যম খুব ভাল রূপই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন পটল কোথায় ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহা স্থির করা অসম্ভব,অনেকের ধারণা সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণাবাদে, অথবা ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রাচীন পটল অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান মনসুরিয়া নগরের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে ব্রাহ্মণাবাদের ভগ্ন চিহ্ন পুঞ্জাকারে পতিত রহিয়াছে। ইয়ুরোপীয় ইতিহাসের অতীত যুগের বহু চিহ্ন এখনও এস্থানের ভূগর্ভে নিহিত আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অলিকসন্দর নৌপথে তিন দিন গমন করিবার পর, পটলের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এদেশের অধিবাসীরা—স্বাধীন প্রকৃতির অধিবাসী না হইতে পারে—এদেশের অধীশ্বর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নানারূপ আয়োজন করিয়াছেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। গ্রাম ও নগর জনপ্রাণীবিহীন কান্তারে পরিণত হইয়াছে। ক্ষেত্র ও উদ্যান, নানাপ্রকার শস্য ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইলেও, তাহাতে লোক নাই। রমণীয় গৃহ সকল নানাপ্রকার সাজসজ্জায় বিভূষিত হইলেও, তাহাতে মনুষ্য না থাকায় যেন মায়ানগর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এরিয়ান বলেন, অলিকসন্দর দেশের অবস্থা দেখিয়া, কতকগুলি সৈন্য দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রেরণ করেন। তাহারা অধিবাসীগণকে

অভয় দিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করেন। বৈদেশিক গ্রন্থকারেরা বলেন, অনেকেই ইহাতে নগরে প্রত্যাগমন করেন। একথা কতদূর সত্য, সে বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই এরিয়ান স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে, এদেশের জলপথের জ্ঞান না থাকায় অলিকসন্দর পথ পরিদর্শক সংগ্রহ করিবার জন্য দেশের ভিতরে লোক ধরিতে সৈন্য পাঠান।

অলিকসন্দর, পটলের সামরিক আড্ডার অনুকুল ভৌগোলিক সংস্থান দেখিয়া এ স্থানে সুদৃঢ় বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে বিশেষরূপে উপযোগী করিয়াছিলেন। ইহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পেয় জলের অভাব থাকায় অলিকসন্দর কতকগুলি লোককে কূপ খনন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এদেশ বাসীর আক্রমণে, তাহারা কার্য্য সমাধা করিবার পূর্ব্বে যমলোকের অতিথি হইয়াছিল। অলিকসন্দর এই ঘটনা অবগত হইলে, আরো বেশী লোক তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করান। এ দেশের লোকেদের বেশী কিছু করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা মরুভূমিতে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ন্যায়, জাতীয় চরিত্র, উভয়েই অনেক সময় একই প্রকার গতি অবলম্বন করিয়া থাকে। ক্লীবভাবাপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তিরা, অত্যাচারী আততায়ীর যে হস্তে, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও উৎসাদিত হইয়াছে, সেই শত্রুর প্রথম আক্রমণেই, তাহাকে বাধা দিবার সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, সেই হস্তে, আগ্রহের সহিত চন্দনচর্চ্চিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া

থাকে। আর যাহারা তাহাকে প্রবলপরাক্রমে বাধা দিবার জন্য প্রতিপদে অকাতরে শোণিত পাত করিয়া থাকেন, এক শ্রেণীর স্বদেশবাসী, তাহাদিগের দুর্ব্বলতারবিষয় সেই অত্যাচারীর জ্ঞানগোচর করিয়া নিজের ক্লীবত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। অপর পক্ষে, পুরুষ প্রকৃতির দেব চরিত্রের দৃঢ়চেতাগণ, স্বেচ্ছাচারী শত্রুর অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য, সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আত্মশক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অত্যাচারীর আচরণ যতই উগ্রতর হয়, তাঁহাদিগের বাধা দিবার দুর্দ্দমনীয় শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বোভাবে উৎপীড়িত হইলেও, আত্যাচারীর বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিতে কোন ক্রমেই বিরত হন না। সকল সময় বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ না হইলে, সকলপ্রকারে তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া দূরতর প্রদেশে অবস্থান করেন। এবং উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই ভীম পরাক্রমে, শত্রুর উপর আপতিত হইয়া তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের স্বদেশবাসীরা অধিকাংশ স্থলে শেষের প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পটলের নিকটে, সিন্ধু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অলিকসন্দর, সিন্ধুর গতি এবং কতদূরে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন, ইহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য, দক্ষিণ প্রবাহ অবলম্বন করিয়া নৌকাযোগে গমন করেন। সেনানী লিওনেটস্ কিছু সৈন্য লইয়া স্থলপথে এই নৌবাহিনীকে অনুগমন করিতে আদিষ্ট হঁন। জলপথ না জানার জন্য তাঁহাদিগকে বড়

কম ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। স্থানীয় লোক সকল বৈদেশিকদিগের আগমনের পূর্ব্বেই, স্থান ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা এই অজ্ঞাত পথে বিপন্ন হইয়াছিলেন। পটল পরিত্যাগের দ্বিতীয় দিবসে, প্রবল ঝড়বৃষ্টীতে তাহাদের ক্লেশের মাত্রাকে অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহার প্রকোপে অলিকসন্দরের কতগুলি নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ, আর কতকগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। এই বিপদের উপর আর একটি অচিন্তনীয় ঘটনায় মাসিদনগণকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল। সমুদ্র জলের হ্রাস বৃদ্ধি, ভূমধ্যসাগরে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং জোয়ার ভাঁটার বিষয় গ্রীকদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সিন্ধুনদেরপ্রবল জোয়ারে অলিকসন্দরের নৌবাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জোয়ারের জল বৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। অলিকসন্দর ভগ্ন নৌকা মেরামত করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিন্ধুর মোহনাতে কিলৌতা নামক একটী দ্বীপ তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল। সেই দ্বীপে সুবিস্তৃত অনেকগুলি পোতাশ্রয় স্থল ছিল, অলিকসন্দর তাঁহার নৌকা সকল তথায় রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং দ্রুতগামী কয়েক খানি নৌকা লইয়া বাহির সমুদ্র দেখিতে অগ্রসর হন। আর একটী দ্বীপ তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখানে অলিকসন্দর যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার নৌবাহিনী পারস্য উপকূলে পৌঁছিতে সমর্থ হয়, সেই অভিপ্রায়ে পূজা ও দেবোদ্দেশে বষোৎসর্গ করিয়া স্বর্ণপাত্র সহ তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অলিকসন্দর

আবার পটলেপ্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন পোতাশ্রয় এবং পোত নির্ম্মাণ স্থলের নির্ম্মাণ কার্য্য, অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, পিথনও সদলবলে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সিন্ধুর যে প্রবাহ বামদিকে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, অলিকসন্দর সেই প্রবাহ অবলম্বন করিয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করেন। এরিয়ান বলেন, এদিকের রাস্তা অপেক্ষাকৃত সুগম। সিন্ধু সঙ্গমের নিকট, একটী বৃহৎ হ্রদ অলিকসন্দর দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখানকার সমুদ্রে তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। অলিকসন্দর, লিওনিটসকে সমুদ্রের তট দিয়া গমন করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং নৌকাযোগে গমন করিয়া জলপথ সকল পরিদর্শন করেন। জলপথের সুগমতা দেখিয়া অলিকসন্দর যথেষ্ট প্রীত হইয়াছিলেন। লিওনিটস, তিন দিনের পথ অতিক্রমণ করিয়া নৌবাহিনীর পেয়জলের জন্য স্থানে স্থানে কূপ খনন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এ সকল কথা কতদূর সত্য সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এপ্রদেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহা কিরূপ দুর্গম ও ক্লেশপ্রদ স্থান। বর্ষাকালে এই সকল জলপ্রবাহে, বহুল প্রদেশ জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ; সে সময় এ প্রদেশে অশ্বারোহণ করিয়া গমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর এক কথা, এ সকল প্রদেশে তাহারা যে কূপ খনন করাইয়াছিলেন, এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। এ সকল প্রদেশ সমুদ্র অপেক্ষাও কিছু নিচু, জোয়ার হইলেই সমস্ত ভূমি ডুবিয়া গিয়া থাকে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এ প্রদেশে লবণ প্রস্তুত করিবার

জন্য উদ্যোগ করা হইয়াছিল। শ্রমজীবীদের পানের জন্য এক বিন্দু পরিমিত জল ও এস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। দূরতর স্থান হইতে নৌকা করিয়া জল আনিতে হইত। এরূপ কত মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহারা স্বদেশবাসীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

অলিকসন্দর, পটলে প্রত্যাগমন করিয়া, পূর্ব্ব কথিত হ্রদের তটে, একটি পোতাশ্রয় এবং সমুদ্রের তীরে আরো অধিক সংখ্যক কূপ খনন করিবার জন্য, কতকগুলি লোক প্রেরণ করেন। ইহা অসম্ভব মিথ্যা বলিয়া এ স্থলে উল্লেখ করা গেল।

অলিকসন্দর পটলে উপস্থিত হইয়া, স্বদেশেপ্রত্যাগমণের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যসহচর নিয়ার্কসের অধ্যক্ষতায় নৌকা সকল সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরে পাঠাইবার আয়োজন করিলেন। এ পথের কথা গ্রীকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলেও, আমাদের দেশের নাবিকদের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশবাসীর কৃপায় যে তাঁহারা, স্বদেশে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ কথা সম্ভবতঃ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া উল্লেখ করেন নাই। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, অলিকসন্দর ইতিপূর্ব্বে যে সময় সিন্ধুর মেহনায় গমন করিয়া যে দ্বীপ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি পোতাশ্রয় দেখিতে পান; এবং সে সকল স্থলে নিজেদের জাহাজ রাখিয়া দিয়াছিলেন। দূর সমুদ্রে গমনাগমন না করিলে কখন এরূপ স্থলে পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হয় না; ইহা ব্যতীত অলিকসন্দরের প্রায় এক-শত বৎসর পরে, একজন গ্রীক লেখক (Agatharchides) বলেন, আরবের বন্দর সমূহে এসিয়ার মত জাহাজ

জন্য আগমন 'করে। তাহার মধ্যে, অলিকসন্দরের সংস্থাপিত পোটানা (Potana) নামক বন্দর হইতে অধিকাংশ জাহাজই আগমন করিয়া থাকে। এই উক্তিতে যৎসামান্য ভ্রম পরিলক্ষিত হইলেও, এই পোটনা আমাদের পটল ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। এই সমুদ্রপথ আমাদের নাবিকদের সুপরিজ্ঞাত ছিল। বিদেশী শত্রুরা কখনই অজ্ঞাত পথ অনুসরণ করিয়া, অজ্ঞাত প্রদেশে গমন করিত না। তাই বোধ হয় যে নিয়ার্কস, আমাদের দেশের নাবিকের সাহায্যে স্বদেশাভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইয়া, এই ইয়ুরোপীয়দের অজ্ঞাত প্রদেশ আবিস্কার করিয়া—এখনও পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশবাসী ইয়ুরোপখণ্ডের লোকের কাছে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইতেছেন। আর আমরা যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছি।

অলিকসন্দর, যে সময় স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহার কিরূপ অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নের ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষ লুট করিতে আসিয়া অর্থ-কষ্টের কথা বড়ই অসম্ভব। জানি না কোন অসম্ভবকে ভারতবাসীরা সম্ভবে পরিণত করিয়া অলিকসন্দরের এই দারুণ অভাবকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহা বিদেশীরা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং আমাদিগকেও এ বিষয় নিরবে অবস্থান করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। নায়কের গৌরব ম্লান হইবে বলিয়া, নিম্নের ঘটনাটি অলিকসন্দরের কোন চরিত্র লেখক লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্লুতার্ক তাঁহার ইউমিনসের চরিত্রে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। অলিকসন্দর, অর্থ-

কষ্ট দূর করিবার জন্য তাঁহার সহচরদের নিকট কিছু কিছু টাকা লইয়াছিলেন, সেক্রেটারী ইউমিনসের নিকট তিন শত টালাণ্ট চাহিয়াছিলেন, ইউমিনস অত টাকা তাঁহার নাই বলিয়া, একশত টালাণ্ট দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অলিকসন্দর সে টাকা লন নাই, ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, বুঝিলেন তাঁহাকে ইউ-মিনস প্রতারণা করিয়াছে। অলিকসন্দর, অনুগতের এ অপরাধ উপেক্ষা করিবার পাত্র নহেন। তিনি গোপনভাবে ভৃত্যকে দিয়া ইউনিমসের শিবিরে অগ্নি প্রদান করিলেন, দেখিতে দেখিতে সকলের সম্মুখে, ইউনিমসের শিবির ভস্মীভূত হইয়া গেল অলিকসন্দরের যে সকল কাগজ পত্র ছিল, তাহাও ইহার সহিত পুড়িয়া গেল। সমস্ত পুড়িয়া গেলে দেখা গেল প্রায় এক সহস্র টালাণ্ট মূল্যের স্বর্ণ, রোপ্য, গলিয়া তাল বাঁধিয়া গিয়াছে। অলিকসন্দর নাকি দয়া করিয়া ইউমিনসের নিকট হইতে আর কিছুই চাহেন নাই। যে সকল কাগজ পত্র পুড়িয়া গিয়াছিল, সে সকল পূরণ করিবার জন্য অলিকসন্দর কর্ম্মচারীগণকে তাহাদের পত্রের অনুলিপি পাঠাইতে আদেশ করিয়া ইহার পূরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনাতে অলিকসন্দরের অবস্থা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। ক্রোধন অলিকসন্দরের, অভাবজনিত ক্রোধের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাই তিনি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার না করিয়া অনুজীবীর শিবিরে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবাসীর হস্তে তিনি বেশ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, ইহাদিগের উৎপীড়নে তিনি কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইয়াছিলেন, বিপাশার তটে তিনি যেরূপ অতি বৃহৎ

শয়ন-শয্যা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধ হয় সমুদ্র তটে পেয় জল প্রাপ্তির জন্য কূপ খনন প্রভৃতি মিথ্যাকথা লিপিবদ্ধ করাইয়া অসাধারণত্বকে লাভ করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর, বিতস্তার তটে, তাঁহার বিজয়ক্ষেত্রে যে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে পটলে আসিতে, এরিষ্টো-বুলস বলেন, দশমাস সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। যদি কোন বাধা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা হইলে এই পথ ১৫।২০ দিনের মধ্যে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করা যাইতে পারে। এই ১৫।২০ দিনের রাস্তা অতিক্রম করিতে, অলিকসন্দরের ন্যায় মহাবীরকে সুদীর্ঘ দশমাস অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই দশমাসের মধ্যে তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই দশমাসে ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভুজবলের দারুণপ্রভাব তাঁহারা ভালরূপেই অবগত হইয়াছিলেন। এই দশমাস ক্লেশ ভোগের পর, কোনরূপ সুফল প্রসূত হইয়াছিল কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু তাঁহাদিগের লুণ্ঠিত ধনের ভাণ্ডার, নিঃশেষ প্রায় হইয়াছিল, তাহা আমরা সুবিদিত আছি। অলিকসন্দর কার্ত্তিক মাসে বিতস্তা তট পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবণ মাসে পটলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিন্ধু প্রদেশের দুঃসহ উত্তাপ, ভারতবাসীর মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণশর অপেক্ষাও যে, তাঁহাদিগকে প্রপীড়িত করিয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই।

অলিকসন্দর পটল প্রদেশে প্রায় ২॥০ মাসকাল অবস্থান করিয়া আশ্বিনের শেষভাগে পুনরায় গমন করিতেআরম্ভ করিয়া-ছিলেন। বায়ু অনুকূল না থাকাতে নিয়ার্কস জলপথে যাত্রা

করিতে সমর্থ হন নাই। অলিকসন্দরের গমনের পর আমাদের ভারতবাসীরা নিয়ার্কস প্রমুখ ইয়ুরোপীয়গণকে ঘোরতর পরাক্রমে আক্রমণ করেন। ইতিপূর্ব্বে যাহারা কোনরূপে যুদ্ধস্থলে ভারত-বাসীর সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে ভারত-বাসীর কাছে বিতাড়িত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। নিয়ার্কসের এই পলায়ণ কথা, এরিয়ান, কুর্ত্তিস্ প্রভৃতি অলিকসন্দরের চরিত্র লেখকগণ কেহই কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া চাপা দিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টের সমকালের, সুবিখ্যাত লেখক ষ্টার্বো যদি এ কথা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা, বৈদেশিকগণকে আমাদের ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আমাদের স্বদেশবাসীরা যে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতাম না। নিয়ার্কস মনে করিয়াছিলেন, বায়ু একটু অনুকুল হইলে সমুদ্রযাত্রা করিবেন ; কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কিছুদিন আগেই যাত্রা করিতে হইয়াছিল। যাত্রার প্রথমভাগে তাঁহাকে জলঝড়ের জন্য বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বর্ত্তান করাচির কাছে তাঁহাকে ২৪ দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি অলিকসন্দরের বন্দর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

অলিকসন্দর দল বাঁধিয়া লুটপাট করিতে করিতে, গ্রীকদিগের আরবিয়স্ (Arbios) বর্ত্তমান পুরালীনদী অতিক্রম করিয়া বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ সকল প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীরা, আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রচণ্ডপরাক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বাধীন প্রকৃতির অরিইতাইরা (Arritai) অলিকসন্দরের আগমন সংবাদ অব-

গত হইয়া, তাঁহার বা সেনাদলের কোনরূপ সাহায্য প্রদান করেন নাই। এই অপরাধে সহস্র সহস্র অরিইতাই সম্মুখসমরে প্রাণ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান লাসবেলা, অরিইতাই রাজ্য। এস্থান দিয়া গমনকালে রামবাক(Rambakia) বারামবাগ (বর্ত্তমান খাইরো কোট, লিয়ারির উঃ পঃ অবস্থিত।) নামক স্থানে অবস্থান করেন। * এস্থান দেখিয়া অলিকসন্দর প্রীত হইয়া-ছিলেন। এখানে একটি উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার জন্য হিপাস্তিয়নকে আদেশ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে অলিক-সন্দর হিঙ্গল নদেরতটে অবস্থান করিয়াছিলেন; ইহারই নিকটে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ হিংলাজ তীর্থ। এ স্থানের দেবতা ইয়ুরোপীয় ইতিহাসের অতীতকাল হইতে সকলজাতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ছিলেন। বর্ত্তমানকালেও হিন্দু, মুসলমান, উভয়ের কাছেই ইনি সমানভাবে পূজিত হইয়া থাকেন।

* এই রামবাগ দেখিয়া ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়েন। অলিকসন্দরের পূর্ব্বে যখন বেলুচিস্থানে রামবাগ স্থাপিত হইয়াছে। তখন অযোধ্যার রাম যে বহু শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, সেই কথা ভাবিয়া তাঁহারা আকুলিত হন। বলা বাহুল্য যে পরশ্ব দিবস যাহারা মানুষ হইয়াছে, তাহারা বনিদি ঘরকে ছোট করিবারজন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অধ্যবসায়ের অবতার; অদ্ভুত বিক্রম অলিকসন্দর ভারত-বিজয় বিষয়ে স্বীয় আশা অনুরূপ ফললাভে অসমর্থ হইলেও, তাঁহার দুঃসহ তেজ, অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দুরাগ্রহ, দুদ্ধর্ষ শক্রকুল পরিবেষ্টিত হইয়া ও স্থিরভাবে কার্য্য করিবার অদ্ভুত শক্তি, চিরকাল বিস্ময়ের সহিত আলোচিত হইবে। অলিকসন্দরের, ভারতবর্ষে পদার্পণের সহিত ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় যে, প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কিন্তু তপস্যা ও স্বাধ্যায় নিরত নিরীহ প্রকৃতির ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা শক্র ও মিত্র উভয়কেই সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য মধ্যে ঈশ্বর উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করেন, যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দ-লাভ ও অলাভ, অর্থ ও অনর্থ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন; সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবার ইচ্ছা, যাঁহারা দূরে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাকেই একমাত্র উপজীবিকা করিয়া কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; সেই সকল নগ্ন প্রায় ব্রাহ্মণগণ, কি জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান হৃদয়ের শোণিতদান করিয়া জন্মভূমির পূজা করিয়াছিলেন? কি জন্য তাঁহারা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য দলে দলে এই পরম প্রিয়তম শরীরকেও যুদ্ধযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন? সে বিষয়ের কারণ অনু-সন্ধান না করিলে আমদের প্রস্তাব অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া যায়,

এজন্য আমরা সাধ্যানুসারে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে যত্নশীল হইব।

ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইলেও ভারতীয় প্রজাবর্গের নিয়ন্তা ও প্রভু, জগতের জ্ঞান রাজ্যের সম্মানিত আদি গুরু, সুতরাং ব্রাহ্মণ নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অভিনয়ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন, বৈদেশিক অধীনতা পাশ হইতে স্বদেশ বাসীকে রক্ষা না করিলে, বিদেশীর সংসর্গে দেশের অধঃপতন হইবে, সকল বিষয়েই সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইবে, সঙ্করই সর্ব্ব প্রথমে বিনাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তাই ব্রাহ্মণেরা নিজের প্রজা রক্ষা করিবার জন্য, অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাধীন জাতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইলেও, ধীরে ধীরে সে কঠোর দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যে "আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি," মানুষ সেই আনন্দ বিহীন হইলে, বিনাশকে প্রাপ্ত হইয়াথাকে, তাই আনন্দকে ব্রহ্মের ন্যায় যাঁহারা উপাসনা করেন, সেই জগদগুরু ব্রাহ্মণগণ, দেশ বাসীকে নিরানন্দ হইতে, মৃত্যু মুখ হইতে, রক্ষা করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রথমে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বদেশ বাসীকে রক্ষা করিবার জন্য, দ্রুতবেগে সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছিলেন, সিংহ, ব্যাঘ্র,প্রভৃতি অরণ্যচর জন্তুগণও, পিঞ্জর মধ্যে বন্দী হইলে, তাহাদিগের সে বন্য স্বাধীনতা অপহৃত হইলে, তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য পাইলেও,তাহাদিগের জনন শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, শৈশব মৃত্যু বৃদ্ধি পায়। তাই কারুণিক ব্রাহ্মণগণ, পুত্র কন্যা প্রতিপালন না করিলেও, আপনার যপযজ্ঞে এক হস্তের ব্যবহার করিলেও, স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য, এই স্বাধীনতা

সংরক্ষণ যত্নে, হস্ত দ্বায়ের ব্যবহার করিয়াছিলেন। "পরাধীন ব্যক্তি নিত্য অশুচি", (১) অপবিত্রের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না, তাই স্বার্থপর রাজন্যবর্গ অলিকসন্দরের শরণাপন্ন হইলেও, ব্রাহ্মণগণ দেশবাসীকে পবিত্রকরিবার জন্য শাণিত অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (বেদ) তাই তাঁহারা, যাহাতে স্বদেশবাসী কার্য্যকালে ক্লীবের ন্যায় অবস্থান না করে, সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অস্ত্র লইয়া স্বদেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি পবিত্র কার্য্য পরের ভূমিতে অনুষ্ঠিত হইলে, সে সমস্ত বিফল হইয়া যায়, (২) তাই তাঁহারা আপনাদের দেশ রক্ষা করিবার জন্য কৃপাণপাণি হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়াছিলেন। দেশবাসীকে আপদ হইতে ব্রাহ্মণই উর্দ্ধার করিয়া থাকেন (৩) যিনি ইহা হইতে বিমুখ তিনি কখন "ব্রাহ্মণ" এই পবিত্র নাম গ্রহণের যোগ্য নহেন

---

(১) যে দেশ পরাধীন, সে দেশের অধিবাসী নানাকারণে চিররোগী, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য্য বিবর্জ্জিত মূর্খ হইয়া থাকে। ভগবান অত্রি, এই সকল অপবিত্র লোকের নাম উল্লেখ কালে পরাধীন ব্যক্তিরও নাম ইহার মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ব্যক্তির কাছে, গোলাম সবই সমান—ইহাতে ছোট বড় ভেদ নাই।

ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥
ব্যসনাসক্ত চিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায় ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ॥ অত্রিসংহিতা॥

(২) ভগবান বিষ্ণুবলেন, "ন ম্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ"।
উশনস্ বলেন। "পরস্য ভূমি ভাগে তু পিতৃণাং নৈব নির্ব্বপেৎ"॥

(৩) ভগবান বশিষ্ঠ বলেন, ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরন্তি।

তাই নিজেদের নাম অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ দলে দলে অলিকসন্দরের গতিরোধ করিবার লন্য অস্ত্রপাণি হইয়া গমন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা দেশবাসী কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, দেশবাসী যাঁহাদিগকে সকল প্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগকে কোনরূপ রাজস্ব প্রদান করিতে হয় না, (৪) তাঁহারা দেশবাসীর বিপদে কোনরূপেই নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা প্রত্যুপকারের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রপাণি হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ, আপনার প্রজা, বা অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য, আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা দূরে পরিত্যাগ করিয়া, মাতা যেরূপ শিশুপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হন, সেইরূপ তাঁহারা গিরিগুহা, কানন, হইতে বহির্গত হইয়া ধাবিত হইয়াছিলেন।

(৪) এই সে দিন, মুসলমান রাজ্যের অন্তিম কালেও, একমাত্র বাঙ্গলার ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতিরূপে ৮০ লক্ষ বিঘা ভূমি নিষ্কর অধিকার করিয়াছিলেন। একজন মনস্বী ইংরেজ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "It is incredible that should have allowed eight million of beeghas of land to be permanently alienated from the State."

সাহেব যে ভাবেই বলুন না কেন, আমরাও বলি যাহারা এই প্রচুর ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেশের বা দশের কি উপকার করিয়া ছেন? যাহারা দেশবাসী কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াও, স্বদেশবাসীর হিতকর কার্য্য করিবার সময় আলস্য প্রকাশ বা বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে; তাঁহাদিগের এই সম্মান ভোগ কালে লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও, বাহুবলেও তাঁহারা কাহারো অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল উভয় বলে তাঁহারা অসাধারণ হইলেও, সমাজের হিতকল্পেই তাঁহাদের শক্তি ব্যয়িত হইত, সমাজ ধ্বংস করিবার জন্য তাহা প্রযুক্ত না হইয়া, আমাদের এই বর্ণাশ্রম সংযুক্ত ভারতীয় সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাদের অসীম শক্তি প্রযুক্ত হইত। বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর যেন একটী আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত আমাদের দেশে দুইটা কথা আসিয়াছে যে. শূদ্রেরা এদেশের আদিম নিবাসী, আর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভারতের বহির্ভাগ হইতে আগমন করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছেন। ইয়ুরোপীয়েরা এবিষয়ে যাহাই বলুন না কেন, সে সকল যুক্তির মূল্য খুবই কম। তাঁহারা বলেন, বেদে ইহা উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা বেদের মুখ দিয়া যাই বলুন না কেন, আমাদের বেদ পুরাণ কিন্তু, ইহার প্রতিকূলে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনাদিকাল হইতে আমরা এই আর্য্যভূমি, আর্য্যাবর্ত্তে উৎপন্ন হইতেছি, এবং পুরাকালে. এই স্থান হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া, আমাদের পূর্ব্বজগণ উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন। খৃষ্টের ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা অভিনব আবিষ্কৃত শিলালিপিতে অবগত হই।

শূদ্র সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে বিরাট পুরুষের অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছেন; সেই

বিরাট পুরুষেরই অঙ্গ হইতে শূদ্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একটা শরীর কল্পনা করিতে হইলে, তাহার মস্তকের যেরূপ প্রয়োজন, পদদ্বয়ের তাহা অপেক্ষা কম প্রয়োজন নহে। মস্তক না থাকিলে শরীর পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না; পা, না থাকিলে শরীরের সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। তাই সমাজ—শরীরের মস্তক ও চরণ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। একটি না থাকিলে, আর একটী কখনই থাকিতে পারে না। আমাদের সমাজ, পৃথিবীর সকল সমাজের আদর্শ স্থানীয়, পৃথিবীর সকল সমাজ অপেক্ষা শক্তিশালী, এবং সকল সমাজ অপেক্ষা প্রাচীন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দুই দিনের নূতন নূতন সমাজ মধ্যে, কত বিপ্লব কত মারামারি, কত কাটাকাটি অনুষ্ঠিত হইয়া দুই দিনের মধ্যেই কত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। কিন্তু আমাদের সমাজ, অনন্তকাল হইতে পরস্পর কেমন সুন্দররূপে মিলিত হইয়া, এই সমাজ শরীরকে রক্ষা করিতেছে; তাহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অধ্যয়ন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এখানে ধনবান, দরিদ্রে মারামারি কাটাকাটি নাই, বিদ্বান মুর্খে, বিদ্বেষ নাই, সকলেই নিজের নিজের অবস্থায় প্রসন্নচিত্ত হইয়া সমাজ সেবায় যত্নশীল। গ্রীকরা, এদেশে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের দেশে দাসদের যেরূপ ঘোরতর দুরবস্থা, এদেশে তদ্রূপ কিছুই নাই, ইহা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। "একটি গৃহস্থের বাটীতে সকলেই কর্ত্তা হইলে যেরূপ চলে না, কাহাকে কাট কাটিতে হয়, কাহাকে উপার্জ্জন করিতে হয়; কাহাকে বিদ্যানুশীলন করিতে হয়; সেইরূপ সেকালে আমাদের সমাজের

ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রতার সহিত আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আমাদের এই অনাদিকালের সামাজিক ইতিহাসে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে, বা জাতিতে জাতিতে, মারামারি, কাটাকাটি, হইতে কখন দেখি নাই। দুই একবার কোন এক ব্রাহ্মণের সহিত, কোন একরাজা বা রাজবংশের সহিত বিরোধ হইয়াছিল। তাহা জাতিতে জাতিতে বিরোধ নহে, সে বিরোধ ব্যক্তিগত ভাবে। পশ্চিমে একটা কথা আছে যে, "বিভক্ত করিয়া শাসন কর, এই নীতি অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা বলেন, "স্বার্থপর ব্রাহ্মণগুলা শূদ্রেদের প্রতি বড়ই অসদ্ব্যবহার করিতেন,—সমাজে তাহাদের স্থান অনেক নিম্নে, ইত্যাদি ইত্যাদি দোষারোপ করিয়া আমাদের দেশের অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখক, তাঁহাদের গুরুদের কথার ভিতর প্রবেশ না করিয়া, অমনি তাহারাও ধুয়া তোলেন যে, ব্রাহ্মণগণের মতন দুষ্টজাতি জগতে আর নাই, হিন্দুর যাহা কিছু সর্ব্বনাশ এই ব্রাহ্মণদের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এই সকল প্রলাপ উক্তির সম্বন্ধে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপযুক্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, কেহই কখন অপলাপ করিতে সমর্থ হয় না। আর অনুপযুক্ত সহস্র চেষ্টাতেও গুরুস্থানে সমাসীন হইতে পারে না, তাহার পদচ্যুতি হইবেই হইবে। যে দেশে ব্যাধের নিকট ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করিতেন, যে দেশে নিষাদরাজের মিত্রতা সাদরে গৃহীত হইত, সে দেশে জাতি বিদ্বেষের কথা উঠা কোনরূপে উচিত নহে। জাতিভেদ সকল দেশেই আছে, ইহার সহিত বিদ্বেষও আছে।, ভারতে জাতিভেদ থাকিয়াও বিদ্বেষ নাই, ইহাই ইহার

বিশেষত্ব। আমাদের পরাধীনতার সহিত, আমাদের উদারবৃত্তি সকল সঙ্কুচিত হইয়াছে, আমাদের মনুষ্যত্ব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা উদার না হইলে, আমরা মানুষ না হইলে, আমাদের সমাজ সুরক্ষিত হইবে না। আমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যাহারা প্রস্তুত ; অথচ যাহাদিগের সমাজ মধ্যে, স্ত্রী পুরুষ, ধনী নির্ধন পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত, আমরা আত্ম রক্ষার জন্য তাহাদিগের নিকট গমন করিতেছি, তাহাদিগের অনুকরণ করিতেছি, তাহাদিগকে আদর্শ করিতেছি। ঘোরতর উন্মাদ ও এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হয় কি না, সে বিষয় সন্দেহ হইয়া থাকে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে আমাদের নিজের প্রাচীন আদর্শকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে রক্ষিত হইবে।

অলিকসন্দরকে বাধা দিবারজন্য, শূদ্র রাজগণ,যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—অকাতরে শরীর বিসর্জ্জন দিতেও তাঁহারা পশ্চাদপদ হন নাই। ইহা আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা। ইহাঁরা কি সে কালে দাস বলিয়া ঘৃণিত হইতেন ? বর্ত্তমান কালে বরোদার অধিশ্বর শ্রীমান্ সয়াজীরাও, যেরূপ প্রশংসিত হইয়া থাকেন, সেকালেও শূদ্র রাজেরাও, সেইরূপ উপযুক্ত হইলে প্রশংসাভাজন হইতেন।

যিনি মর্য্যাদা দানে অকুণ্ঠ, তিনিই মর্য্যাদালাভের অধিকারী। পরাধীন প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা, বা ভদ্রভাবে নিন্দা করিতে সমর্থ হয় না, তাহাতেও যেন তাহার অধীনতার কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের, বনে গমন করিবার পূর্ব্বেই, নিষাদাধিপতি তাঁহার “আত্মসম”

সখিত্বকে লাভ করিয়াছিলেন। বনে গমনকালে গুহক নানাবিধ অন্ন.ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য দ্রব্য ও অর্ঘাদি দিয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন। ইত্যাদি কথা বর্দ্ধমান কালে কবি কল্পনাপ্রসূত বলিয়া কি বিবেচিত হইবে? বর্ত্তমান কালে, কোন শক্তিশালী নৃপতির রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে, কোন দুর্ব্বল বা বিভিন্ন প্রকৃতির নরপতির রাজ্য করা, যেরূপ সর্ব্বদাই বিপদপূর্ণ; সে কালে সেরূপ ছিল না বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রবল পরাক্রান্ত অযোধ্যাপতির রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে, একজন নিষাদপতিকে অবস্থান করিতে দেওয়া সামান্ত উদার রাজনীতির ফল নহে।

জাতি যখন স্বাধীন থাকে, তখন আবশ্যক অনুসারে সমাজ শরীরের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ হইয়া থাকে। বল্লালসেনের সময় আমরা দেখিতে পাই; নাবিক কৈবর্ত্তের জল, রাজ আজ্ঞায় চল হইয়াছিল। আবার তাঁহারই আজ্ঞায়, উচ্চবর্ণজ সুবর্ণ বণিকগণের জল অচল হইয়াছিল! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় কাহারও জল অচল হইয়াছিল কি না, তাহা আমাদের স্মরণ হয় না, কিন্তু গোয়ালাদিগের জল প্রচলন হয়, সে কথা আমরা অবগত আছি। সমাজ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এ সকল বিষয়ে, আমরা যদি প্রাচীনকালের উদারতা অনুসরণ না করি, তাহা হইলে সমাজ দুর্ব্বল হইবে, নষ্ট হইয়া যাইবে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তকগণ, শূদ্রের সহিত কোথায় যাইবে না, শূদ্রকে বিশ্বাস করিবে না, শূদ্রকে উপদেশ দিবে না, ইত্যাদি যে কতকগুলি বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহা কখন

যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অথচ সাংসারিক বিষয়ে তাহার, সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে আমাদের দেশের সমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রায়ই শূদ্রগণ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত; সুতরাং শূদ্র ও বণিকগণ যে বিশেষরূপে অর্থশালী হইত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শূদ্রগণ কত প্রকার কারুকার্য্য করিয়া সমাজের সেবা করিতেন, তাহা রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। রাম বনে গমন করিলে, অযোধ্যার মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, তন্তুবায়, অস্ত্র নির্ম্মাণ কারক, মায়ুরকে (ময়ুর পুচ্ছের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতকারক) ক্রাকচিক (করাতী) মুক্তাদি বেধক, দন্তকার, রোচক? সুধাকর, (চূণ ব্যবসায়ী) গন্ধোপজীবী, (সুগন্ধদ্রব্য যাহারা প্রস্তুত করে) সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপক (যাহারা ধুপ করে) শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায় (দর্জ্জী) গ্রাম ঘোষ * প্রভৃতি নাগরিকগণ, ভরতের অনুগমন করিয়াছিল। ভরতের যাইবার পূর্ব্বে, ভূমি প্রদেশজ্ঞ, সূত্রকর্ম্ম বিশারদ, খনক, যন্ত্রক, স্থপতি, যন্ত্রকোবিৎ, মার্গিণ, বৃক্ষতক্ষক † প্রভৃতি গমন করিয়া, শিবির

* মণিকারশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ
সূত্র কর্ম্ম-বিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ।
মায়ূরকা ক্রাকচিকা বেধকা রোচকা স্তথা।
দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপ জীবিনঃ॥
সুবর্ণকারা প্রখ্যাতা স্তথা কম্বল কারকাঃ।
স্নাপকোষ্ণদকা বৈদ্যা ধূপিকা শৌণ্ডিকা স্তথা।
রজকা স্তুন্নবায়শ্চ গ্রাম ঘোষমহত্তরা॥ রামায়ণ, অযো, ৮৩ অ।

† অথ ভূমি প্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্ম বিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকা স্তথা॥
কর্ম্মান্তিকা স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।

সকল সংস্থাপন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়াছিল। এই সকল শিল্পী ও ব্যবসায়ী যে সমাজে অবস্থান করে, তাহাদিগের সভ্যতা সম্বন্ধে বেশী বলা বাহুল্য। বর্ত্তমানকালে আমরা এরূপ অধঃপতিত হইয়াছি যে, আমাদের স্বদেশী ভাষায় এই সকল ব্যবসায়ীর নাম কথিত হওয়াতে অনেকের মনে সেরূপ সম্মান বুদ্ধি উপস্থিত হয় না। যখন ইঞ্জিনিয়ার, মেক্যানিক ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, জুয়েলার, গোণ্ডস্মিথ, পার্ফি উমামার, ট্যানার, প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখনই যেন মনে একটা কেমন কেমন ভাবআসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের নমঃশূদ্রও কৈবর্ত্তরা, চিরকালই সুপ্রসিদ্ধ নাবিক। খৃষ্টের জন্ম গ্রহণের বহুপূর্ব্ব হইতে, নৌ-চালন বিষয়ে ইহারা যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছে। ঋক্ বেদের "নাব সমুদ্রীয়" এবং মনুস্মৃতি, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া,অতি প্রাচীনকালে আমাদের সমুদ্রগমনেরও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা কহিয়া, পাঠকগণকে ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, নিয়ার্কস, বাত্যা প্রপীড়িত হইয়া বর্ত্তমান করাচির কাছে সুবিস্তৃত পোতাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রশস্ততা দেখিয়া তিনি তাহাকে "অলিকসন্দরের পোতাশ্রয়" নাম প্রদান করেন। ইহাতেও আমরা আমাদের পূর্ব্বকালের নৌ-শক্তির কথা অবগত হইয়া থাকি। অলিকসন্দরের মৃত্যুর অল্পকাল পরে

তথা বার্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ ॥
সুশকারা সুধাকারা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরুষশ্চ প্রতস্থিরে ॥ অযো, ৮২ অঃ।

আমাদের ভারতীয় নাবিকগণ, একবার ঝড়ের বেগে জর্ম্মাণীর উপকূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় সাংযাত্রিকগণ, সে দেশের রাজাকে আমাদের ভারতীয় অপূর্ব্ব পণ্যদ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন। যে গ্রন্থে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টের প্রায় সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ রোমক গ্রন্থকার প্লীনি, এ কথা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয় অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। এখন কথা হইতেছে যে, যে সময়, বর্ত্তমানকালের নৌ-শক্তিশালী ইয়ুরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, বাস্তবিকই উলঙ্গভাবে বনমধ্যে বিচরণ করিত, কোনরূপে ডোঙ্গা, ভেলা, প্রস্তুত করিয়া নদীর পারে গমনাগমন করিত, তাহাদিগের, ঐতিহাসিক যুগের অতীতকালে, ভারতবাসীরা নানা প্রকার বিপদ সঙ্কুল জলধিজল অতিক্রম করিয়া ইয়ুরোপের উত্তর সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন, এক কথা কি বর্ত্তমান ভারতবাসী বিশ্বাস করিবেন? দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তিকে দিকের কথা যথার্থ কহিয়া দিলেও, তাহার যেরূপ সন্দেহ দূর হয় না; সেইরূপ উপরের কথায় যে, আমাদের মূঢ়তা বিদূরিত হইবে বলিয়া বোধ হয়না। অধ্যবসায়ের অবতার সেইসকল ভারতবাসী, কেমন করিয়া জর্ম্মণীর উপকূলে জাহাজ লইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদের কাছে অদ্ভুত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে। খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ কষ্ট কল্পনা করিতে পারেন যে, চির তুষারাবৃত উত্তর মেরুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন! খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে আমাদের ভারতবাসীরা, প্রশান্ত মহাসাগরের তটবর্ত্তী ভূভাগে গমন করিয়া

হিন্দু উপনিবেশ সংস্থাপন, এবং হিন্দু সভ্যতা বিস্তার করিয়া অধ্যবসায়, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, এবং নৌ-চালন বিষয়ক পাণ্ডিত্য, যথেষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কলম্বস, ইয়ুরোপীয়-দিগের নিকট, আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ধন্য ধন্য হইয়াছেন। ভারতবাসীরা কিন্তু, তাঁহার বহুশত শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও, তথায় ভারত-বাসীর গমনের বহু নিদর্শন, ভগ্নস্তূপ প্রভৃতি হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। রামায়ণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, "উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণদিকস্থ দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকগণ কোটি কোটি রত্ন উপহার প্রদান করুক। * যাহারা নানাদেশে গমন করিতেন, সে দেশবাসী বণিকগণ নানাপ্রকার রত্ন আনয়ন করিয়া দেশকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে সুবর্ণ বণিক, গন্ধবণিক, প্রভৃতি বঙ্গীয় বণিকগণ! তোমরা কি এখন সুদ গুনিয়া, অথবা গোলামী করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। তোমরা এক সময় পৃথিবীর নানাস্থান হইতে, নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া স্বদেশকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়াছিলে। তোমরা এক সময় পৃথিবীর নানাস্থানে ভারতীয় সভ্যতার পতাকা উড্ডীন করিয়া, দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া-ছিলে। তোমরা এক সময় অন্যান্য সাধারণ অধ্যবসায় দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলে। একবার মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হও। একবার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থাকে ভুলনা কর! একবার আত্মশক্তি অনুসারে

---

* উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলা।
কোট্যাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপ হরন্তুতে॥ অযোধ্যা, ৮২ অধ্যায়।

পৌরুষ প্রকাশ কর, দেখিবে অনতিকাল মধ্যেই তোমরা দেশে বাণিজ্য বিষয়ক যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষত্রিয়েরাই আমাদের ভারতে রাজার জাতি; এইজন্য ইহারা রাজন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সে কাল চোর ডাকাতের কোনরূপ ভয়ের কারণ না থাকিলেও, গ্রামবাসী ক্ষত্রিয়গণ, সর্ব্বদাই গোব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সকলকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। প্রজার ধন-ধান্য অপহৃত হইলে, চোর ধরিতে না পারিলে রাজাকে নিজের ধনাগার হইতে ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। ইহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ কোন রূপ লক্ষিত হইত না। এরূপ ভাবে রাজ্য পরিপালন ভারতেই সম্ভবে। গ্রীক মেগাস্থিনিস বলেন, আমাদের দেশ প্রচুর পরিমাণে ধন ধান্যে, ও ফল মূলে পরিপূর্ণ ছিল; সুতরাং দুর্ভিক্ষ কখনও আমাদের দেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইত না।

সে কালের রাজারা পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় যুদ্ধ করিতেন। তাই যুদ্ধকালে ক্ষেত্র সকল কর্ষিত হইত। শষ্য সকল বিধ্বস্ত হইত না। প্রজা যদি দুর্ভিক্ষে অথবা মহামারীতে পীড়িত হইত, তাহা হইলে সে রাজার নিন্দার সীমা থাকিত না। তিনি কুনৃপতি নামে অভিহিত হইতেন। সমদর্শী বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গ্রীক দূত বলেন, এদেশের লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ, বা বিশ্বাস ঘাতকতাদি সম্বন্ধে কোন মকর্দ্দমা করেনা। সুতরাং ব্রাহ্মণ বিচারপতিগণকে বিচারাসনে উপবেশন করিতে হইত না। ভারতবাসীর গৃহে, সম্পত্তি প্রভৃতি অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কোন দ্রব্য অপহৃত হয় না

বিদেশী, রাজ্য মধ্যে উপস্থিত হইলে, যাহাতে তাহার কোন রূপ অসুবিধা না হয়, সে জন্য কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইত। রাজ্যের দূরতর প্রদেশে, অভ্যন্তর ভাগে কোথায় কি হইল, সেই সমস্ত সংবাদ, রাজ্যেশ্বর যথাযথ রূপে অবগত হইতেন। সংবাদ সংগ্রহ করা ভারতীয় রাজন্যবর্গের অতিপ্রাচীনতম পদ্ধতি। রামায়ণে ও অন্যান্য সংহিতাতে একথা আমরা অবগত হইয়া থাকি। অশোকের সময় যে কর্ম্মচারী সংবাদ সংগ্রহ করিত, তিনি "প্রতি-বেদক" নামে পরিচিত হইতেন। এরিয়ান ও এরূপ কর্ম্মচারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পান্থশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করা, অতিপ্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর অন্য প্রদেশ যখন ঘোরতর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্নছিল, তখন আমাদের দেশে এইরূপ সাধারণের হিতজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। প্রজাদিগের জলকষ্ট দূর, এবং শষ্য জননের সুবিধার জন্য, খালাদি খনন কার্য্য অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশের রাজারা অতি যত্নের সহিত সম্পন্ন করিতেন। অশোকের অনুশাসন, এবং রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থে এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অলিক সন্দর ও তাঁহার সহচর বিজ্ঞ গ্রীকগণ, আমাদের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদের দেশে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় প্রকার শাসন প্রণালী দেখিয়াছিলেন। আমাদের দেশের রাজারা যেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতেন, তাহাতে তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। তাঁহারা জাগতিক সুখ দুঃখে মুগ্ধ না হইয়া, ন্যায়ানুসারে প্রজা-

পালন না করিলে পতিত হইতে হইবে, ভাবিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেন। যে দেশের নরপতিরা বার্দ্ধক্যে রাজঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিতেন; সে দেশের রাজার, অল্পদিনের জন্য যথেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভবপর নহে। বেণাদির ন্যায় যে সকল মহীপতি, প্রজাপীড়ন করিয়া সকলের বিরাগ ভাজন হইতেন, বলাবাহল্য তাঁহাদিগের পরিণাম ও অত্যন্ত শোচনীয় হইত! যে দেশের জন সাধারণ যে হস্তে রাজাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেদেশে অত্যাচারী নরপতিকে দণ্ডপ্রদান করিবারজন্য, তাহারাই আবার সেই হস্তে, অস্ত্রগ্রহণ করিয়া ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিত।

গ্রীকেরা আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্রের রাজ্য দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের অনেকের কাছে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পঞ্চায়িৎ প্রথার জন্মভূমিই আমাদের দেশ। দেশে রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, উভয়-স্থলেই, সংসারে যাঁহাদিগের কোনরূপ বাধ্য বাধকতা নাই; এরূপ অনাসক্ত চিত্ত ব্রাহ্মণ সভা কর্ত্তৃক রাজকার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং সে দেশে অত্যাচার বা অবিচার হওয়া সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান কালে আমরা বিদেশী, নির্ব্বাচন প্রথার নামে আত্মহারা হইয়া পড়ি। জন সাধারণ কর্ত্তৃক যাহারা নির্ব্বাচিত হয়, তাহাদের সহিত জন সাধারণের কিরূপ সম্বন্ধ, এই সকল সভ্যের সহিত, ইহাদের নির্ব্বাচিত মন্ত্রি সভার সহিত বা কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা একটু ভাল করিয়া দেখিলে, ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়া থাকে। জন সাধারণ কর্ত্তৃক যাহারা নির্ব্বাচিত হয়, তাঁহাদের বিশেষ কোন গুণের আবশ্যক হয় না।

যে ব্যক্তি বেশী করিয়া ভ্রমরের মত ভ্যান্ ভ্যান্ করিতে পারে,—বেশী করিয়া আকাশের চাঁদের মতন অনেক দ্রব্য দিতে পারিবে বলিয়া জন সাধারণকে প্রতারণা করিতে পারে, যে ব্যক্তির দলের লোক, যাচ্ছেতাই, যাহার মাতা নাই মুণ্ড নাই, এরূপ প্রলাপ বক্তৃতা করিয়া জন সাধারণ রূপ ভ্যাড়ার দলের মনের ভিতর স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি "মান্যবর" বিশেষণে সম্মানিত হইতে পারেন। তার পর ইহাঁরা যাহাকে তাঁহাদের নেতা নির্ব্বাচন করেন; সেই সেই দলপতির ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত দেশ পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানেও সেই এক জনের উপর সমস্ত শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে। তিনি যদি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান; তাহা হইলে তিনি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, কোন জাতির সহিত যুদ্ধ বাঁধাইয়া সমস্ত দেশ শোণিতসিক্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না, দেশের স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ প্রকাশ করেন না। এরূপ পদ্ধতির লীলাভূমি, ইয়ুরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এবিষয়ে যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রজতন্ত্র, এরূপ নির্ব্বাচন ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলেও, দেশের লোকের যাঁহার উপর আস্থা আছে, আর দেশের উপর যাঁহার আস্থা আছে; অথচ যিনি সাংসারিক স্বার্থে বিজড়িত নহেন—যিনি এক হস্তে চন্দন চর্চ্চিত, বা অপর হস্তে অগ্নি দগ্ধ হইলেও, উভয়েই যিনি নির্ব্বিকার চিত্ত, সেইরূপ পুরুষ প্রবরের উপর রাজশক্তি আরোপিত হইত, তিনি প্রজার স্বার্থ সম্যকপ্রকারে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে, রাজ্য শাসন করি-

বার জন্য একটি জাতি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আবার যাহাতে তাহারা বিপথগামী না হন, এজন্য আমাদের সে কালের লোকেরা বলিতেন যে, ক্ষত্রতেজের সহিত ব্রহ্মতেজ মিলিত হইলে, সেই সম্মিলিত শক্তি দেশের অভ্যুদয়ের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। এরূপ রাজশক্তির, অথবা রাজ্যের বিপত্তিতে দেশের লোক সে কালে উপবাস করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন * ।

আমাদের দেশ, চিরকালই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। অর্থের সমতা সংরক্ষণ জন্য, দেশের ভিতর একটা আনন্দের উৎস স্থায়ী রূপে প্রবহমান রাখিবার জন্য, সে কালে বড় বড় যাগ যজ্ঞ সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত। বড় বড় রাজারা, সে কালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নিঃস্ব হইতেন। একজনের অগাধ ধন, সাধারণের কল্যাণ কল্পে সমস্ত দেশের মধ্যে বিতরিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে, এরূপ ব্যাপার এক ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর স্থানে কখন লিখিত হয় নাই। অলিকসন্দরের প্রায় সহস্র বৎসরের পর, আমাদের কান্য-কুব্জের অধিশ্বর মহাবাহু হর্ষ বর্দ্ধন (শ্রীহর্ষ) যাহা করিয়াছেন, তাহাও পৃথিবীর অপর দেশের ইতিহাসে অদ্ভুত ব্যাপার। প্রতি পঞ্চমবর্ষে প্রয়াগক্ষেত্রে, ৭৫ দিনে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণ, শ্রমণ এবং দরিদ্র প্রজাগণ মধ্যে বিতরিত হইত। শেষের দিনে মহারাজ আপনার বহুমূল্যের পরিচ্ছদ ও আভরণ দান করিয়া অপরের নিকট হইতে সামান্য বস্ত্রগ্রহণ করিয়া বলিতেন, "আজ

* রাজ্যব্যসনে নাশ্নীয়াৎ। ৬৮ অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।

আমি সম্পত্তি রক্ষার চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইলাম।" সেই ভাঁরতীয়দানবীরের কথা স্মরণে শরীর পুলকিত হয়। বৈদেশিক পর্য্যটক যদিইহার উল্লেখ না করিতেন, তাহাহইলে ইহাও অন্যান্য শত শত অলিখিত ঘটনারসহিত বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইত। আজকাল পুত্র পৌত্রাদি, কি খাইবে এই ভাবনায় আকুলিত হইয়া, ধনবানেরা যেরূপ অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, সে কালের ধনবানেরা যে এরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন না; তাহা আমরা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ প্রভৃতিতে অনুমান করিতে পারি। ঈশ্বরের রাজ্যে, কোন পশু, পক্ষী, পুত্র পৌত্রাদির জন্য কখন কোনরূপ সঞ্চয় করেনা, তাহারা সন্তানগণকে কার্য্যক্ষম করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য তাহাদের সে সকল সন্তান, দৃঢ়, বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। আমাদের সে কালের ধনবানেরা স্বভাবের অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া দেশের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন, দেশকে পরিপুষ্ট করিতেন, আর সন্তান সন্ততিগণকে রুগ্ন, ভীরু এবং অলসের পরিবর্ত্তে কার্য্য পটু শ্রমশীল, সাহসী, এবং নীরোগ ও দীর্ঘজীবী করিতেন। আমাদের দেশের লোক কার্য্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর অন্যত্র কেহ ইহা কল্পনা করিতে ও সমর্থ নহে।

ভারতীয় প্রজা সৃষ্টি, অন্যদেশের মর্কট ভাবাপন্ন মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেই সকল অচিন্ত্য পূর্ব্ব সৃষ্টি, আপনা অপনি স্বভাবের সহিত উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমরা যখন, আমাদের উৎপত্তি প্রকরণ দেখি, তখন আমরা সেইঅতীত যুগের গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের প্রজাগণের কল্যাণ জন্য অনন্য

সাধারণ তপস্যা, কঠোরতা, অধ্যবসায় দেখিয়া, বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি *। যে সমাজ সংযম মিতাচার ও দীর্ঘকালের সুচিন্তার পরিণাম; সে সমাজ, পৃথিবীর অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল সমাজ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী, নানাপ্রকার বিপ্লব তরঙ্গের আঘাত সহনে সুপটু হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের সম্মুখে, মিশ্র, এসিরিয়ান, চ্যালডিয়ান, প্রভৃতি কত সমাজের উত্থান ও পতন হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছি। কিন্তু আর আমরা কত দূর সমর্থ হইব, সেই ভয়ঙ্করী চিন্তা আসিয়া আমাদিগকে ঘোরতর আকুলিত করিয়া তোলে। আমাদের সমাজ যেরূপ ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, যেরূপ ভাবে অসংযত, যেরূপ ভাবে স্বার্থপর হইতেছে, তাহাতে ইহা কি-প্রকারে প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, সে বিষয় ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

সেকালের হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইতেন কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এই সকল প্রাচীন কথা। আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আহারের উপর আপতিত হয়। একটা কথা আছে, যে যেরূপ ভোজন করে, সে সেইরূপ চিন্তা করে, আর যে যেরূপ চিন্তা করে, সে সেইরূপ কথা কহিয়া থাকে। কথাটি সারগর্ভ, ভোজনের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া থাকে। পেট খারাপ হইলে, সমস্ত

* কাশ্যপোহথ বাশিষ্ঠঃ প্রাণশ্চ প্রাণপুত্রকঃ।

*　　*　　*　　*　　*

অচরৎ স তপস্তীব্রং পুত্রার্থে বহুবার্ষিকম্॥

পুত্রং লেভেহয়ং ধর্ম্মিষ্ঠং যশসা ব্রহ্মণা সমম্॥ ব্যাসদেব॥

শরীর খারাপ হইয়া থাকে ; পান ভোজনে অমিতাচারী হইলে, কি গৃহের কি বাহিরের সকল কার্য্যেই বিশৃঙ্খল হইয়া সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রাচীন ও বর্ত্তমানকালে যেসকল সমাজ, যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ও করিয়াছেন ; তাঁহাদিগের প্রতি চাহিলে আমরা দেখিতে পাই ; যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ভোজন বিষয়ে সংযত ছিলেন, ততদিন তাঁহারা নানাদেশ জয় করিয়া অদ্ভুত পরাক্রম দেখাইতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তারপর যখন, তাঁহারা নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া রুগ্নপ্রায় হইলেন, ইহার সহিত তাঁহাদের বিলাসের পরিণাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর, চিররুগ্ন বিলাসীর যে দশা উপস্থিত হয়, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমূলে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমাদের বাড়ীর পার্শ্বের, একবার প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের কথা স্মরণ করুন। সম্রাট কাইরসের সময় তাঁহারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যথেষ্ট মিতাচারী ছিলেন বলিয়া, সেই উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ বিষয় আমরা নিজের কথা কিছু না বলিয়া একজন বিজ্ঞ গ্রন্থকারের মর্ম্ম কথা অনুবাদ করিলাম। (Rollin's Amcient History)

"কাইরস, অতি সামান্য অবস্থা হইতে, পারস্যকে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সেরূপ, পৃথিবী আর দেখে নাই। তিনি অনেক অধিক যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন ; বহুসংখ্যক যুদ্ধে অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন ; তিনি ক্লেশ সহিষ্ণুতা, যুদ্ধে প্রচণ্ডতা এবং শারীরিক দৃঢ়তা যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ আর (

পর্য্যন্ত কোন সেনানী দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। তিনি অতি বাল্যকাল হইতে লঘুপাক, খুব সাদা-সিদে শাক-সবজি খাইয়া, ও কেবল জলমাত্র পান করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করিতেন। তাঁহার সহিত যে সকল পারসিক সৈন্য অবস্থান করিত, তাহারাও এই-রূপ লঘুপাক শাক-সবজি ভোজন করিয়া যুদ্ধস্থলে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল।

পারসীকদের সেই সুদিনে, গ্রীক হিরোডোটস বলেন, তাহারা বিস বৎসর পর্য্যন্ত অন্য সকল শিক্ষা অপেক্ষা, অশ্বে আরোহণ— অস্ত্রধারণ এবং সত্যভাষণ, এই তিনটি বিষয়ে, যাহাতে বালক পটুতা লাভ করে, সে বিষয় পারসীকেরা বিশেষরূপে দৃষ্টি প্রদান করিতেন। সেই উন্নতিরকালে পারসীকেরা দিবাতে একবারমাত্র ভোজন করিয়া, রাত্রিতে কিছু জলযোগ করিয়া শরীর ধারণ করিতেন। তারপর যখন পারসীকেরা বিলাসী হইল, তাহাদের গুরুপাক তোজনের মাত্রা যখন বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহারা ধীরে ধীরে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গ্রীস যখন বাহুবলে প্রাধান্য লাভ করেন, সে সময় তাঁহারা দুইবার মাত্র ভোজন করিতেন, দ্বিপ্রহরে একবার, রাত্রিকালে একবার। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শাক সবজিই বেশী থাকিত, ইহাতে তৈল ব্যবহার করিতেন। মাছ মাংস বেশী ব্যবহার করিতেন না।

সুপ্রসিদ্ধ রোমকগণ, তাহাদিগের অভ্যুদয়েরকালে নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তারপর তাঁহাদিগের ধনবৃদ্ধির সহিত, তাঁহা-দিগের আমিষ ভোজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোমক পণ্ডিত সেনাকা বলেন, ভোজনোৎসব তাঁহারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে

সুশিক্ষিত না হইলেও, শত্রুজয়ে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত এবং প্রজা-পালনে সুনিপুণ ছিলেন। ঐশ্বর্য্য যেরূপ সদ্‌গুণের বিরোধী এরূপ আর কিছুই নহে। রোমের জগৎজয়ের পর, অর্থই রোমকে পরাজয় করিয়াছিল। ইহার যে দ্বার দিয়া নির্ধনতা বাহিরে গমন করিয়াছিলেন, সেই দ্বার দিয়া বিজাতীয় বিদেশী পাপ সকল নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর সেই অদ্ভুত পরাক্রম পরিমিতাচারী রোমকদিগের বংশধরগণ ভোজন বিষয়ে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইল, এরূপ কদাচারী হইল, তখন তাহাদিগের বিলোপ সাধন প্রকৃতির বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল।

বেশা উদাহরণ দিয়া আমরা আর বিষয় বাড়াইতে ইচ্ছা করি না, অল্পদিনের কথা স্মরণ করুন, মুসলমানেরা সামান্য সময়ের মধ্যে কি অপূর্ব্ব প্রভাব দেখাইয়াছিলেন। তাহাও জাগতিক ইতিহাসে স্মরণীয় বিষয়। যে সময় মুসলমানগণ জগদ্‌জয়ে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে তাঁহারা খুব পরিমিতাচারী ছিলেন। সে সময় মুসলমান সৈন্যগণের উদকই প্রধান পেয়,দুগ্ধ ফল মূল এবং অন্নই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য পরিকল্পিত হইয়াছিল। মহাপ্রাণ ওমর, যবের রুটি আর জল খাইয়া শরীর পোষণ করিয়াছিলেন। তারপর, মুসলমানদের বিলাসীতা যেন পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদের রাজবাটির দৈনিক ব্যয় আড়াই লক্ষ টাকার বেশী, তাঁহাদের রন্ধনের ইন্ধনের জন্য, দালচিনি, চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, ইহার ফলও অল্প সময়ের মধ্যে ফলিয়া ছিল। মানুষ যেমন অতিভোজন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। সেইরূপ সমাজও অমিত ভোজন করিয়া, ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছে,তাহা

আমরা দেখিতে পাই। ভোজন বিশৃঙ্খলাতে নানাপ্রকার নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি হইতেছে, এ কথা বেশী করিয়া বলা বাহুল্য ; যেহেতু আমরা চক্ষের উপর তাহা দেখিতে পাইতেছি। এই জন্যই সমাজ রক্ষকেরা, আমাদের সমাজ রক্ষা করিবার জন্য, অখাদ্য ভোজীকে নিগৃহীত করিতেন, তেমন তেমন হইলে, তাহাকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেন। এরূপ রোগের ইহাই বিজ্ঞান অনুমোদিত চিকিৎসা। আজকাল অতিভোজী ইয়ুরোপীয়দের যাঁহারা অনুকরণ করেন, তাঁহাদের কাছে এই সকল চিকিৎসকেরা ;'অজ্ঞ, স্বার্থপর, প্রভৃতি বিশেষণে বিভুষিত হইয়া থাকেন।

সেকালের গ্রীকেরা আমাদের পূর্ব্বজগণকে পরিমিত ভোজী দেখিয়াছিলেন। সেকালে তণ্ডুলের ব্যবহার বেশী ছিল, মদ্য, মাংস ও মৎসের একেবারে প্রচার ছিল না এরূপ নহে। বর্ত্তমান কালের ন্যায় অধিকাংশ ভারতবাসী ইহা ব্যবহার করিতেন না, যাহারা ইহা ব্যবহার করিতেন না, তাঁহারা প্রশংসিত হইতেন। আমাদের বালকগণ যাহাতে বাল্যকাল হইতে খাদ্যাখাদ্য বুঝিয়া পথ্য, সুপাচ্য, দ্রব্য খাইতে শিক্ষিত হয়, সে বিষয় আমাদের জাতীয় শিক্ষাপরিষদেয় দৃষ্টি পড়া উচিত।

সেকালে সকলেই আপন আপন বর্ণ অনুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। যাহাতে না বংশ মধ্যে ব্রহ্মবন্ধু জন্মগ্রহণ করে, সে জন্য ব্রাহ্মণেরা ভগবানের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় সেকালে আমাদের দেশে কিরূপ লেখাপড়ার প্রচার ছিল। লেখা সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত এবং আমাদের দেশী তাঁহাদের শিষ্যগণ বলেন, বিদেশীদের নিকট হইতে

আমরা লিখন প্রণালী অবগত হইয়াছি! গ্রীক মেগাস্থিনিস, "চন্দ্রগুপ্তের সৈনিকগণ মধ্যে লিখিত নিয়ম কিছু নাই," এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ কথার উপর নির্ভর করিয়া, অনেকে বলেন, আমাদের সেকালে লিপিজ্ঞান ছিল না, ইহা আমরা অন্য জাতির কাছে শিক্ষা করিয়াছি। এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। অলিকসন্দরের অন্যতম সেনানী নিয়ার্কস, কাপড়ের উপর লেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; মেগস্থিনিস ও ক্রোশ জ্ঞাপক শিলালিপির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সকল ব্যতীত আমাদের মনু, যাজ্ঞবল্ক, প্রভৃতি তাঁহাদের সংহিতায়, লিখার কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু স্বীয় সংহিতায়, পুস্তক অবিভাজ্য, এ কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদ মন্ত্রাত্মক, ইহা গুরুমুখ হইতে অনুশ্রুত হইত বলিয়া ইহা শ্রুতিনামে অভিহিত হয়। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা,এই শ্রুতি শব্দ দেখিয়া স্থির করিলেন, আমরা লিখিতে জানিতাম না। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি বেদের অঙ্গ কখন শ্রুতিনামে অভিহিত হয় নাই। এ সকল বিষয় খৃষ্টজন্মের বহুসহস্র শতাব্দীপূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষে উৎকর্ষতালাভ করিয়া ছিল। ব্রহ্মা, আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে লক্ষ শ্লোকাত্মক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। লিখার প্রচলন না থাকিলে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনেকে, মুখে মুখে রাশী রাশী গ্রন্থ রক্ষা করা কল্পনা করিয়া থাকেন, তথাসি ও লিপি কল্পনা করিতে তাঁহাদের কষ্ট বোধ হইয়া থাকে!

ব্রাহ্মণ, যাহাতে গোলাম না হইয়া ব্রাহ্মণ হুন, সে বিষয় সমাজ, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন, ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ হইলে

সমাজের দুর্গতি দূর হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিঃস্বার্থভাবে সমাজের দুঃখ দূর করিয়া থাকেন। এবিষয় গ্রীকগণও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; এবং আমাদের ইতিহাসও সাক্ষ্য প্রদান করেন। কাশ্মীর মণ্ডলে যে সময় ভিক্ষু (বৌদ্ধ) বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময় কাশ্যপ চন্দ্রদেব, তাহা দূর করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। আবার যখন যক্ষ (মধ্য এসিয়া-বাসী) বিপ্লব উপস্থিত হয়, সে সময় অপর চন্দ্রদেব, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেশ মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করেন (১)। শিশুর জন্মকাল হইতেই, যাহাতে সে মানুষ হয়, যাহাতে সে সমাজের হিতকারী বন্ধুরূপে পরিণত হয়, সে বিষয় অতি শৈশবকাল হইতেই তাহাকে ভাবনা দেওয়া হইত। "হে পুত্র তুমি গোষানে আরোহণ করিয়া শত্রু সংহার কর" (২)। "ব্রাহ্মণ কখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না" (৩)। "যে ব্যক্তি নিজে স্বর্গে গমন করিতে অসমর্থ, সে কিরূপে পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে" (৪)। ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবনায় ভাবিত

(১) কাশ্যপ শ্চন্দ্রদেবাখ্য স্তপ স্তোপে ততো দ্বিজঃ।১৮২।

*　　　　*　　　　*

আদ্যেন চন্দ্রদেবেন শমিতো যক্ষবিপ্লবঃ।
দ্বিতীয়েন তু দেশেঽস্মিন্ দুঃসহো ভিক্ষুবিপ্লবঃ॥১৮৪॥ রাজতরঙ্গিণী॥

(২) আরোহ প্রোষ্ঠং বিষহস্বশত্রুন্। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র।

(৩) ক্রিয়াময়ং হি ব্রহ্মেণ্যং নাক্রিয়ং ব্রহ্মোচ্যতে না ক্রিয়ঞ্চ ব্রহ্মোচ্যতে। অপর স্থলে, না ক্রিয়ো ব্রাহ্মণো, না সংস্কারো দ্বিজো, না বিদ্বান বিপ্রো। (ঐ)

(৪) ন মাংস্তু পেশলঃ পুত্রো না বিদ্বান্ নাপ্যকর্ম্মকৃৎ।
স্বয়ং ন যাতি যঃ স্বর্গং কিং পুনঃ পিতরং তরেৎ॥ (ঐ)

ব্রাহ্মণগণ জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেন। জড়ের ন্যায় ক্রিয়াশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি গৃহে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে রুগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে উপনীত হয়। তাই ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন, অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ, আর যুদ্ধ বিমুখ রাজা, এই উভয়কে পৃথিবী গ্রাস করিয়া থাকেন (৫)। তাই সে কালের ব্রাহ্মণ, সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া, সমস্ত পৃথিবীর মানবগণকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাষিত করিয়াছিলেন *। হে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়! আপনারা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনারা জগতের জ্ঞান-গুরু, আপনাদিগের শিষ্যানুশিষ্যগণ, আপনাদিগের সুদীর্ঘ নিদ্রিত কালের মধ্যে, কতদূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে দেখুন! আর কি মৃতের ন্যায় নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করা ভাল দেখায়। উঠুন! আত্মশক্তি অনুসারে পৌরুষ প্রদর্শন করুন। তাহা হইলে আপনারা, আপনাদিগের সেই অনাদিকালের জগতের শিক্ষকত্ব লাভে সমর্থ হইবেন এ বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৫) দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভুমিঃ সর্পো বিলশয়া নিব।
রাজানং চাপ্য যোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥
মহাভারত, উদ্যোগ, প্রজাগর পর্ব্ব।

* এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ॥ মনু। ২০। ২ অ

উপসংহার

অলিকসন্দর, অতি কষ্টে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া কোনরূপে গেডরোসিয়ার রাজধানী পুরা নামক স্থানে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দুঃখের সময় পুরুষ উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। অলিকসন্দর এই কঠোর পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্নাভাবে ও জলাভাবে সৈন্যগণের ক্লেশের সীমা ছিল না। ভারবাহী ঘোটকাদি পশুহত্যা করিয়া বুভুক্ষিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়াছিল। এক সময় একটি পার্ব্বত্য নদীর ধারে সৈন্যগণ অবস্থান করে, বৃষ্টি হওয়াতে সেই নদী অকস্মাৎ প্রবল বেগে স্ফীত হইয়া, তটস্থিত সৈন্যগণকে বহিয়া লইয়া যায়, ইহাতেও অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল। রাত্রিকালে সৈন্যগণ গমন করিত, ইহাতেও অনেক সৈন্য নিদ্রাভিভূত হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকিত, অনেকে এইরূপে রাস্তা হারাইয়া পথ ভুলিয়া বিষম বিপাকে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। অলিকসন্দর, প্রকৃত নেতার ন্যায় সামান্য সৈনিকের মত অবস্থান করিয়া, সাধারণ দুঃখ সমান ভাবে ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ আপনাদের দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার প্রতি আরো অনুরাগ প্রকাশ করিত।

পারস্যের উর্ব্বর ভূমিতে উপস্থিত হইলে, আবার সকল দ্রব্য তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন, সৈন্যগণসহ অলিকসন্দরের অমিতাচার যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইল। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে অত্যাচার অবিচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ডপ্রদান করিয়াছিলেন।

সুসাতে অবস্থান কালে পারসীকদের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ

সংস্থাপন করিবার জন্য, দারার কন্যা স্তাতিরার পানিপীড়ন করেন,—ইহাঁর উদাহরণে তাঁহার আশি জন সেসানী, পারসীক সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যার সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। দশ হাজার মাসিদন সৈনিক পুরুষও, পারসীক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এই সকল বিজাতীয় বিবাহ ব্যাপার দেখিয়া সম্ভ্রান্ত মাসিদনগণ অত্যন্ত বিরক্ত হন। অবশেষে তাহারা অলিক-সন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু হিপাস্তিয়ন, মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে অলিকসন্দর অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। অলিক সন্দরের অমিতাচার যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হয়। হিপাস্তিয়ান বিয়োগে, তিনি যেন শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; ব্যাবিলনে তাঁহার জ্বর হয়, ইহার উপর মদ্য পানের তাঁহার বিরাম ছিল না, ব্যাবিলনে আসিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন, জ্বরের সময় এই কথায় তিনি সম্ভবতঃ অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহার জর্জ্জরিত শরীর আর জ্বরবেগ সহ্য করিতে পারিল না। খৃ পূ ৩২৯ অব্দে জুন মাসে প্রায় ৩৩ বৎসর বয়ক্রমে এবং ১৩বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া এই নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করেন।

অলিকসন্দরের ভারত পরিত্যাগের পর, ভারতবাসীর সম্মোহ দূর হইল, ধীরে ধীরে তাঁহারা নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; আত্মজ্ঞানের সহিত তাঁহাদের প্রচ্ছন্নশক্তির আবির্ভাব হইল। অলিকসন্দরের প্রধান কর্ম্মচারী ফিলিপো ঘাতক হস্তে নিহত হইলেন! বৈদেশিকদিগের নাম মাত্র অধীনতা পাশ তাঁহাদিগের ভাল লাগিল না, তাহা ছিন্ন করিবার

জন্য সকলে একত্র হইয়া চেষ্টা করিলেন। ইত্যবসরে অলিকসন্দরের মৃত্যু সংবাদ ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। যাহারা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল তাহারাও এই সংবাদে নির্ভয় হইয়া অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় আর একটি ঘটনায় বৈদেশিক-দের উপর ভারতবাসীর যথেষ্ট ঘৃণা উপস্থিত হয়। ইউডেমস, নামক মেসিদন কর্ম্মচারী, একজন রাজাকে, সম্ভবত বীরবর পুরুকে, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়া তাঁহার হস্তী সকল অধিকার করিয়া স্বদেশের যুদ্ধে যোগদিবার জন্য গমন করেন। এই ঘটনায়, ভারতবাসীরা, বিদেশীদের উপর খড়্গ হস্ত হন। যে যুবক বিদেশীদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন, যিনি মাসিদনদিগের আগমন চিহ্নও ভারতবক্ষ হইতে উৎখাত করিয়া দেশের পবিত্রতা সাধন করিয়াছিলেন, যিনি বিপুল অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশও আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ চাণক্য পরি-চালিত, সেই মহাবল পরাক্রান্ত যুবকের নাম মহারাজ চক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত। অলিকসন্দরের ন্যায়, ইনিও অতি সামান্য অবস্থা হইতে, পার্থিব উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁর বন্ধুত্ব গ্রীকগণ আগ্রহের সহিত কামনা করিতেন। ইহাঁরই সভায় মেগাস্থিনিস, পাটলি পুত্রনগরে দূতরূপে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। ইহাঁরই পৌত্র ধর্ম্মবুদ্ধি অশোক প্রজাগণকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পরিপালন করিয়া এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কল্পে তন্ময়তা দেখাইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ